

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দতত্ত্বামৃত।

[শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, শিবসংহিতা, ষট্‌চক্র, পঞ্চদশী, পাতঞ্জল দর্শন, ঘেরণ্ড সংহিতা, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের প্রমাণ সহ।]

গুরুণা দত্তনামানং "কৃষ্ণানন্দসরস্বতীম"।
মদীয়ং পিতরং বন্দে "শ্রীকাশীশ্বর"সংজ্ঞকম্ ॥
পিতুর্ম্মুখেন্দুসংচ্যুত মুপদেশামৃতং হি যৎ।
শিষ্যাদিবর্গমধ্যে তৎ ময়েদমিহ কীর্ত্ত্যতে ॥
জয়তি সচ্চিদানন্দঃ মুনয়োঽমল মানসাঃ।
যস্য তত্ত্বং প্রগায়ন্তো লভন্তে মোদমুত্তমং ॥

শ্রীগোপেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
শ্রীগোপেশ্বর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
কলাকোপা—রাজারামপুর, পোঃ—নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

ঢাকা,—নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীরাধাবল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র

উৎসর্গ পত্র

পরমভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত পিতৃব্যদেব ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, উকিল, হাইকোর্ট, কলিকাতা, সিকস্তি ও পয়স্তি আইন প্রণেতা,

(Author of the Law of Alluvion and Diluvion,)

মহাশয় শ্রীশ্রীকর-কমলেষু-

দেব।

শ্রীশ্রীহরির কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে "শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ-তত্ত্বামৃত" নামক গ্রন্থ-প্রণয়ন কার্য্য শেষ হইল ; সংসারে আপনি আমার প্রীতিভাজন, আপনার অকৃত্রিম স্নেহে নিরাপদে পরিপোষিত হইয়াছি ; আমার একমাত্র আদরের সামগ্রী "শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দতত্ত্বামৃত" গ্রন্থ আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম। আপনি স্বয়ং ও আপনার বন্ধুবর্গ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। নিবেদন ইতি—

সেবক,

আপনার স্নেহের,

শ্রীগোপেশ্বর ঘোষ

সম্পাদকের নিবেদন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দশম উল্লাসে,

শ্রীসদাশিব উবাচ।

পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ
স্বর্গঃ পিতা মে তত্তৃপ্তৌ তৃপ্তমস্ত্বখিলং জগৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে।

নারদ উবাচ।

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনংখিলম্ ॥

পিতৃদেব শ্রীশ্রীকাশীশ্বর ঘোষ মহাশয় স্বকীয় সাধন বলে ধর্ম্মজগতে বিমল যশঃ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যচৈতন্যানন্দস্বামী জীউ তাঁহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে "শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী" এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। পিতৃদেব শিষ্যাদি বর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের প্রশ্ন সমূহের উত্তরে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন আমি তৎসমস্তই অবিকল সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিলাম; এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম "শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দতত্ত্বামৃত" রাখা হইল।

এই গ্রন্থে বর্ণিতব্য বিষয়,—অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব—সম্বন্ধ; জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি—অভিধেয় এবং তৎসিদ্ধিই—প্রয়োজন। ইহার প্রথম অধ্যায়ে গুরুতত্ত্ব,—গুরু কত প্রকার ও লক্ষণ;

শিষ্যের কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবতত্ত্ব,—অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ। তৃতীয় অধ্যায়ে পুরুষ ও প্রকৃতিতত্ত্ব,—তাহাদের লক্ষণ; ত্রিগুণ ও তুরীয়; মায়া, বিদ্যা ও অবিদ্যা, তাহাদের লক্ষণ ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ; বদ্ধ ও মুক্ত; ভগবানের নির্লিপ্ততা; অবতারের প্রয়োজন এবং সৃষ্ট্যাদি কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে আশ্রম ও ধর্ম্মতত্ত্ব,—বর্ণ ও আশ্রম; যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম; সত্যাদি যুগের সহিত কলিযুগের বিশেষত্ব; হরিনামের মাহাত্ম্য; প্রায়শ্চিত্ত; কলিযুগে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; সকল আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম; বাহ্যপূজা, জপ, ধ্যান ও ব্রহ্মসদ্ভাব; আরম্ভবাদ, পরিণাম বাদ ও বিবর্ত্তবাদ এবং তাহাদের লক্ষণ। পঞ্চম অধ্যায়ে নাড়ী, ষট্‌চক্র—দল ও পঞ্চকোষতত্ত্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্মতত্ত্ব,—তাহাদের লক্ষণ। সপ্তম অধ্যায়ে যোগতত্ত্ব,—তাহার লক্ষণ; যোগ ও যোগীর প্রকার; শোধন, দার্ঢ্য, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ এবং নির্লিপ্ত এই সপ্ত সাধন; মতান্তরে যোগের অষ্টঅঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এবং তাহাদের লক্ষণ। অষ্টম অধ্যায়ে ভক্তিতত্ত্ব,—ভক্তির প্রকার ও লক্ষণ; সাধুর লক্ষণ ও সাধু সঙ্গের ফল। নবম অধ্যায়ে অণিমাদি অষ্টাদশ—সিদ্ধিতত্ত্ব। দশম অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির সমন্বয় তত্ত্ব। একাদশ অধ্যায়ে রসতত্ত্ব,—রসের লক্ষণ ও প্রকার। দ্বাদশ অধ্যায়ে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা; শক্তিতত্ত্ব। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রাপ্তিতত্ত্ব। গ্রন্থের বিষয় সমূহ স্থূলতঃ এই স্থলে উল্লেখ করা হইল।

পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই তপস্যা, পিতাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর—তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্য পরিপালন করিলে আমার আত্মার তৃপ্তি এবং বিমলানন্দ লাভ হইবে, কারণ, সর্ব্বশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদের উপদেশানুযায়ী শ্রীহরি যশঃ বর্ণনা করিয়া পরমানন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের মূল বিষয় ভগবানেরই তত্ত্ব বর্ণনা বটে।

আমি অতিশয় ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও অল্প বুদ্ধি সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব উপরোক্ত রূপ সংগ্রহ করিয়া বর্ণনা করা আমার পক্ষে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনে যেরূপ চেষ্টা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার যেরূপ আশা, পৃথিবীর রেণুকণা গণনা করা যেরূপ বাতুলতা, আমারও এই "তত্ত্বগ্রন্থ" প্রণয়ন করা সেইরূপ দুরাশা ও ধৃষ্টতামাত্র, তবে সাধু, গুরু ও মহাপুরুষদের এবং সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদই একমাত্র সম্বল ও ভরসা। এই ভরসায় নির্ভর করিয়া আমি এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি ইহাতে কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তবে সহৃদয় পাঠক-বর্গ নিজ দয়াগুণে ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি।

পোঃ ও গ্রাম কুকুটীয়া ;
জিলা ঢাকা।
আষাঢ়, ১৩২৮ সাল।

বিনীত
শ্রীগোপেশ্বর ঘোষ
সম্পাদক।

সূচীপত্র।

* মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ ৯৭ পত্রাঙ্ক হইতে ১১২ পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দতত্ত্বামৃত।

প্রথম অধ্যায়।

পিতৃদেব প্রশ্নোত্তরের প্রারম্ভে গুরু, ভক্ত, ভগবান্ এবং জগজ্জন সকলকে নিম্নলিখিত নমস্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

।মন্তংসদ্গুরুং নিত্যচৈতন্যানন্দসংজ্ঞকং
নিত্যচৈতন্যদং ভক্ত্যা প্রণমাম্যর্থসিদ্ধয়ে।

হরেঃ কলা তত্ত্বকুলৈঃ কুমানবান্ নবান্স্বধর্ম্মাননুশাসয়ন্ সুখৈঃ
সুখৈক হেতুং হরিকীর্ত্তনং সদা সুদূরসংস্থানপি যোঽন্বশিক্ষয়ৎ
অজ্ঞানতাধ্বান্ত কুলান্তকন্তং শ্রীনীলকান্তং পরিতঃ প্রশান্তং
গুরুং সহস্রার মহাব্জসংস্থং স্মরামি সর্ব্বার্থপ্রদং বরেণ্যং॥

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংলগ্ন মোক্ষণ বিচক্ষণ পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগল শ্রবণেন যেষা—
মানন্দথুর্ভবতি নৃত্যতিরোমবৃন্দং॥

অজমজরমনন্তং জ্ঞানরূপং মহান্তম্
শিবমমলমনাদিং ভূতদেহাদি হীনম্।
সকলকরণহীনং সর্ব্বভূতস্থিতংতম্
হরিমমলমমায়ং সর্ব্বগং বন্দ একম্॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপকং।
প্রণমামি জগন্ময়ং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥

গুরুতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! গুরু শব্দের অর্থ কি এবং কাহাকে বুঝায়?

গুরু। বৎসগণ! গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কারণ গুরুতত্ত্ব-বিহীন জনের যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা এবং দান প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলই বিফল হইয়া থাকে; বিশেষতঃ গুরুতত্ত্বই যাবতীয় বিষয়ের মূল, সকল তত্ত্বের সার এই তত্ত্ব আলোচনাতে তোমরা ও আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব এবং এই তত্ত্বই নিত্যচৈতন্যানন্দ লাভের প্রশস্ত উপায়। "গু" শব্দে অন্ধকার এবং "রু" শব্দে তেজঃ বুঝায়; সুতরাং যিনি

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে তেজোদ্বারা অপসারিত করিয়া দেন, তাঁহাকেই গুরু বলা যায়। অতএব গুরুদেবই ব্রহ্ম স্বরূপ। অপিচ "গু" এই বর্ণ দ্বারা মায়াদি গুণ বুঝায় এবং "রু" এই বর্ণ দ্বারা মায়া ও ভ্রান্তিহারক তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকে। গুরুদেবই সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ বুঝায়।

তথাহি শ্রীগুরু গীতাতে।

যজ্ঞ-ব্রত-তপোদান-জপতীর্থানুসেবনং।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ॥

তথাহি তত্রৈব।

গুকারশ্চান্ধকারঃস্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞান ধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥

তথাহি তত্রৈব অন্যচ্চ।

গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদি-গুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়া-ভ্রান্তি বিমোচকঃ॥

তথাহি শ্রীগুরু গীতাতে।

বহুনোক্তেন কিং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
নির্গুণঞ্চ পরংব্রহ্ম গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥

শিষ্য। গুরুদেবকে কিরূপ ধারণা করিতে হইবে?

গুরু। বৈষ্ণব শ্রীগুরুকে "ভগবান্ কৃষ্ণ" এবং শৈব "ভগবান্ শিব" এই প্রকার যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি গুরুদেবকে সেই সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব বলিয়া ধারণা করিবেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে,
উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

তথাহি শ্রীশ্রীগুরুগীতায়।

যঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দঃ শিবঃ শিবস্বরূপকঃ।
মন্ত্রজ্ঞান প্রদাতা চ তং নমামি গুরুং বিভুং॥

শিষ্য। সম্প্রদায়ের প্রয়োজন কি?

গুরু। জীব সকলের রুচি এবং প্রবৃত্তি বিভিন্ন কাজেই স্বকীয় রুচি মতে যিনি, যেরূপ ইষ্ট ভজন করিবার ইচ্ছুক তিনি সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া সাধন করিবেন, অন্যথা সিদ্ধিলাভ দূরে থাকুক বরং মন্ত্রই নিষ্ফল হয়।

তথাহি গোতমীয় তন্ত্রে।

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফল মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্প শতৈরপি

তথাহি পাদ্মে।

বিপর্য্যয়ে চ বন্ধে চ গুরু শিষ্যে যদি ক্বচিৎ।
কথম্ আরাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তি সুস্থিরম্॥

শিষ্য। গুরু কিরূপ হওয়া উচিত?

গুরু। যেইজন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ তিনিই বৈষ্ণব গুরু ; এই প্রকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও জানিবা।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়, অষ্টম পরিচ্ছেদে।

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্রন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

তথাহি পাদ্মে।

বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যাশ্চ গুরুবঃ শূদ্রজন্মনাং।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎ প্রিয়াঃ॥

শিষ্য। প্রভো! তত্ত্ববিৎ কি বুঝিলাম না?

গুরু। নিত্য বস্তু কি এবং অনিত্য বস্তুই বা কি এই উভয়ের ভেদ ও অভেদ যিনি জানেন, বুদ্ধি, জীব, আত্মা ও জগতের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ সংবাদ যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ এবং তাঁহাকেই সদ্‌গুরুবলে!

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শ্রীভগবানু বাচ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

তথাহি পঞ্চদশীর অষ্টম পরিচ্ছেদে।

বুদ্ধ্যাদীনাং স্বরূপং যো বিবিনক্তি স তত্ত্ববিৎ।
স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ॥

তথাহি শ্রীগুরুগীতায়।

স এব সদ্ গুরুঃ স স্যাৎ সদসদ্ ব্রহ্মবিত্তমঃ
তস্যস্থানানি বর্ণানি পত্রাণি চ ন সংশয়ঃ

তথাহি দেবী পুরাণে।

সর্ব্বলক্ষণ হীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ
স এব সদ্‌গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্‌বদামি তে॥

শিষ্য। শাস্ত্রে মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও গুরুর প্রয়োজন কি?

গুরু। শাস্ত্রের লিখিত মন্ত্র অচৈতন্য, শ্রীগুরু চৈতন্যময়, মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্রচৈতন্য তিনি জানেন; সুতরাং গুরুদেব, মন্ত্রে শক্তি সঞ্চার করিয়া এবং মন্ত্রার্থ বুঝাইয়া না দিলে শিষ্যের মন্ত্র কোন ফলদায়ক হয় না। অতএব গুরুদেবের প্রয়োজন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিরাও গুরুদেব হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তোমরা অবগত আছ। সুতরাং তাঁহারা নিজেরাই জগতে আদর্শ দেখাইয়াছেন।

তথাহি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে তৃতীয় উল্লাসে,

শ্রীসদাসিব উবাচ।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষ প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি॥

তথাহি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়,
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ॥

এই মত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে,
শ্রীশ্রুতয় উচুঃ।

বিজিতহৃষীক বায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং।
য ইহ যতন্তি যন্তুমতি লোলমুপায়খিদঃ ॥
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং।
বণিজইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥

তথাহি তুলসীদাসের দোঁহাবলীতে।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ্‌বতাওয়ে,
জ্ঞান্ করে উপদেশ্।
তও কোয়লা কি ময়লা ছোটে,
যও আগ্ করে পরবেশ ॥

শিষ্য। গুরু কয় প্রকার এবং কি কি?

গুরু। বৎসগণ! গুরু তত্ত্বতঃ একই বটেন, কেবল কার্য্য ভেদে নাম ভেদ মাত্র, যথা,—বর্ত্মোদ্দেশ, দীক্ষা এবং শিক্ষা গুরু।

শিষ্য। এই তিন প্রকার গুরু কাঁহাদিগকে বলে?

গুরু। যাঁহার উপদেশে ভগবানে অনুরাগ জন্মে তাহার নাম বর্ত্মোদ্দেশ গুরু।

তথাহি ॥কৃষ্ণ কর্ণামৃতে যদুনন্দন ঠাকুর কৃত
পদাবল্যা নাম টীকায়াং।

হেথা লীলাশুকের গুরু বেশ্যা চিন্তামণি।
বর্ত্মোদ্দেশী গুরু তেঁহো এই মতে জানি॥
তাঁর বাক্যমাত্রে হৈল কৃষ্ণে অনুরাগ।
তাঁহার উৎকর্ষ তেঞি কহে মহাভাগ॥

যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান ও পাপক্ষয় হয় তত্ত্বজ্ঞ গুরুগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। এই জন্যই দীক্ষা শব্দটি ও দা ধাতুর দী এবং ক্ষি ধাতুর ক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন বিধান মতে পারদ সংযোগ করিলে কাস ও সুবর্ণ হয়, তদ্রূপ বিধিমত:দীক্ষা গ্রহণ করিলে মানবগণের দ্বিজত্ব জন্মিয়া থাকে। অতএব বিধিমত যিনি কর্ম্ম করাণ তাঁহাকে দীক্ষা গুরু বলে।

তথাহি দীক্ষা মহাত্ম্যং বিষ্ণুযামলে।

দিবং জ্ঞানং যতোদদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতিসা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

তথাহি তত্ত্বসাগর গ্রন্থে।

যথাকাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

যিনি ভজন শিক্ষা প্রদান করেন তাঁহাকে শিক্ষাগুরু বলে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়ে
ভগবানুবাচ।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌।
সন্তএবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে।

দেবহূতিং প্রতি শ্রীকপিলদেব বাক্যং।
সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সম্বিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরণুক্রমিষ্যতি॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে যদুনন্দন ঠাকুর কৃত,
পদাবল্যা নাম টীকায়াং।

কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ অনুভাব হৈতে।
শিক্ষাগুরু করি বোলে কৃষ্ণ এই রীতে॥
শিখিপিঞ্জ মৌলীনামে বিগ্রহ স্ফুরিল।
মদন মদনরাজ বেকত হইল॥
ভূষণ ভূষণ অঙ্গ ললিত ত্রিভঙ্গ।
কৈশোর বয়স্ বেশ রসময় অঙ্গ॥

শিষ্য। প্রভো! গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য কি?
গুরু। নিরন্তর শ্রীগুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু

ভগবান্, শ্রীগুরু-সেবা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হন, গৃহস্থধর্ম্ম, ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, বানপ্রস্থধর্ম্ম অথবা যতিধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ হন না।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অশীতিতম অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥

তথাহি শ্রীশ্রীগুরুগীতাতে।

শ্রুতি স্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ॥

শিষ্য। শিক্ষা এবং দীক্ষা সময়ের অপেক্ষা করে কি না?

গুরু। দেশাচার অনুসারে বহুস্থলে দীক্ষাতে সময়ের অপেক্ষা করে কারণ দীক্ষাগুরু তিথি, নক্ষত্র, রাশি, কালাকাল শুদ্ধাশুদ্ধ প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতেই সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়; কিন্তু শিক্ষাতে এইরূপ কাল শুদ্ধাশুদ্ধ ইত্যাদি বিচারের কোন প্রয়োজন করে না। যেহেতু জীবের যখন প্রাণের আবেগ উপস্থিত হয়, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন জীব আর সময়ের অপেক্ষা করিতে পারেন না। ধর্ম্মই তখন তাঁর প্রাণ, ধর্ম্মই তাঁহাকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে, "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্"। অধিকন্তু ধর্ম্মমুক্ত, তিনি কাল দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন না, কোন প্রকার বদ্ধতায় আবদ্ধ হইলে ধর্ম্মের মুক্ততার হানি হয়। সুতরাং ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি কালের

অধীন না হইয়া সদ্‌গুরু আশ্রয় পূর্ব্বক যে কোন সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু পরে দীক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে নতুবা সাধন পূর্ণাঙ্গ হয় না।

তথাহি পঞ্চতন্ত্রে।

অজরামজরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুণা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনংচাংহসা।—
মাচাণ্ডালমমুকলোক সুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীব-তত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া গুরুতত্ত্ব বুঝাইলেন এখন দেখিতেছি গুরুতত্ত্বের সহিত জীবতত্ত্বের সম্বন্ধ রহিয়াছে; অতএব প্রার্থনা কৃপাবিতরণে জীবতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। বৎসগণ! তোমাদের এই প্রশ্ন অতি জটীল কারণ জীব সম্বন্ধে এক এক মহাপুরুষের এক এক মত জানিবা। অদ্বৈতবাদী বলেন "জীব পরমাত্মা হইতে অভেদ বস্তুতঃ সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক।" তাঁহাদের যুক্তি এই,—আকাশ যেমন এক হইলেও কখন নীল কখনও বা শুভ্ররূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রান্তদর্শিগণও এক আত্মাকে উপাধি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ষোড়শ
অধ্যায়ে, ঋভুরুবাচ।

তদেতদুপদিষ্টং তে সংক্ষেপেণ মহামতে।
পরমার্থসারভূতং যদদ্বৈতমশেষতঃ ॥

তথাহি তত্রৈব, ব্রাহ্মণ উবাচ।

সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্।

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোহন্যাৎ।
সোহহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতৎ
আত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্॥

দ্বৈতবাদী বলেন, সেই এক আত্মা বহু হইয়াছেন এবং তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন। জীব, ভগবানের তটাস্থাশক্তি ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশ এবং ভগবানের নিত্যদাস ও অতি সূক্ষ্ম তমাংশ।

শিষ্য। প্রভো! তটস্থাশক্তি ও ভেদাভেদ প্রকাশ কাহাকে কহে, কৃপাপূর্ব্বক বুঝাইয়া বলুন?

গুরু। বৎসগণ! প্রশ্ন বড় গুরুতর, তবে অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে বলিতেছি শ্রবণ কর। ভগবানের অনন্তশক্তি, তন্মধ্যে তিনটি প্রধান। যথা—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি—অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তি—বহিরঙ্গা ও জীবশক্তি—তটস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই জীবশক্তি চিদ্রূপ হইয়াও, চিদ্রূপা স্বরূপশক্তি হইতে ভিন্ন, এই হেতু ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। ভেদাভেদ প্রকাশ মায়াশ্রয়ত্ব বিভুত্বাদি গুণযুক্ত ভগবান্ হইতে

মায়ামোহিতত্ব ও অণুত্বাদি গুণ যোগ হেতু জীব ভিন্ন। কিন্তু চিদ্রূপত্বরূপে ভগবান্ ও জীবের অভেদ। এই ভেদাভেদ অচিন্ত অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন ইহা চিন্তার অতীত।

শিষ্য। প্রভো! ভেদাভেদ প্রকাশ বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন্?

গুরু। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণ, অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ভগবান্ ও জীবে তদ্রূপ ভেদাভেদ প্রকাশ জানিবে। যেমন সূর্য্য-কিরণ, সূর্য্য হইতে তেজরূপে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। যেহেতু ছায়া সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারে না, কিন্তু কিরণকে আবরণ করে। সূর্য্যের এতাদৃশীশক্তি আছে, যাহাতে ছায়া সূর্য্যের নিকট গমন করিতে পারে না। কিরণে তাদৃশী শক্তির অভাব, ছায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করে এই অংশে ভেদ। রাশিকৃত অগ্নি হইতে তেজঃ স্বরূপে স্ফুলিঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যে হেতু অন্ধকার রাশিকৃত অগ্নিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, কিন্তু স্ফুলিঙ্গকে আবৃত করে। রাশিকৃত অগ্নিতে এতাদৃশী কোন শক্তি আছে, যাহাতে অন্ধকার তাহার সমীপে গমন করিতে পারে না। স্ফুলিঙ্গে তাদৃশী শক্তির অভাবে, অন্ধকার তাহাকে আবরণ করে এই অংশে ভেদ। তদ্রূপ ঈশ্বরে এতাদৃশী কোন অচিন্ত্য শক্তি আছে যাহার প্রভাবে মায়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারে না। জীব চিদ্রূপ হইয়াও তাদৃশী শক্তির অভাবে মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হন। এইজন্যই জীব, ভগবান হইতে ভেদাভেদরূপে প্রকাশিত ইহাই দ্বৈতবাদীগণের সিদ্ধান্ত।

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (পরমাত্ম সন্দর্ভে)।

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তদৈক্ষত বহুস্যাংপ্রজায়েয়েতি।"

তথাহি শ্রীমহাভাগবতে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে,
ব্রহ্মোবাচ।

যথাব্ধিসম্ভবা গঙ্গা ভিদ্যন্তে ন সমুদ্রতঃ।
তথা ব্রহ্মাংশ জাতাস্তে ভিদ্যতো ব্রহ্মতোন চ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে সপ্তাশীতিতম
অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতি।

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মোধ্রুবনেরতথা॥
অজনিচ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (তত্ত্ব সন্দর্ভে)।

তত্রাংশাংশিনোঃ শুদ্ধজীবপরমাত্মনোরভেদাংশ
স্বীকারেনৈরাশ্রয় উক্তঃ।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

তথাহি তত্রৈব শ্রুতিব্যাখ্যাধৃত শ্লোকঃ।

কেশাগ্র শতভাগস্থ শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

শিষ্য। প্রভো! এই অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের কোন্ পথ আমরা অবলম্বন করিব?

গুরু। বৎসগণ! শ্রীগুরূপদিষ্ট পথই অবলম্বন করিবা।

তথাহি শ্রীমহাভাগবতে একষষ্ঠিতম অধ্যায়ে,
মুনিবাক্যং

গুরোর্বাক্যং পরং শাস্ত্রং গুরোর্বাক্যং পরংতপঃ
গুরুস্তুষ্টোবদেদ্যচ্চ তদ্ভবত্যেব নান্যথা॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব।

শিষ্য। আপনি জীবতত্ত্বে যে "আত্মা" শব্দ উল্লেখ করিলেন, তাঁহার স্বরূপ কি?

গুরু। বৎসগণ! তাঁহার স্বরূপ সংক্ষেপে বলিতেছি,—বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ, অহঙ্কার, এবং ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে বিভিন্ন অস্মৎ-শব্দের গোচর অদ্বিতীয় শুদ্ধ, চিৎস্বরূপ আত্মা। আত্মা—আদি, নির্ব্বিকার, নির্ম্মল ও জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-বর্জ্জিত; বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিও তাঁহার নহে—তিনি চিন্ময়, আনন্দময়। আত্মা—অশরীরী, জ্যোতির্ম্ময়, নিত্যপূর্ণ এবং শুদ্ধ, জ্ঞানাদিময়। তিনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বদেহ-গত।

তথাহি শ্রীমহাভাগবতে ষোড়শ অধ্যায়ে,

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বুদ্ধি প্রাণমনো দেহাহঙ্কৃতেন্দ্রিয়তঃ পৃথক্।
অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মাহং শুদ্ধ এবেতি নিশ্চিতম্॥
আদির্নিরাময়ঃ শুদ্ধো জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিতঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিত শ্চিদানন্দাত্মকো মতঃ॥
অনঙ্গঃ স্বপ্রভঃ পূর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদি লক্ষণঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহগতঃ পরঃ॥

শিষ্য। আত্মা, পুরুষ কি প্রকৃতি এই তত্ত্বদ্বয় বিস্তার করিয়া বুঝাইয়া বলেন।

গুরু। আত্মা পুরুষ; সেই পুরুষ অনাদি এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তিনি স্বপ্রকাশ; এই বিশ্ব তাঁহার সহিত নিযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র, তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন। স্বয়ং সুখাত্মক পুরুষের প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলেই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ এবং কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমান বন্ধন ও বন্ধনকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥

সেই পুরুষের নিকট অব্যক্তগুণময়ী প্রকৃতি লীলা হেতু উপগতা হইলে, তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। এই প্রকৃতি স্বীয়-গুণ দ্বারা আপনার অনুরূপা বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকেন। তাঁহাকে আত্মভাবে অবলোকন করিয়া ঐ পুরুষ, জ্ঞানের আবরণরূপা অবিদ্যায় সদ্যমুগ্ধ হন। তৎপরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয়, প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে আপনাকেই সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণ এ সকলের তত্তদ্‌ভাবের প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকৃতিই কারণ। নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি।

ঐ প্রধান ত্রিগুণ ; তাহা অব্যক্ত ; তাহা কার্য্য ও কারণস্বরূপ ; তাহা নিত্য ;—ঐ প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্ব্বিংশতিগণ আছে। ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচটি মহাভূত। গন্ধ-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র এই পাঁচটি তন্মাত্র এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশটি ইন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত—এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়। যদিচ অন্তঃকরণই অন্তরিন্দ্রিয়, তথাচ তাহার বৃত্তিভেদে উক্ত চারি প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণ ক্ষুব্ধ হইলে, পরমপুরুষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার বীর্য্য আধান করেন। তাহাদ্বারা সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব প্রকাশ-বহুল। ঐ তত্ত্ব লয় বিক্ষেপহীন এবং জগতের অঙ্কুর স্বরূপ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥
গুণৈর্ব্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥

তথাহি তত্রৈব।

যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥

পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ॥
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে॥
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্রসননাসিকাঃ
বাক্‌করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম্‌ উচ্যতে॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্‌।
চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া॥

তথাহি তত্রৈব।

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যৌনৌ পরঃপুমান্‌
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্‌॥
বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্‌ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ।

আদি বীজ হইতে যেমন মূল, স্কন্ধ ও শাখাদি সংযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আবার অন্য বীজ জন্মে, তদনন্তর সেই সকল বীজ হইতে অপর বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয় এবং তাহারাও পূর্ব্ব বৃক্ষের সমজাতীয় আম্রাদি দ্রব্য বিশিষ্ট হয়; সেইরূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন পূর্ব্ব বৃক্ষের অপচয় হয় না সেইরূপ ভূতগণের সৃষ্টি হইলেও পূর্ব্বভূতগণের অপচয় হয় না। ধান্যের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা সকল আছে এবং অঙ্কুর উৎপত্তির হেতুসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়; সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মসকলে

অবস্থিত দেবাদি সমুদয় বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন। যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, যিনি জগৎস্বরূপ, যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায়ে,—

পরাশর উবাচ।

তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ।
বিষ্ণু শক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥
স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি ॥

শিষ্য। জীব নিজেই কেন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না?

গুরু। মায়ামুগ্ধ জীবের তত্ত্বজ্ঞান থাকে না; সুতরাং সেই অবিদ্যা সম্পন্ন জীবের স্বতঃ তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব, তত্ত্বজ্ঞ অন্য ব্যক্তিকে তাহার জ্ঞানদাতা হইতে হইবে। বিদ্যার আশ্রয়েই জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে; কেন না বিদ্যা সংসার নিবৃত্তিকারিণী ও তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা। মায়াই গুণময়ী ও দুস্তরা; ভগবানের শরণাগত না হইলে, মায়ামুক্ত হইবার কাহারও সাধ্য নাই।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাদ্য বিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥

তথাহি শ্রীমহাভাগবতে তৃতীয় অধ্যায়ে,

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা চৈব সা সংসার নিবর্ত্তিকা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শিষ্য। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ কি সাধারণ?

গুরু। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করেন এবং তাদৃশ সহস্র সহস্র প্রযত্নশীল ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, এবং তাদৃশ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কেহ বা তত্ত্ব জানিতে পারেন। অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ ও দুর্লভ।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

শিষ্য। জীব স্বয়ংই মায়ামুগ্ধ না কি?

গুরু। জীব স্বয়ং গুণাতীত তথাপি মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানে অভিমানী হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে,—

সূত উবাচ।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানাং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

শিষ্য। ত্রিগুণটা, জীবের কোন অবস্থা দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

গুরু। সত্ত্বগুণে জীবের জাগরণ। রজঃগুণে জীবের স্বপ্ন এবং তমোগুণ হইতে জীবের সুষুপ্তি বুঝিবে; আর তুরীয় অবস্থা ত্রিগুণের উপর বিস্তৃত

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে

শ্রীভগবানুবাচ।

সত্ত্ব জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥

শিষ্য। মায়ার ব্যুৎপত্তি কি এবং মায়া কাহাকে বলে?

গুরু। বৎসগণ! মায়াশব্দ অতি বিস্তৃত। ইহার সম্যক্ বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার, তবে মোটামুটি বলিতেছি অবধান কর। শব্দতত্ত্বার্থবেত্তা পণ্ডিতগণ মায়া শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান এবং বিষ্ণুভক্তি এই তিনকে বলিয়া থাকেন। নির্ঘণ্ট গ্রন্থে মায়াশব্দে বয়ুন ও জ্ঞান এবং ত্রিকাণ্ড কোষ অভিধানে মায়াশব্দে শাম্বরী ও বুদ্ধিকে কহিয়াছেন। বিশ্ব প্রকাশ কোষে মায়াশব্দে দম্ভ ও কৃপা কহিয়াছেন। মায়ার স্বরূপ এই যে, যে যে বস্তু কোন অর্থব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয় এবং সৎ হইলেও যাহা

আত্মাতে প্রতীয়মান হয় না তাহাই মায়া অর্থাৎ দুই চন্দ্র যেমন অর্থ বিনা প্রতীতি মাত্র হয়, আর যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও প্রকাশ পায় না, তাহার ন্যায় মায়ারও কখন কখন আত্মাতে প্রকাশ হয় না। অধিকন্তু দ্রষ্টা স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ দৃশ্যানুসন্ধানরূপা সেই শক্তি কার্য্য কারণ স্বরূপা। ঐ শক্তিরই নাম মায়া, ভগবান্ মায়া দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তথাহি ষট্‌সন্দর্ভে (ভগবৎ সন্দর্ভে)।

ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ।
মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থ বেদিভিরিতি
শব্দ মহোদধেঃ ॥

মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টে। মায়াস্যাচ্ছাম্বরী বুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ড কোষাৎ ॥

তথাহি তত্রৈব।

মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্ব প্রকাশাৎ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে,

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥

শিষ্য। বিদ্যা ও অবিদ্যা কাহাকে বলে এবং মায়ার সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কি ?

গুরু। পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। জীব সকলকে বদ্ধ ও মুক্তকরী বিদ্যা ও অবিদ্যা ভগবানের দুই আদ্যাশক্তি, তাঁহার মায়া দ্বারা বিরচিত ভগবানের অংশ স্বরূপ, অদ্বিতীয় এই অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ এবং বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

বিদ্যা বিদ্যেমমতনু বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষ বন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥

শিষ্য। বদ্ধ ও মুক্ত কাহাকে বলে এবং কারণ কে ?

গুরু। চিত্তই জীবের বদ্ধ ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহার বন্ধন এবং ভগবানে সংযত হইলেই তাহার মুক্তি হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু শক্তং বন্ধায় রক্তং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥

শিষ্য। ভগবান্ সর্ব্বত্র থাকিতে, ক্লেশ ও কর্ম্মভোগ জীবের কেন হয়, ভগবানের হয় না ?

গুরু। পূর্ব্বেই প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্বে বলিয়াছি যে ভগবান্ প্রকৃতির অধীন নহেন, প্রকৃতিই তাঁহার অধীন ; জীব প্রকৃতির অধীন ; প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ; সুখ, দুঃখ, ক্লেশ, কর্ম্মাদির কারণ জীব ঐ প্রকৃতির অধীন হেতু স্বীয় অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া বদ্ধাবস্থায় ক্লেশ ও কর্ম্মবিপাক হেতু সুখ, দুঃখ ভোগ করে। ভগবান্ নির্লিপ্ত, সুতরাং সর্ব্বত্র থাকিলেও জীব গুণাধীন বশতঃ দুঃখ ও কর্ম্মভোগ প্রাপ্ত হয়। যেমন চন্দ্রমণ্ডল জলে প্রতিবিম্বিত হইলে জলোপাধিকৃত কম্পনাদি ধর্ম্ম জলেই দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রমণ্ডলে তাহা থাকে না, আকাশস্থ চন্দ্রেও তাহা দৃষ্ট হয় না, সেই অনাত্মগুণ দেহাদির ধর্ম্ম বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও দেহাভিমানী জীবেই তাহা প্রতীয়মান হয়, দেহাভিমান বর্জ্জিত ভগবানে তাহা দেখা যায় না।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে,

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥

শিষ্য। ভগবান্ নিরপেক্ষ হইয়া কেবল ভক্তেরই অধীন কেন ?

গুরু। ভগবানের প্রিয়, অপ্রিয়, সুহৃদ, অসুহৃদ্ এবং হিত, অহিত, অথবা উপেক্ষ্য কেহ নাই। ভগবান্ কল্প বৃক্ষ স্বরূপ ;

যে ব্যক্তি যে প্রকারে আশ্রিত হন তাঁহাকে সেই প্রকারে ফল প্রদান করেন, যিনি, যেরূপে ভজনা করেন তাঁহাকে সেই রূপেই অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীশুক উবাচ।

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
না চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্যএব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥

শিষ্য। ভগবানের অবতারের প্রয়োজন কি?

গুরু। ইন্ধন (কাষ্ঠ) যুক্ত অগ্নি যে প্রকার স্ফুলিঙ্গ সকল অনিচ্ছায় প্রেরণ করে, তাহার ন্যায় পূর্ব্ববাসনা নিবন্ধন বদ্ধ জীব সকলের বিমুক্তির নিমিত্ত, ভগবান্ নানা অবতার হইয়া থাকেন।

তথাহি ষট্ সন্দর্ভে (পরমাত্ম সন্দর্ভে)।

সেন্ধনঃ পাবকোযদ্বৎ স্ফুলিঙ্গনিচয়ং দ্বিজ।
অনিচ্ছাতঃ প্রেরয়তি তদ্বদেষ পরঃ প্রভুঃ।
প্রাগ্বাসনা নিবন্ধানাং বদ্ধানাঞ্চ বিমুক্তয়ে।

শিষ্য। ভগবানের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়?

গুরু। সংসার মধ্যে মত্তব্যক্তি যেমন উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া স্বাভাবিকীই নৃত্যাদি লীলা, সুখের আতিশয্য বশতঃই করিয়া থাকে, কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করে না, সেই প্রকার ভগবানের

স্বরূপানন্দের আতিশয্য বশতঃই স্বীয় প্রয়োজন অনুসন্ধান না করিয়া সৃষ্ট্যাদি লীলা সম্পন্ন হইয়া থাকে। হরির প্রয়োজন অপেক্ষা করে না। যাঁহারা মুক্ত তাঁহারাও যখন পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, তখন অখিলাত্মা পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের সৃষ্টি বিষয়ে কোন প্রয়োজন বুদ্ধি থাকিবে কেন? সেই লীলা স্বরূপানন্দের স্বাভাবিকীই জানিতে হইবে।

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (ভগবৎ সন্দর্ভে)।

সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু।
কুরুতে কেবলানন্দাদযথা মত্তস্য নর্ত্তনং।
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্মন ইতি।

তথাহি তত্রৈব।

উচ্ছ্বাস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তত্বেঽপি সুষুপ্তাদৌ
তদ্দোষাপাতাৎ।
তস্মাৎ স্বরূপানন্দ স্বাভাবিক্যেব তল্লীলা শ্রুতিশ্চ
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্ত কামস্য কা স্পৃহেতি।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।



আশ্রম ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

শিষ্য। বর্ণ ও আশ্রম—সত্যাদিযুগের সহিত কলিযুগের পার্থক্য কি?

গুরু। সত্যাদিযুগে চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম ছিল; কিন্তু কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সামান্য—এই পাঁচ প্রকার বর্ণ। এই সমস্ত বর্ণসমূহের আশ্রম দুই প্রকার—গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক মাত্র। কারণ কলিকালে তপস্যা ও বেদপাঠ বিহীন, অল্পায়ু, ক্লেশ প্রয়াসে অশক্ত মনুষ্যগণের কায়িক পরিশ্রম অসম্ভব, এইজন্য কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম নাই।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

তথাহি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে অষ্টম উল্লাসে,

সদাশিব উবাচ।

চত্বারঃ কথিতা বর্ণাঃ আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারশ্চাপি বর্ণানামাশ্রমানাং পৃথক্ পৃথক্॥
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্র সামান্য এব চ॥
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি।

তথাহি তত্রৈব।

তপঃ স্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশ-প্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ॥
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে॥

শিষ্য। গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক আশ্রমের তত্ত্বতঃ কোন প্রভেদ আছে কি না?

গুরু। গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক—তত্ত্বতঃ কোন প্রভেদ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবর্গ, ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক হইলে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিলেও তাঁহাদিগকে "যতি" বলিয়া জানিতে হইবে। অপিচ যাঁহারা কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিয়া থাকে।

তথাহি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্দ্দশ উল্লাসে,
শ্রীসদাশিব উবাচ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে,
শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

শিষ্য। চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম কি এবং কোন্ যুগে কত পাদ ধর্ম্ম?

গুরু। ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রহ্মকে জানেন; ক্ষত্রিয়—যিনি ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করেন; বৈশ্য—যিনি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করেন; শূদ্র—যিনি সাধু পরিচর্য্যা করেন।

ধর্ম্ম সর্ব্বদাই বিদ্যমান, তবে সত্যযুগে চতুষ্পাদ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ধর্ম্ম ছিল। ত্রেতা যুগে তাহার একপাদহীন হইয়া ত্রিপাদ হয়। দ্বাপর যুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদ মাত্র। কলিযুগে সেই ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

তথাহি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে চতুর্থ উল্লাসে,
শ্রীসদাশিব উবাচ।

কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ।
দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌযুগে॥

শিষ্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের যুগাবতার ও যুগ ধর্ম্ম কি?

মহারাজোচিত সম্পদে পরিশোভিত পরমপুরুষকে বেদ এবং তন্ত্রোক্ত প্রকরণে আরাধনা করিয়া থাকেন। অতএব বৎসগণ, দ্বাপর যুগের যুগাবতার শ্যামবর্ণ, যুগধর্ম্ম পরিচর্য্যা।

তথাহি তত্রৈব।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥

কলি যুগে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ ও কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ (পীতবর্ণ) বর্ণবিশিষ্ট এবং সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তখন বিবেকী বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণ সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতএব কলি যুগের যুগাবতার পীতবর্ণ ও যুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি তত্রৈব।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে,
নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য, গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

শিষ্য। প্রভো, এই কলি যুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই যদি যুগধর্ম্ম হয় তবে কি এই যুগধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য, না সম্প্রদায় বিশেষের কর্ত্তব্য ?

গুরু। বৎসগণ! যুগধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক নহে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ যুগধর্ম্ম হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যুগানুবর্ত্তী মানব-সমষ্টির নিমিত্ত যুগধর্ম্ম এক। অতএব সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ স্বরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ দাতা ভগবান্ শ্রীহরি এই প্রকার যুগানুরূপ নাম ও রূপ অনুসারে তত্তৎ যুগবর্ত্তী মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও আরাধিত হইয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে।

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥

শিষ্য। প্রভো! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ?

গুরু। বৎসগণ, সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ প্রাচীন ব্যক্তিগণ কলি যুগেরই বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন, কারণ কলি যুগে অন্যান্য যুগাপেক্ষায় একমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই জীব যাবতীয় অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। এমন কি এই ঘোর সংসার স্রোতে বিবিধ কর্ম্ম বশতঃ অনবরত ঘূর্ণায়মান জীবের পক্ষে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই উপাদেয়, কারণ, কেবলমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনের ফলে সংসারী জীব প্রাণবিয়োগের পরই অনন্ত শান্তিস্বরূপ মুক্তি-

লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের জন্মমরণাদিজনিত দুঃখ আর ভোগ করিতে হয় না।

তথাহি তত্রৈব।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে,
পরাশর উবাচ।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্‌যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

বৎসগণ! আর অধিক কি বলিব, এই কলি যুগে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন জীবের চিত্তমল নাশক, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপক, অখিল মঙ্গল জনক, বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ, আনন্দ সমুদ্রের বৃদ্ধিকর, পদে পদে সম্পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ স্বরূপ, অন্তঃকরণের তাপ নাশক ও পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমপ্রদ। কলিযুগে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। কৃষ্ণনাম সর্ব্বমন্ত্রসার ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

তথাহি শ্রীচৈতন্যদেব বাক্যম্।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং॥

তথাহি বৃহন্নারদীয় বচনং।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শিষ্য। প্রভো! কি প্রকারে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে প্রেম লাভ হয়?

গুরু। বৎসগণ! তৃণ হইতে সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নাম গ্রহণ করিলে শীঘ্রই অতি দুর্ল্লভ প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিলাম না, কৃপাপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন্।

গুরু। বৎসগণ! তৃণজাতি যেমন স্বাভাবিক নম্র স্বভাবের দ্বারা সর্ব্বদা ভূমি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, অন্যকর্ত্তৃক পীড়নের দ্বারাও আত্মশির উত্তোলিত করে না তদ্রূপ সুনীচ হইয়া; বৃক্ষ-জাতি যেমন ফল, পুষ্প, পত্র, বল্কল, মূল, ছায়া প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজীবের হিতসাধন করিয়া থাকে এবং বৃক্ষকে ছেদন করিলেও যেমন ছেদনকারীর অপরাধ সহ্যই করিয়া থাকে তদ্রূপ সহিষ্ণুতা গুণ অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে মানাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া ও অন্যকর্ত্তৃক অনাদৃত হইলেও, সর্ব্বদেহে একমাত্র ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন ইহা মনে করিয়া সর্ব্বজীবের সম্মানপ্রদ হইয়া নাম গ্রহণ করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে জীব প্রেমলাভ করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বাক্যং।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শিষ্য। হরিনামের মাহাত্ম্য কি?

গুরু।—বৎসগণ! হরিণামের মাহাত্ম্য অসীম ও বর্ণনাতীত। কিঞ্চিন্মাত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম প্রসঙ্গে হরিনামে জীবের পাপক্ষয়, সংসার মোচন ও মুক্তিলাভ প্রভৃতি যাহা বলিয়াছি তাহা হরিনাম গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। মুখ্য ফল নহে। মুখ্য ফল একমাত্র সর্ব্বানন্দধাম প্রেমশিরোমণি লাভ। পাপক্ষয়, সংসারমোচন ও মুক্তি প্রভৃতি একমাত্র 'নামাভাসেই' জীবের হইয়া থাকে।

শিষ্য। আনুষঙ্গিক ফল কি প্রকার?

গুরু। যেমন সূর্য্যোদয় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভেই যেপ্রকার অন্ধকার বিদূরিত, চৌর প্রেতরাক্ষসাদির ভয় নিবারিত হয় এবং উদয়ে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মঙ্গলাদির বিকাশ হয়, তদ্রূপ ভগবন্নামোদয়ারম্ভেই জীবের পাপাদি ক্ষয় ও উদয়ে সর্ব্বানন্দধাম প্রেমশিরোমণি লাভ হইয়া থাকে। অতএব পাপ বিনাশ,মুক্তিলাভ হরিনামের আনুষঙ্গিক ফল, প্রেমলাভ মুখ্য ফল।

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীধরস্বামিপাদকৃত শ্লোকঃ।

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

বৎসগণ! একমাত্র 'নামাভাসেই' জীবের মুক্তিলাভ হয় এই সম্বন্ধে ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বহু সংবাদ প্রদান করিতেছেন। তন্মধ্যে দুইটি বিষয় তোমাদের নিকট বলিতেছি। অজামিল নিতান্ত বেশ্যাসক্ত ছিলেন ও সেই বেশ্যাগর্ভে কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম নারায়ণ। অজামিল প্রাণ বিয়োগ কালীন পুত্রোপচারে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন ও বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হয়েন। প্রকৃত পক্ষে অজামিল ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন নাই, তাহা তাঁহার মনোগত ভাবও ছিল না। কেবল মৃত্যু যাতনায় কাতর হইয়া অতি স্নেহের পাত্র কনিষ্ঠ বেশ্যাপুত্রের নামই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবন্নামের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য, সেই নামাভাস ফলেই অজামিল বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। নৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে, কোন এক সময়ে একটি ম্লেচ্ছ অরণ্যে বন্য শূকর কর্ত্তৃক আহত হইয়া "হা রাম, হা রাম" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করেন, যেহেতু শূকর ম্লেচ্ছ জাতির 'হারাম' অর্থাৎ নিতান্ত অস্পৃশ্য ও বর্জ্জনীয়। কিন্তু সেই নামাভাস 'হারাম' শব্দের উচ্চারণ ফলে ঐ ম্লেচ্ছও বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তাহার কারণ 'হা' শব্দ প্রেমবাচী ও রামশব্দ মোক্ষবাচী হইয়াছে। যদিও ম্লেচ্ছের তাদৃশ মনোগত ভাব ছিল না তথাপি নামের শক্তি অসীম, একমাত্র নামাভাস প্রভাবেই ম্লেচ্ছ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার নামাভাসেই জীবের পাপক্ষয় ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

বৎসগণ! এখন অনুভব কর, হরিনামের মাহাত্ম্য কি প্রকার। একমাত্র নামাভাসেই যখন অনায়াসে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে যে প্রেমলাভ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

তং নির্ব্ব্যাজ্যং ভজগুণনিধে পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তম শ্লোক মৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তর শ্রবণ কুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতক ধ্বান্তরাশিং॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে,

শ্রীশুক উবাচ।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুতঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

তথাহি নৃসিংহ পুরাণে

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব, উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই নাম, যদি কোন প্রসঙ্গ ক্রমে জীবের বাক্যগত, স্মরণপথগত, ও কর্ণমূলপৃষ্ট হয়েন, সেই হরিনাম শুদ্ধবর্ণই হউক, অশুদ্ধবর্ণ ইহউক অথবা ব্যবহিত ও রহিত হইলেও নিশ্চয়ই জীবের সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট করিয়া সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

তথাহি পদ্মপুরাণে।

নামৈকং যস্যবাচি স্মরণ পথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাহশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।

শিষ্য। প্রভো! ব্যবহিত ও রহিত শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, কৃপাপূর্ব্বক বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। ব্যবহিত শব্দে ব্যবধান বুঝায় অর্থাৎ ভগবন্নামের কতক অংশ উচ্চারণ করিয়া শব্দান্তর দ্বারা যদি ব্যবধান জন্মায় এবং পশ্চাৎ যদি সেই নামাবশিষ্টাক্ষর গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও নাম পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। রহিত শব্দে বর্জ্জন বুঝায় অর্থাৎ ভগবন্নামের কতকাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রহণ বর্জ্জিত হইলেও হরিনাম পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন তাই বলিতেছি হরিণামের মাহাত্ম্য অসীম।

বৎসগণ! নামের ঈদৃশ মহাপ্রভাবকে, এইরূপ বিচিত্র মাহাত্ম্য নিচয়কে কেবল প্রশংসাবাদও বলা যায়:না, অর্থাৎ এই সকল মহিমা, জীবের ভক্তি উদ্রেকের কারণই অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, একথা মুখে আনাও অপরাধ জনক। বিশেষতঃ শাস্ত্রে নামে অর্থবাদ কল্পনা অতীব দোষাবহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পদ্ম পুরাণে নামাপরাধগণনা স্থলে—

"তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনমিতি।"

এই অর্থবাদকল্পনা, কিরূপ অপরাধ-জনক তাহা কাত্যায়ন সংহিতায় স্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে।

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পতিতং স্ফুটম্‌॥

অতএব বৎসগণ! যে ব্যক্তি শ্রীহরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে, সে ব্যক্তি মনুষ্যগণের মধ্যে অতি পাপিষ্ঠ, তাহার নরকবাস অবশ্যম্ভাবী।

শিষ্য। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

গুরু। হরি সংস্মরণই পাপের পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরি-স্মরণে পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি হরিনাম কীর্ত্তণ করেন, ভগবান্‌ তাঁহাকে “আমার” বলিয়া ভাবেন। পাপী, হরিনামমাত্র উচ্চারণ করিয়া যেরূপ শুদ্ধ হয়, অন্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরূপ হয় না। আর ঐ নাম উচ্চারণ পবিত্র—কীর্ত্তি, হরির গুণনিকর—জ্ঞাপক। চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত পাপসমূহের সংহারক নহে; কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ত মন পুনরায় অসৎ পথে ধাবিত হয়। অতএব, যাঁহারা একেবারে পাপের মূলোৎপাটন করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্‌ হরির গুণ কীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত,—তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। যেমন সূর্য্যদেব উদিত হইলে পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয় তদ্রূপ শ্রবণাদি

দ্বারা শ্রীহরি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মনোমল নাশ করিয়া থাকেন ; যেহেতু নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনই এক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে,

পরাশর উবাচ।

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরি সংস্মরণং পরম্॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে,

শ্রীবিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈ ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃ শ্লোকঃ গুণোপলম্ভকম্॥
নৈকান্তিকং তদ্ধিকৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পূর্ণ ধাবতি চেদ্ সৎপথে।
তৎকর্ম্ম-নির্হারমভীপ্সতাং হরে-
গু র্ণানুবাদঃ খলু সত্বভাবনঃ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তি বিলাসে একাদশ বিলাসে।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যোরস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নাত্মানামনামিনোঃ॥

শিষ্য। হরিনাম পরিহাস কিম্বা অবজ্ঞাক্রমে উচ্চারণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয় কি না ?

গুরু। পরিহাসেই হউক, অবজ্ঞা ক্রমেই হউক, জ্ঞানকৃতই হউক, অজ্ঞানকৃতই হউক, কিম্বা যে কোন প্রকারেই হউক হরিনাম গ্রহণ করিলেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যেমন অনিচ্ছাক্রমেও অগ্নিস্পৃষ্ট হইলে দাহ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের নামকীর্ত্তনে, পাপ সকল বিনষ্ট হয়। যেমন কোন ব্যক্তি না জানিয়াও যদৃচ্ছাক্রমে অতিশয় বীর্য্যবান্ ঔষধ ভক্ষণ করিলে, সেই ঔষধ আপনার গুণ দর্শাইয়া থাকে, হরিনাম মন্ত্র উচ্চারণও তদ্রূপ। এমন কি, বৎসগণ! মধুর হইতে মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং বেদলতার সৎফল ও চৈতন্য স্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি একবার শ্রদ্ধায় অথবা হেলায় উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে ঐ নাম নর মাত্রকেই উদ্ধার করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে, দ্বিতীয় অধ্যায়,
শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ।

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥
যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকল নিগমবল্লীসৎফলং চিৎ স্বরূপং।
সকৃদপি পরিগাতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

শিষ্য। কলি যুগে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কি ?

গুরু। কলিযুগে নারীদিগের স্বামী শুশ্রূষা ব্যতীত তীর্থ-সেবা নাই, উপবাসাদি ক্রিয়া নাই, ব্রতকরার নিয়ম নাই, অর্থাৎ এই সকল কর্ম্মজনিত ফল, মাত্র স্বামী শুশ্রূষায় লাভ হয়। স্বামীই স্ত্রীলোকদিগের তীর্থ, তপস্যা, দান, ব্রত এবং গুরু। অতএব নারীদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণারবিন্দে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া পতিসেবা করাই ধর্ম্ম। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা স্বামীকে পরিতুষ্ট করেন, তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

তথাহি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অষ্টম উল্লাসে,
শ্রীসদাশিব উবাচ।

ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥

তথাহি তত্রৈব।

কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয় কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ ॥

শিষ্য। সকল আশ্রমের শ্রেয়ঃ কি?

গুরু। সাধুর প্রতি তিতিক্ষা, অধমজনের প্রতি কৃপা, সমান ব্যক্তির সহিত মিত্রতা এবং সর্ব্বজীবকে সমানরূপে অবলোকন করা উচিত; এই সকল সৎকার্য্য দ্বারাই সর্ব্বাত্মা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবানের প্রসন্নতালাভ করিতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ হন। তখন তিনি প্রকৃতির গুণসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করেন। সুতরাং তিনি গুণের কার্য্য স্বরূপ লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ স্বরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে,

শ্রীমনুরুবাচ।

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যাচাখিল জন্তুষু।
সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি॥
সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

শিষ্য। প্রভো! ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে জপতপাদির প্রয়োজন হয় কি? কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। বৎসগণ! ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধন বহু প্রকারই, তবে স্থূলতঃ বলিতেছি তাহা স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মই সত্য, ঈদৃশ ভাবই উত্তম। ধ্যানভাব মধ্যম। স্তব ও জপ-ভাব অধম। বাহ্য-পূজা অধম হইতেও অধম। ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রথমতঃ

বহিঃ পূজা, দ্বিতীয়তঃ মানসিক পূজা ও স্তুতি, তৃতীয়তঃ ধ্যান, ক্রমে ঐ সকল অবস্থা লাভ করিয়া চতুর্থতঃ ব্রহ্মসম্ভাবজ্ঞান পাওয়া যায়, যেমন এক শ্রেণীর উপরে দুই শ্রেণী এবং দুই শ্রেণীর উপরে তিন শ্রেণী, তৎপর তিন শ্রেণীর উপরে চারি শ্রেণী। এই প্রকার প্রথমতঃ বহিঃপূজা কর্ম্ম সম্পন্ন করতঃ অবস্থালাভান্তর ক্রমে ক্রমে সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসম্ভাব জ্ঞান লাভ হয়। যেমন ফল-শোভিত স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখাদি সম্পন্ন গগন-স্পর্শী বৃক্ষের অগ্রভাগের ফল লাভ করিতে হইলে প্রথমে স্কন্ধ, পরে শাখা-প্রশাখাদিতে ক্রমে আরোহণ করিয়া তৎপর বৃক্ষের অগ্রভাগের ফল লাভ করিতে হয়, সেইরূপ বাহ্য-পূজাদি একেবারে না করিয়া হঠাৎ বা একছের ব্রহ্মসম্ভাব জ্ঞান পাওয়া যায় না।

তথাহি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে চতুর্দ্দশ উল্লাসে,

শ্রীসদাশিব উবাচ।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥

শিষ্য। প্রভো! আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। একবস্তু হইতে অন্যবস্তুর উৎপত্তির নাম "আরম্ভ-বাদ"। যেমন অবয়ব দ্রব্য হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যথা সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি। অবয়ব এবং অবয়বী এক বস্তু নহে, দুইটি, বিভিন্ন বস্তু—সূত্র এক, বস্ত্র আর এক, সূত্র বস্ত্রের উপাদান কারণ, বস্ত্রের সহিত সূত্রের এইমাত্র সম্বন্ধ।

এক বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম "পরিণাম-বাদ"। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল হয়; মৃত্তিকা বা সুবর্ণ ঐ ঘট বা কুণ্ডলের উপাদান কারণ, দুগ্ধ যেমন—অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দধি ও ক্ষীর হয়; যে বস্তু সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াই জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই জগতের উপাদান কারণ।

স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তর জ্ঞান হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্তবাদ বলা যায়। বিবর্ত্তবাদীরা বলেন, বস্তুতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর কল্পনা, তাহাই বিবর্ত্ত; যে বস্তুতে সেই কল্পনা হয়, তাহাই উপাদান কারণ; যেমন রজ্জু সর্প।

রজ্জুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি না হইলেও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়; এই ভ্রম-কল্পিত সর্পের উপাদান কারণ রজ্জু। সেইরূপ ভ্রমকল্পিত জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম।

তথাহি পঞ্চদশীর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে।

আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে।
তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু॥
অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা॥
অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জু-সর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নাড়ী, ষট্‌চক্র—দল ও পঞ্চকোষতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! মনুষ্যদেহে নাড়ী ও চক্র-দল কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিন্।

গুরু। এই মনুষ্য শরীরে সপ্তদ্বীপ-সমাকীর্ণ সুমেরু পর্ব্বত, নদ-নদীগণ, সমুদ্রসমূহ, শৈল সকল, ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রপালগণ, ঋষিসকল, মুনিবর্গ, নক্ষত্রকুল, গ্রহবর্গ, পুণ্যতীর্থ-সকল, পীঠস্থান-সমূহ ও পীঠদেবতাগণ অধিষ্ঠান করিতেছেন। বিশেষতঃ এই শরীরে সৃষ্টি সংহারকারী রবিশশী সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছেন। ব্যোম, বায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু শ্রেষ্ঠ প্রধানতঃ), তেজ, সলিল ও মেদিনী এই সকলও এই শরীরে রহিয়াছে। ফল কথা, ত্রিলোকী মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে ভাবে আছে, দেহেও তৎসমুদায় দ্রব্য সেইরূপ মেরু অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করতঃ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। যিনি এই সকল কারণ জ্ঞাত আছেন, তিনিই যোগী সংশয় নাই। পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যই, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই শরীরে যথাস্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মেরুর উপরিভাগে ষোড়শকলায় পূর্ণ চন্দ্রমা সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই চন্দ্র সর্ব্বদাই নিম্নে সুধাবর্ষণ করেন। সেই পরিস্রুত সুধা

দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মভাবে নাড়ীদ্বয়ে গমন করিয়া থাকে। এই দুইভাগ অমৃতের মধ্যে এক ভাগ অমৃত, শরীরের পুষ্টির জন্য গঙ্গাস্বরূপা ইড়া নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া, জলরূপে পরিণত হয়। ইহা কর্তৃকই সমস্ত শরীরের পুষ্টি-বর্দ্ধন হইয়া থাকে, সংশয় নাই। এই সুধাময় কিরণ বাম ভাগেই সঞ্চারিত হইতেছে; কেন না, বামভাগেই ইড়া নাড়ীর অবস্থান। চন্দ্র-মণ্ডল-জাত দ্বিতীয় অমৃতময় কিরণ বিশুদ্ধ-দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ ও আনন্দপ্রদ। এই অমৃত কিরণই সৃষ্টির জন্য সুষুম্নাপথ দ্বারা মেরুতে গমন করিতেছে। মেরু-প্রদেশে দ্বাদশ-কলা সম্পন্ন প্রজাপতি ভাস্কর অবস্থিতি করিতেছেন। এই সূর্য্য ঊর্দ্ধরশ্মি হইয়া রশ্মিদ্বারা দক্ষিণ মার্গে অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রবহমান হন, এবং নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতময় কিরণ ও শরীরস্থ ধাতু সমস্ত গ্রাস করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যমণ্ডলই আবার বায়ুমণ্ডল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সমস্ত শরীরে বিচরণ করেন। বস্তুতঃ এই বিচরণকারী রবি মেরুমণ্ডলস্থিত সূর্য্যের অপর একটী মূর্ত্তি। ইনি লগ্ন অনুসারে দক্ষিণ মার্গে (পিঙ্গলা নাড়ীতে) সঞ্চালিত হইয়া মুক্তি-পদদায়িনী হয়েন; আবার লগ্ন অনুসারেই ইনি সৃষ্ট্য বস্তু সকল নাশও করিয়া থাকেন।

তথাহি শিবসংহিতায়।

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমান্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥

ঋষয়োঃ মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টিসংহার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে।
জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগীনাত্র সংশয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞকে দেহে যথাদেশং ব্যবস্থিতঃ॥
মেরুশৃঙ্গে সুধারশ্মির্দ্বিরষ্ট কলয়া যুতঃ।
বর্ত্ততেঽহর্নিশং সোঽপি সুধাং বর্ষত্যধোমুখঃ।
ততোঽমৃতং দ্বিধাভূতং যাতি সূক্ষ্মং যথা চ বৈ।
ইড়ামার্গেন পুষ্ট্যর্থং যাতি মন্দাকিনী জলম্।
পুষ্ণাতি সকলং দেহমিড়ামার্গেন নিশ্চিতম্॥
এষ পীযূষরশ্মির্হি বাম পার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ।
অপরঃ শুদ্ধদুগ্ধাভো হর্ষকর্ষিত মণ্ডলঃ।
মধ্যমার্গেন সৃষ্ট্যর্থং মেরৌ সংযাতি চন্দ্রমাঃ॥
মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশ সংযুতঃ।
দক্ষিণে পথি রশ্মিভির্ব্বহত্যূর্দ্ধং প্রজাপতিঃ
পীযূষ রশ্মিনির্যাসং ধাতুংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবম্।
সমীর মণ্ডলৈঃ সূর্য্যো ভ্রমতে সর্ব্ববিগ্রহে।

এষা সূর্য্যাপরা মূর্ত্তিনির্ব্বাণং দক্ষিণে পথি।
বহতে লগ্ন যোগেন সৃষ্টিসংহার কারকঃ॥

মনুষ্যদেহ মধ্যে তিন লক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র নাড়ী বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে যে চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রধান, তাহাদের নাম বর্ণনা করিতেছি। যথা,—সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তি-জিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে আবার ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী শ্রেষ্ঠ। এই তিনটি নাড়ীর মধ্যেও আবার সুষুম্না নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান ও যোগ সাধনের উপযোগিনী। মনুষ্যগণের অন্যান্য নাড়ী সকল এই সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান আছে। সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপা ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ড আশ্রয় পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থিতি করিতেছে। এই নাড়ী-ত্রয়ের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যবর্ত্তিনী চিত্রানাম্নী নাড়ী। এই চিত্রানাম্নী নাড়ীর ভিতরে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ব্রহ্মবিবর রহিয়াছে। (এই ব্রহ্মবিবর দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার হইতে সহস্রারে গমন পূর্ব্বক পরমব্রহ্মে মিলিত হন। এই কারণে ইহা ব্রহ্মবিবর, ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মপথ বলিয়া ব্যাখ্যাত)। সুষুম্না-মধ্যবর্ত্তিনী এই চিত্রা নাড়ী পঞ্চবর্ণে সমুজ্জ্বলা ও বিশুদ্ধা। বস্তুতঃ সুষুম্নার মধ্যভাগকেই চিত্রানাড়ী বলা যায়। এই নাড়ী দেহ-মূল স্বরূপা। চিত্রানাড়ীর অন্তর্গত এই ব্রহ্মবিবরই দিব্যপথ বলিয়া প্রখ্যাত। ইহা অমৃত এবং আহ্লাদ প্রদ। যোগীরা ইহার ধ্যান করিবা মাত্র পাপসমূহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

তথাহি শিবসংহিতায়।

সার্দ্ধলক্ষ ত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥
সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ॥
বারুণ্য লম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকা ॥
তিস্যরেকা সুষুম্নৈব মুখ্য সা যোগবল্লভা।
অস্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাম্ ॥
সর্ব্বাশ্চাধো মুখা নাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্টবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥
তাসাং মধ্যে গতানাড়ী চিত্রাস্যাৎ মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতম্ ॥
পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্ন মধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী ॥
দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকম্।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥

গুহ্যদ্বারের অঙ্গুলিদ্বয় ঊর্দ্ধে মেঢ্রস্থানের অঙ্গুলিদ্বয় নিম্নে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ চতুর্দ্দল মূলাধার পদ্ম আছে। সেই মূলাধার পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অতি সুশোভন একটি ত্রিকোণমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে। এই ত্রিকোণমণ্ডলকে যোনিমণ্ডল কহে। এই

যোনিমণ্ডলের মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকার সম্পন্না সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুটিলা পরম দেবতা কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মপথ-রোধ করতঃ অবস্থান করিতেছেন। জগৎসংস্থিস্থিস্বরূপা এই কুলকুণ্ডলিনী সর্ব্বদা বিবিধ সৃষ্টিকরণে সমুদ্যতা; ইনি সরস্বতী-সর্ব্বদেবের পূজনীয়া ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী। ইড়ানাম্নী যে নাড়ী বামভাগে বর্ত্তমান আছে, তাহা সুষুম্না নাড়ীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ-নাসাছিদ্র দিয়া আজ্ঞা-চক্রে একত্রিত হইয়াছে। শরীরের দক্ষিণভাগে পিঙ্গলানামে যে নাড়ী বর্ত্তমান আছে, ঐ নাড়ীও ঐ প্রকারে সুষুম্না নাড়ীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া বামনাসাপুট দিয়া আজ্ঞাচক্রে ত্রিবেণীস্থলে সম্মিলিত হইয়াছে। (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী-এই নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থল এই জন্য ত্রিবেণী বলা হয়)। ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নাড়ীর মধ্য-প্রদেশে সুষুম্না নাড়ীতে ছয়স্থানে ছয়টি পদ্ম ও ছয়টি শক্তি আছে; তাহা কেবল যোগিগণেরই জ্ঞাতব্য।

তথাহি শিব সংহিতায়।

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুল বিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমম্॥
তস্মিন্নাধার পাথোজে কর্ণিকায়াঃ সুশোভনা
ত্রিকোণা বর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্রিকারা কুটিলা সুষুম্নামার্গসংস্থিতা ॥
জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা
বাচামবাচ্যা বাগ্‌দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা ॥
ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা
সুষুম্নাং সা সমাশ্লিষ্য দক্ষনাসাপুটং গতা ॥
পিঙ্গলা নাম যা নড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্য বামনাসাপুটং গতা ॥
ইড়া পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্‌স্থানেষু চ ষট্‌শক্তিং ষট্‌পদ্মং যোগিনো বিদুঃ ॥

মূলাধার পদ্ম হইতে অন্য যে সকল নাড়ী উত্থিত হইয়াছে, সেই সকল জিহ্বা, মেঢ, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, কক্ষ, চক্ষু, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি ইত্যাদি অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গে গমন পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করতঃ আবার নিজ নিজ জন্মস্থানে আসিয়াছে। এই সকল নাড়ী হইতেই শাখা ও প্রশাখারূপে ক্রমে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী হইয়াছে।

ঐ সমস্ত নাড়ী যথাস্থলে যথাভাগে বর্ত্তমান আছে। এই সকল নাড়ীকে ভোগবহা নাড়ী কহে। এই নাড়ী সকল দ্বারা সর্ব্বদেহে বায়ু সঞ্চার হয়। এই সকল নাড়ী (আলোকলতার ন্যায়) ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বদেহে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলে যে দ্বাদশ কলা আছে, সেই দ্বাদশ কলার সঙ্গে মিশ্রিত অন্নপাচক

প্রজ্বলিত অগ্নি বস্তিদেশে অবস্থিত আছে। ইহার নাম বৈশ্যানরাগ্নি। রুদ্রের তেজ হইতেই ঐ অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে। এই অগ্নি জীববর্গের দেহে অবস্থান পূর্ব্বক অন্নপাক ও নানাপ্রকার ধাতুর পরিপাক করে। এই অগ্নি পরমায়ু-বর্দ্ধক, বলকর ও পুষ্টিজনক; ইহা দ্বারাই শরীরের পটুতা রক্ষা হয় এবং এই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে কোন ব্যাধির সম্ভব থাকে না। সুতরাং জ্ঞানী যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, শ্রীগুরূপদেশ মতে যথাবিধি এই বৈশ্বানরানল প্রজ্বালিত রাখিয়া নিত্য তাহাতে আহুতি দেন।

বৎসগণ! ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ এই শরীরে জ্ঞাতব্য বহুস্থান আছে, তাহার মধ্যে আমি প্রধান প্রধান কতিপয় স্থান নির্দ্দেশ করিলাম।

তথাহি শিবসংহিতায়।

অন্যা যাস্ত্যপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতা।
রসনা মেঢ্রবৃষণ-পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাম্॥
কক্ষনেত্রাঙ্গুষ্ঠ-কর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকম্।
লব্ধ্বা নিবর্ত্ততে সা বৈ যথা দেশ সমুদ্ভবা॥
এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধলক্ষত্রয়জাতং যথাভাগ ব্যবস্থিতম্॥
এতা ভোগবহা নাড্যো বায়ু-সঞ্চার-রক্ষকাঃ।
ওতপ্রোতাঽভি সংব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ কলেবরে॥

সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থকলা-দ্বাদশসংযুতঃ।
বস্তিদেশে জ্বলদ্বহ্নি বর্ত্ততে চান্নপাচকঃ॥
বৈশ্বানরাগ্নির্ব্বিজ্ঞেয়ো মম তেজোংহ্‌শ-সম্ভবঃ।
করোতি বিবিধং পাকং প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ॥
আয়ু-প্রদায়কো বহ্নিৰ্বলং পুষ্টিং দদাতি চ।
শরীরপাটবঞ্চাপি ধ্বস্তরোগ-সমুদ্ভবঃ॥
তস্মাদ্বৈশ্বানরাগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য বিধিবৎ সুধীঃ।
তস্মিন্নন্নং হুনেৎ যোগী প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া॥

বৎসগণ! এক্ষণে ষট্‌চক্র দল সম্বন্ধে স্থূলতঃ যাহা বলিতেছি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। গুহ্যের ঊর্দ্ধভাগে এবং লিঙ্গের নিম্নে অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গ এই দুইটির ঠিক মধ্যভাগে আধার পদ্ম বিদ্যমান। সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত রহিয়াছে। এই পদ্ম, কুলকুণ্ডলিনী ইত্যাদির আধার, এইজন্য ইহার নাম মূলাধার পদ্ম। এই পদ্ম রক্তবর্ণ, চতুর্দ্দল-যুক্ত এবং অধোবদনে প্রস্ফুটিত। ঐ চারিটী দলে যথাক্রমে ব শ ষ স এই বর্ণ চতুষ্টয় বিন্যস্ত আছে; ঐ চারিটী বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল। মূলাধার কমলের মধ্যভাগে পরম সমুজ্জ্বল চতুষ্কোন পৃথ্বিচক্রে শোভিত রহিয়াছে। উহা শূলাষ্টক দ্বারা পরিবেষ্টিত, পীতবর্ণ এবং তড়িদ্বৎ কোমলাঙ্গ। এই চক্রের মধ্যস্থলে ধরাবীজ "লং" বিরাজ করিতেছে। উক্ত ধরাচক্রান্তর্গত ধরাবীজ-চতুর্হস্ত, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, ঐরাবতারূঢ়। ঐ বীজের

অঙ্ক-প্রদেশে নবীন সূর্য্যবৎ রক্তবর্ণ এক শিশু বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে স্রষ্টা ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সামাদি চারি বেদ তাঁহার হস্তস্বরূপ এবং তিনি বদন-পদ্মে, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ ধারণ করিতেছেন। উল্লিখিত ধরাচক্রের মধ্যে ডাকিনী নাম্নী এক দেবী বিরাজ করিতেছেন। তিনি রমণীয় চারিটি বাহুতে শোভিতা, অরুণ-নয়নবতী এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-পুঞ্জশালিনী ঐ চক্রে যে শুদ্ধমতি শিশুরূপীব্রহ্মা শোভমান্ আছেন ডাকিনী দেবীও তৎসদৃশ রূপ পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

তথাহি ষট্‌চক্রগ্রন্থে

অথাধার পদ্মং—সুষুম্নাস্যলগ্নং ধ্বজাধোগুদোর্দ্ধং
চতুঃশোণপত্রং।
অধোবক্ত্রমুদ্যৎ—সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসান্তৈর্যুতং
বেদবর্ণৈঃ॥
অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণচক্রং সমুদ্ভাসি-শূলাষ্টকৈরা-
বৃতন্তৎ।
লসৎপীতবর্ণং তড়িৎ-কোমলাঙ্গং তদন্তঃ সমাস্তে
ধরায়াঃ স্ববীজং॥
চতুর্ব্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং তদঙ্কে নবীনার্ক তুল্য
প্রকাশঃ।
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদ-বাহুর্ম্মুখাম্ভোজ-লক্ষ্মীশ্চতু-
র্ভাগবেদঃ॥

বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যভখ্যালসদ্বেদবাহূজ্জ্বলা
রক্তনেত্রা
সমানোদিতানেক সূর্য্য প্রকাশা প্রকাশং বহন্তী
সদাশুদ্ধ বুদ্ধেঃ ॥

লিঙ্গমূলে (সুষুম্নার মধ্যে) যে চিত্রিণী নাম্নী নাড়ী শোভা পাইতেছে, তাহাতে সিন্দুরের ন্যায় লোহিতবর্ণ, সুমনোরম, ষট্‌দলবিশিষ্ট একটি কমল বিরাজিত আছে। ঐ কমল তড়িৎবৎ সমুজ্জ্বল। ঐ ষড়দল বিন্দুবিশিষ্ট ব ভ ম য র ল এই ছয়টি বর্ণযুক্ত ; ইহারই নাম স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। এই স্বাধিষ্ঠান পদ্মের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শ্বেতবর্ণ বরুণ চক্র বা বরুণের জলজ-মণ্ডল শোভমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে অমল, শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় শ্বেতবর্ণ বরুবীজ "বং" বিদ্যমান আছে। ঐ স্বাধিষ্ঠান কমলে বরুণবীজের আধার স্বরূপ বরুণদেবের অঙ্কদেশে নীলবর্ণ, পীতাম্বর, নবযুবা, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভভূষিত, চতুর্ভূজ দেবদেব নারায়ণ শোভা পাইতেছেন। ঐ স্বাধিষ্ঠান কমলে বরুণ চক্রে নীলেন্দীবর-সদৃশ কান্তিবিশিষ্টা, নানা অস্ত্র-ধারিণী, দিব্য অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা উন্মোত্তচিত্তা রাকিণী নাম্নী শক্তি বিরাজিত আছেন।

তথাহি ষট্‌চক্রগ্রন্থে।

সিন্দুর পূররুচিরারুণ-পদ্মমন্যৎ সৌষুম্নমধ্যঘটিতং
ধ্বজমূলদেশে।
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈর্ব্বাদ্যৈঃ সবিন্দুল-
সিতৈশ্চ পুরন্দরান্তৈঃ ॥

অস্যান্তরে প্রবিলসৎ বিষদপ্রকাশ-মম্ভোজ মণ্ডলমথো
বরুণস্যতস্য।
অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিন্দুশুভ্রং বংকার-বীজমমলং
মকরাধিরূঢ়ং॥
তস্যাঙ্কদেশলসিতো হরিরেব পায়াৎ, নীলপ্রকাশরুচি-
রশ্রিয়মাদধানঃ
পীতাম্বরঃ প্রথম-যৌবন-গর্ব্বধারী-শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো
ধৃতবেদবাহুঃ॥
অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিণী সা, নীলাম্বুজো-দর
সহোদর-কান্তিশোভা।
নানায়ুধোদ্যতকরৈর্লসিতাঙ্গ লক্ষ্মীর্দিব্যম্বরাভরণভূষিত
মত্তচিত্তা॥

উপরোক্ত ষড়্দল-বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্মের ঊর্দ্ধপ্রদেশে নাভিমূলে দশদল-বিশিষ্ট একটি পদ্ম শোভিত আছে। ইহা গাঢ় জলদতুল্য নীলবর্ণ এবং ঐ পদ্মের দশদলে যথাক্রমে অনুস্বার-বিশিষ্ট ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই কয়েকটি বর্ণ বিরাজিত আছে; এই সমস্ত বর্ণ নীলপদ্মবৎ দীপ্তিমান্। ইহারই নাম মনিপুর পদ্ম। এই পদ্মের বহির ত্রিকোণ মণ্ডল বিরাজমান আছে, ইহা রক্তবর্ণ ও প্রভাত কালীন সূর্য্যবৎ প্রভাসম্পন্ন। এই ত্রিকোণের বহির্ভাগে তিনটি দ্বার শোভমান আছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলে অগ্নিবীজ "রং" বিদ্যমান আছে। ঐ অগ্নিবীজ মেষাধিরূঢ়,

নবোদিত-ভাস্কর তুল্য ও চতুর্ব্বাহু-বিশিষ্ট। ঐ বীজের অঙ্কদেশে বিশুদ্ধ সিন্দূরবৎ অরুণবর্ণ, ভস্মাবিলিপ্তদেহ, সৃষ্টিসংহারক, বৃদ্ধ, ত্রিনয়ণ,জীবগণের ইষ্টপ্রদ,রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল নিবসতি করিতেছেন; তাঁহার করদ্বয় বর ও অভয় দ্বারা বিরাজিত। এই মণিপুর নামক পদ্মস্থ ত্রিকোণে সর্ব্বকল্যাণদায়িনী চতুর্হস্তা লাকিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন।

তথাহি ষট্‌চক্র গ্রন্থে।

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে,
নীলাম্ভোজ প্রকাশৈরুপকৃতজঠরে ডাদিকান্তৈঃ
সচন্দ্রৈঃ।
ধ্যায়েদ্বৈশানরস্যারুণ মিহির সমং মণ্ডলং তন্ত্রিকোনং,
তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ
স্ববীজং॥
ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নবতপন নিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং
তৎক্রোড়েরুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দূররাগঃ।
ভস্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরণলসিতবপুর্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ,
লোকানামিষ্টদাতাভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী॥
অত্রাস্তে লাকিনী সা সকল শুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী,
শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈর্বিবিধ বিরচনালঙ্কৃতা মত্তচিত্তা।

এক্ষনে অনাহত পদ্ম সম্বন্ধে কহিতেছি শ্রবণ কর। মনিপুর নামক নাভি পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে হৃৎপ্রদেশে একটি দ্বাদশদল পদ্ম

বিরাজিত আছে, তাহারই নাম অনাহত পদ্ম। এই পদ্মের দ্বাদশদলে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশটি বর্ণ সন্নিবেশিত আছে ; ঐ সমস্ত বর্ণ সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণ। এই অনাহত পদ্ম কল্প বৃক্ষবৎ এবং উহা বাসনাধিক ফল প্রদান করে ; এই পদ্মের মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্-কোণযুক্ত বায়ুমণ্ডল শোভা পাইতেছে। এই আনাহত নামক পদ্মের ষট্‌কোণ-মধ্যে যং কারাত্মক বায়ুবীজ। ঐ বীজ ধূম্রবর্ণ, মাধুর্য্যময়, চতুর্হস্ত, কৃষ্ণসারারূঢ় ও সর্ব্ব-প্রধান। ঐ ষট্‌কোণ-মধ্যে দয়াময়, নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ, ঈশান নামক শিব আছেন। তিনি স্বর্গ,মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনবাসী জনগণের অভয়প্রদ এবং বরদানশীল বলিয়া প্রথিত। এই অনাহত কমলে বিমল বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণা, কল্যাণকরী, কাকিনীনাম্নী শক্তি বিরাজিতা আছেন। তিনি নানা প্রকার অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা এবং যোগিগণের কল্যাণকরী। তিনি চতুর্ভুজা আনন্দোন্মত্তা এবং অস্থিমাল্যধারিণী ; তাঁহার করচতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, বর ও অভয় শোভমান্ আছে ; তাঁহার হৃদয় নিয়ত অমৃত রসে অভিষিক্ত।

তথাহি ষট্ চক্র গ্রন্থে।

তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধু ককান্ত্যুজ্জ্বলং
কাদ্যৈর্দ্বাদশ বর্ণ কৈরুপহতং সিন্দূররাগাঞ্চিতৈঃ।
নাম্নানাহত সংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্ত প্রদং।
বায়োর্ম্মণ্ডল মত্র ধূমসদৃশং ষট্‌কোণ শোভান্বিতং ॥

তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলী ধূসরং।
ধ্যায়েৎ পাণি চতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরং।
তন্মধ্যে করুণা নিধানমমলং হংসাভমীশাভিধং।
পাণিভ্যাম-ভয়ং বরঞ্চ বিদধৎ লোকত্রয়াণামপি॥
অত্রাস্তে খলু কাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভা।
সর্ব্বালঙ্করণান্বিতা হিতকরী যোগান্বিতানাং মুদা।
হস্তৈঃ পাশ-কপাল-শোভন বরান্ সংবিভ্রতী চাভয়ং।
মত্তা পূর্ণসুধারসার্দ্র হৃদয়া কঙ্কাল মালাধরা॥

অধুনা বিশুদ্ধ সংজ্ঞক পদ্মের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। কণ্ঠ দেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদল-সমন্বিত পদ্ম বিরাজিত আছে। উহা ধূম্রবর্ণ এবং উহার ষোড়শ-দলে যথাক্রমে লোহিতবর্ণ অকারাদি ষোড়শস্বর সন্নিবিশিষ্ট আছে। এই পদ্মে পূর্ণচন্দ্রবৎ বৃত্তাকার আকাশ মণ্ডল বিদ্যমান আছে। হিমচ্ছায়া সদৃশ শুভ্র বারণোপরি আরূঢ়, শুক্লবর্ণ, পাশ অঙ্কুশ অভয় ও বরধারী কর চতুষ্টয়ে সুশোভিত উক্ত হকারাত্মক গগণ চক্রের ক্রোড়দেশে দশভুজ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর, পঞ্চবদন, ত্রিনেত্র, গৌরীর অর্দ্ধাঙ্গহারী দেবদেব মহাদেব সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। এই বিশুদ্ধ নামক পদ্মে পীতাম্বর ধারিণী শাকিনীনাম্নী শক্তি বিদ্যমান আছেন।

তথাহি ষট্ চক্র গ্রন্থে।

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূমধূম্রাভভাসং।
স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈর্দল পরিলসিতৈর্দীপিতং
দীপ্তবুদ্ধেঃ।

সমান্তে পূর্ণেন্দু-প্রথিত তমনভো মণ্ডলং বৃত্তরূপং।
হিমচ্ছায়া নাগো পরিলসিততনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্য॥
ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশ বরলসিতৈঃ শোভিতাঙ্গস্য
তস্য

ও মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্নদেহো
হিমাভঃ।
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো লসিত দশ ভুজো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ
সদা পূর্ব্বো দেবঃ শিব ইতি সমাখ্যানসিদ্ধি-
প্রসিদ্ধঃ॥
সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা।
শরঞ্চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী হস্ত পদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ।

অধুনা আজ্ঞা-সংজ্ঞ দ্বিদল-বিশিষ্ট পদ্মের বিষয় বিবৃত হইতেছে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞা নামে একটি দ্বিদলপদ্ম বিদ্যমান আছে। উহা শশধরবৎ শ্বেতবর্ণ, যোগিগণের ধ্যানস্থল স্বরূপ এবং অতীব শুভ্র, উহার দুইটি দলে হ ক্ষ এই দুইটিবর্ণ বিন্যস্ত আছে। এই আজ্ঞাখ্য পদ্মের মধ্যে বিদ্যামুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালাধারিণী চতুর্হস্তা, বিমলচিত্তা, ষড়াননা হাকিনী নাম্নী শক্তি শোভা পাইতেছেন। উল্লিখিত দ্বিদলযুক্ত আজ্ঞাখ্য পদ্মের মধ্যস্থলে সূক্ষ্মরূপী প্রসিদ্ধ মন অবস্থিত এবং যোনিরূপিণী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত ইতরাখ্য শিবস্থান বিদ্যমান আছে। এই স্থানে তড়িন্মালার ন্যায় সমুদ্ভাষিত শক্তিস্থান

এবং ব্রহ্মনাড়ীর প্রকাশক ওঙ্কার বটে। যোগিগণ একান্ত চিত্তে যথাক্রমে এই পদ্মস্থ পদার্থ সকল ধ্যান করেন অর্থাৎ প্রথমে হাকিনী শক্তি, পরে মন, তৎপরে কর্ণিকাতে ইতর নামক শিবস্থান পরে ওঙ্কার এই সকল ধ্যান করেন।

তথাহি ষট্ চক্র গ্রন্থে।

আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যানধাম
প্রকাশং
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিত বপুর্নেত্র পত্রং

তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্র ষট্কংদধানা।
বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা॥
এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং
প্রসিদ্ধং।
যোনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহ্ন
প্রকাশং।
বিদ্যুন্মালা বিলাসং পরমকুল পদং ব্রহ্মসূত্র প্রবোধং।
বেদানামাদি বীজং স্থিরতর হৃদয়শ্চিন্তয়েত্তৎক্রমেন॥

অতঃপর সহস্রার পদ্ম বর্ণিত হইতেছে। আজ্ঞাখ্যচক্রের উপরিভাগে শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোদেশে যে শূন্যাকার স্থান আছে, তথায় বিসর্গ-শক্তি আছেন, ঐ শক্তির নিম্নে প্রকাশমান সহস্র-দলপদ্ম বিরাজিত। উহা পূর্ণচন্দ্রবৎ, শুভ্রবর্ণ অধোবদনে বিকসিত,

মনোহর এবং উহার কেশর-পুঞ্জ ও প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদক্ষরাত্মক ও নিত্যসুখ-স্বরূপ এই সহস্রদল পদ্মের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক শশধর প্রকাশিত হয়েন; তদীয় জোৎস্নাপটল পরমা শোভা সম্পাদন করিতেছে; ঐ চন্দ্রের স্নিগ্ধ সুধারাশি হাস্যের ন্যায় শোভিত; উহার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ত্রিকোণ যন্ত্র এবং তন্মধ্যে সুরগণের গুরু স্বরূপ আত্মার পরমোত্তম শূন্যস্থল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ শূন্যস্থল পরম আনন্দ ভোগের মূল, অতীব সূক্ষ্ম ও পূর্ণ শশধরবৎ দীপ্তিবিশিষ্ট। আকাশরূপী পরমাত্মস্বরূপ পরমশিব এই স্থানে অবস্থিত আছেন। তিনি পরম আনন্দস্বরূপ ও জীবকুলের মোহান্ধকার নাশের একমাত্র কারণ। সমস্ত সুখের আশ্রয়স্বরূপ,সর্ব্বেশ্বর সেইপরমশিব ঐ সহস্রার পদ্মে থাকিয়া সর্ব্বদা বিমলবুদ্ধি যোগিগণকে সুধাধার প্রদান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতেছেন।

বৎসগণ! শিবভক্তগণ কর্ত্তৃক ঐ শূন্যস্থান শিবস্থল বলিয়া কথিত। বৈষ্ণবের মতে উহা পরম পুরুষ হরির স্থান, কেহ কেহ হরিহর পদ, দেবীর পাদপদ্মভক্তেরা শক্তিস্থান এবং অপর কোন ঋষি উহাকে প্রকৃতি-পুরুষের নির্ম্মলস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফল কথা, ঐ শূন্যস্থানকে সকলেই স্ব স্ব অভীষ্টদেবের আবাস ভূমি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

তথাহি ষট্‌চক্রগ্রন্থে।

তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশং,
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণপূর্ণেন্দু শুভ্রং।

অধোবক্ত্রং কান্তং করুণরবিকলাকান্তকিঞ্জল্কপুঞ্জং,
ললাটা-দ্বৈর্বর্ণৈঃ প্রবিলসিততনুং কেবলানন্দরূপং ॥

সমাস্তে তত্রান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসম্পূর্ণচন্দ্রঃ,
স্ফুরৎজ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়স্নিগ্ধ সন্তান হাসঃ।
ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি সততং বিদ্যুদাকাররূপং,
তদন্তঃ শূন্যন্তৎ সকলসুগুরুং চিন্তয়েচ্চাতিগুহ্যম্ ॥

সুগোপ্যং তদ্‌যত্না-দতিশয়পরমামোদসন্তানরাশেঃ,
পরং কন্দং সূক্ষ্মং শশিসকলকলাশুদ্ধরূপ-প্রকাশং।
ইহ স্থানে দেবঃ পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধি-প্রসিদ্ধিঃ,
স্বরূপী সর্ব্বাত্মা রসবিসর মিতোঽজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ ॥

সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাং,
যতোরাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্নির্ম্মল মতেঃ।
সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকলসুখসন্তান লহরীপরীবাহো,
হংসঃ পরমইতি নাম্না পরিচিতঃ ॥

শিবস্থানং শৈবা পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা,
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহর পদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণ যুগলানন্দরসিকা,
মুনীন্দ্রা অপন্যে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলং ॥

শিষ্য। মনুষ্যদেহে যে পঞ্চকোষ আছে তাহা সম্যক বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

শুরু। বৎসগণ! মনুষ্যদেহে অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ এবং আনন্দময়কোষ, এই পঞ্চ কোষ বিদ্যমান আছে।

যে দেহ মাতা-পিতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম বিশেষ শুক্র-শোনিত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরসদ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে অন্নময়কোষ বলা যায়।

যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু স্থূলদেহব্যাপী হইয়া ঐ দেহে বলধান করতঃ ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে প্রাণময়কোষ বলা যায়।

অন্নময়াদি শরীরে অহংজ্ঞানের এবং গৃহধনাদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধির হেতু, যে মন, তাহাকে মনময়কোষ বলা যায়।

যে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে লীন হয় এবং জাগ্রত অবস্থায় আনখাগ্র সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে বিজ্ঞানময়কোষ বলা যায়।

কোন অন্তর্ম্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি, পুন্যভোগকালে চিদানন্দ প্রতি-বিম্ব-বিশিষ্ট এবং ভোগ সমাপ্তিতে নিদ্রারূপে প্রকৃতিতে লীন হয়, তাহাই আনন্দময়কোষ।

তথাহি পঞ্চদশীর প্রথম পরিচ্ছেদে।

অন্নং প্রানো মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতিপঞ্চতে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংস্থতিংব্রজেৎ॥

তথাহি পঞ্চদশীর তৃতীয়া পারিচ্ছেদে।

পিতৃভুক্তান্নজাদ বীর্য্যাজ্জাতোহন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোহন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥

পূর্ব্বজন্মন্যসন্নেতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্।
ভাবিজন্মন্যসন্ কর্ম্মান ভুঞ্জীতেহসঞ্চিতম্॥
পূর্ণোদেহেবলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥
অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥
লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়-শব্দভাক্॥
কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যা বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্।
বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিশ্চৈতে পরস্পরম্॥
কাচিদন্তর্ম্মুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতি বিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে॥

শিষ্য। এই পঞ্চকোশের অবস্থান কিরূপ?

গুরু। স্থূল-দেহ অন্নময়কোষ হইতে অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ, তাহা হইতে অভ্যন্তরে মনোময়-কোষ, তদপেক্ষা অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়কোষ, তাহা হইতে অভ্যন্তরে আনন্দময়কোষ, পরম্পর-ক্রমে বর্ত্তমান এই পঞ্চকোষকে গুহা বলা যায়।

তথাহি পঞ্চদশীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে।
দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রানাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জ্ঞান ও কর্ম্মতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! জ্ঞান কাহাকে বলে তদ্বিষয় সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। পরমাত্মার আভাসস্বরূপ জীব সকলেরই এই সংসার, পরমাত্মার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, যদি পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকিত, তবে ইহা নিত্যবস্তু হইত, এই প্রকার বিবেচনাকেই জ্ঞান বলা যায়, বিচার দ্বারাই তাহা লব্ধ হয়।

তথাহি পঞ্চদশীর ষষ্ঠ পরিচ্ছদে।

আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্তুনঃ।
ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ॥

স্বল্পমাত্র ভক্তিসহকারে ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা পরম প্রশংসনীয় ও অক্ষয়-ফল-জনক হইয়া থাকে এবং তাহা যদি পরমশ্রদ্ধা পূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে, নিখিলকলুষরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপ পাপ-নিচয় বিলীন হইলে নির্ম্মল-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ সেই নির্ম্মল বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঐ জ্ঞান হইতেই মোক্ষপদ প্রাপ্তি

হয়। আর পণ্ডিতেরা সনাতন পরম ব্রহ্মের নাম জ্ঞান বলিয়াছেন, সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদিগের হৃদয়ে পরমব্রহ্ম অবিরত বিরাজ করিয়া থাকেন।

তথাহি বৃহন্নারদীয় পুরাণে একত্রিংশ অধ্যায়ে,

সূত উবাচ।

অক্ষয়ঃ পরমো ধর্ম্মো ভক্তিলেশেন জায়তে।
শ্রদ্ধয়া পরয়া চৈব সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বপাপেষু নষ্টেষু বুদ্ধির্ভবতি নির্ম্মলা।
সৈব বুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা জ্ঞান শব্দেন সূরিভিঃ॥
জ্ঞানঞ্চ মোক্ষদং প্রাহুস্তজ্‌জ্ঞানং যোগিনাংভবেৎ।

তথাহি তত্রৈব।

সনাতনং পরং ব্রহ্ম জ্ঞানশব্দেন কথ্যতে।
জ্ঞানিনাং পরমাত্মা বৈ হৃদি ভাতি নিরন্তম্॥

পরন্তু বিশুদ্ধ বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য পরিপূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন এবং নির্ব্বিকার জ্ঞানই পরমার্থ সত্য। সেইজ্ঞানের নাম ভগবৎ পণ্ডিতেরা এইজ্ঞানকে "বাসুদেব" বলেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক
মনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্মসত্যম্।

প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং

যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥

যাহাদ্বারা নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মলও একরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে বা জানিতে পারা যায় তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত যে, তাহার নাম অজ্ঞান ও তাহাকেই অপরাবিদ্যা বলা যায়।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে পঞ্চম অধ্যায়ে

পরাশর উবাচ।

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং

শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধি গম্যতে বা

তজ্ জ্ঞানম জ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥

("জ্ঞান" সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

শিষ্য। কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানিতে বড়ই কৌতুহল হইতেছে, কৃপা করিয়া বর্ণনা করুণ।

গুরু। ভূত সকলের ভাব (উৎপত্তি) ও উদ্ভব (ক্রমশঃ বৃদ্ধি) এবং বিসর্গ (দেবোদ্দেশ্যে ত্যাগরূপ যজ্ঞ) কর্ম্মশব্দ বাচ্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অষ্টম অধ্যায়ে

ভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥

অপূর্ণের স্বীয় পূরণ জন্য যে চেষ্টা তাহার নাম কর্ম্ম।

তথাহি ষট্‌সন্দর্ভে (ভগবৎসন্দর্ভে)।

অপূর্ণস্য নিজ পূর্ত্ত্যর্থা চেষ্টা কর্ম্মেতি।

শিষ্য। কর্ম্ম কত প্রকার তাহা বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। বেদে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত পুরুষই, এই দ্বিবিধ কর্ম্মদ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকেন। ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদোক্ত সমস্ত প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্মদ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞপুরুষই পূজিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগদ্বারা সেই জ্ঞানমূর্ত্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যোগিগণ নিবৃত্তি-মার্গ বা পথদ্বারা মুক্তিফল-প্রদ সেই ভগবানেরই আরাধনা করিয়া থাকেন।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে চতুর্থ অধ্যায়ে,

পরাশর উবাচ।

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্মবৈদিকম্।
তাভ্যামুভাভ্যাং পুরুষৈঃ সর্ব্বমূর্ত্তিঃ স ইজ্যতে॥
ঋগ্‌যজুঃ সামভির্ম্মার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হ্যসৌ।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ॥
জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্ত্তিঃ স চেজ্যতে।
নিবৃত্তৈর্যোগিভির্ম্মার্গৈর্বিষ্ণুর্মুক্তিফলপ্রদঃ॥

শিষ্য। "পথ" শব্দে কি বুঝায়?

গুরু। বৎসগণ! যদ্দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পথ বলিয়া বিদিত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ঊনবিংশ
অধ্যায়ে, শ্রীভগবানুবাচ।

মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃপন্থা মন্নিগমস্মৃতঃ।

শিষ্য। জ্ঞানীব্যক্তি ও অজ্ঞানব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কি এবং তাহাদের কর্ম্মের প্রভেদ কি?

গুরু। দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির ক্রিয়াদ্বারা জ্ঞানীব্যক্তি ও অজ্ঞানব্যক্তির কোন প্রভেদ নাই। কেবল অবস্থা বা বোধ বিষয়ে প্রভেদ। কি জ্ঞানীব্যক্তি কি অজ্ঞানব্যক্তি সকলের পক্ষেই কর্ম্ম সমান, তবে বিচারজনিত ধৈর্য্য আছে বলিয়া জ্ঞানী-ব্যক্তির কোনও ক্লেশ বোধ হয় না, এবং বিচারবিহীন অধৈর্য্য বশতঃ অজ্ঞানব্যক্তি ক্লেশ ভোগ করে। যেরূপ, যে সর্পের দন্তবিনষ্ট হইয়াছে তাহার দংশন কোন ফলদায়ক হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানীব্যক্তি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং কোন বন্ধভাক্ হয় না। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তি কোন প্রবৃত্তকর্ম্মের দ্বেষ করেন না এবং কোন নিবৃত্তকর্ম্মের ও আকাঙ্ক্ষা করেন না, সমস্ত কর্ম্মেই উদাসীনবৎ ব্যবহার করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে,
শ্রীভগবানুবাচ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিংকরিষ্যতি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

শিষ্য। প্রভো! অন্তকালে লোকে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ এবং সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কেন করেন, ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিন্।

গুরু। যাঁহারা অন্তকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন তাঁহারা তত্তৎভাব প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়েন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হয়েন। জীব পুনরায় সৃষ্টির সময়ে, পূর্ব্ববাসনা ও মন প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হন। বৎসগণ! এইজন্যই লোক সদ্গতি লাভের জন্য ভগবানের নাম শ্রবণকীর্ত্তন ও স্মরণ এবং সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অষ্টম অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

তথাহি শ্রীমহাভাগবতে ষোড়শ অধ্যায়ে,
শ্রীপার্ব্বতী উবাচ।

স্বষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ব-বাসনা-মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি ভ্রমতাহুতসংপ্লবম্ ॥

শিষ্য। প্রভো! এই দেহ ত্যাগ হইলে কর্ম্মের অবসান হয় কিনা?

গুরু। জীব এই পৃথিবীতে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করেন, সেই দেহকে এইখানে পরিত্যাগ করিয়া যান। তাঁহারা এখানকার কর্ম্মদ্বারা পরলোকে অন্য এক দেহ হয়। সেই দেহদ্বারা বারংবার ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, যদিও স্থূলদেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাচ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম-দেহের ধ্বংশ না হওয়াতে তাহা দ্বারাই ফলভোগ হইয়া থাকে। এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহদ্বারাই জীব স্থূলদেহ সকল গ্রহণও পরিহার করিয়া থাকেন এবং ইহাদ্বারাই শোক, হর্ষ, সুখ, দুঃখ ও ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন তৃণ-জলোকা তৃণান্তর ধারণ না করিয়া পূর্ব্বতৃণ একেবারে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পুরুষ ম্রিয়মান হইলে, পূর্ব্বদেহের আরম্ভক কর্ম্মসকলের ফল দ্বারা যাবৎ অন্যদেহ অবলম্বন না করে, তাবৎ পূর্ব্বদেহ অভিমান পরিত্যাগ করেন না। সুতরাং এই দেহ ত্যাগ হইলেও কর্ম্মের সমাপন হয় না, কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গেই যায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে ঊনত্রিংশ
অধ্যায়ে, শ্রীরাজোবাচ।

কর্ম্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায়তম্।
অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে॥

তথাহি তত্রৈব।
নারদ উবাচ।

যেনৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎপুমান্
ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্॥

তথাহি তত্রৈব।

অণেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি॥
যথা তৃণজলৌকেয়ং নাপযাত্য পযাতি চ।
ন ত্যজেন্ম্রিয়মনোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিংজনঃ॥

শিষ্য। জন্মের সহিত মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে কি না তাহা সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। বৎসগণ! দেহধারীর মৃত্যু দেহের সহিত জন্ম-গ্রহণ করে; অদ্যই হউক, আর শতবৎসর পরেই হউক প্রাণীর মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে। এই দেহের নাশ হইলে, কর্ম্মানুবর্ত্তী দেহী, দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর ত্যাগ করেন। যেমন পুরুষ গমনকালে একপদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অপরপদে ভূমি পরিত্যাগ করেন,—যেমন জলৌকা তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া

পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে; সেইরূপ কর্ম্ম-পথে বর্ত্তমান জীবও দেহান্তরপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জাগ্রদবস্থায় দর্শন বা শ্রবণ-জন্য সংস্কার মনোমধ্যে জন্মিলে, নিবিষ্টচিত্তে ঐ দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, পুরুষ যেরূপ জাগ্রদবস্থায় ঐ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের অনুরূপ অনির্ব্বচনীয়রূপ স্বপ্নে দর্শন করেন, সেইরূপ জীব, কর্ম্মবশতঃ স্মরণ-শূন্য দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর পরিত্যাগ করেন। দেহের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সময় নানাবিকারাত্মক মন, ফলাভিমুখ কর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মায়া দ্বারা নানা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই রূপেই দেহী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ যেরূপ তৈল-ঘৃত-জলাদি পার্থিব-পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইলে, বায়ুদ্বারা কম্পিত বলিয়া প্রতয়মান হয় সেইরূপ জীব এই অবিদ্যারচিত গুণের অনুগত হইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে প্রথম আধ্যায়ে,
শ্রীবসুদেব উবাচ।

মৃত্যুজন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য ৰাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥
দেহে পঞ্চত্বমাপন্নেদেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনু প্রাপ্যপ্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথাতৃণজলুকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্ট চেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎকিমপি হ্যপস্মৃভিঃ॥
যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেসু মায়া রচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥
জ্যোতির্যথৈবোদক পার্থিবেম্বদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়া রচিতেম্বসৌ পুমান্
গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি॥

শিষ্য। প্রভো! লোকের ভিন্ন ভিন্ন গতি হয় কেন?

গুরু। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের তারতম্য প্রযুক্তকর্ত্তা তিনপ্রকার হওয়াতে শ্রদ্ধার বিভিন্নতার কর্ম্মসকলের ফল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধার তারতম্য প্রযুক্ত বিভিন্ন ফলানুযায়ী লোকসকলের গতিও ইতর বিশেষ ভাবে হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ষড়বিংশ অধ্যায়,

শ্রীঋষি উবাচ।

ত্রিগুণত্বাৎ কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধয়া কর্ম্মগতয়ঃ পৃথগ্
বিধাঃ সর্ব্বা এব সর্ব্বস্য তারতম্যেন ভবন্তি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

যোগ-তত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! যোগ কাহাকে কহে, সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। চিত্তের বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করার নাম যোগ।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি নিরোধঃ॥

ব্রহ্মে মনোগতির সংযোগের নামই যোগ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে সপ্তম অধ্যায়ে,

কেশিধ্বজ উবাচ।

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগইত্যভিধীয়তে॥

আত্মা দুই প্রকার, পরমাত্মা ও জীবাত্মা; এই উভয় আত্মার যে অভেদজ্ঞান তাহাই যোগ বলিয়া কথিত হয়।

তথাহি বৃহন্নারদীয় পুরাণে একত্রিংশ অধ্যায়ে,

সূত উবাচ।

আত্মানং দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপরবিভেদতঃ।
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ॥

পরন্তু নির্গুণঃ প্রোক্তো অহঙ্কারযুতোঽপরঃ।
তয়োরভেদ বিজ্ঞানং যোগোইত্যভিধীয়তে॥

জীব এবং আত্মার ঐক্যের নাম যোগ।

তথাহি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্দ্দশ উল্লাসে,

শ্রীসদাসিব উবাচ।

যোগোজীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।

শিষ্য। যোগ ও যোগী কত প্রকার তাহা কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন।

গুরু। যোগ চারি প্রকার, যথা,—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

মন্ত্রযোগোলয়শ্চৈব রাজযোগোহঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো-যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

যোগ যেরূপ চতুর্ব্বিধ, যোগীও সেই প্রকার চতুর্ব্বিধ, যথা;—মৃদু-সাধক, মধ্য-সাধক, অধিমাত্র-সাধক ও অধিমাত্রতম-সাধক।

তথাহি শিবসংহিতায়।

চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌলঙ্ঘনক্ষমঃ॥

শিষ্য। প্রভো! যোগমার্গে সাধনদ্বারা ক্রমশঃ কিভাবে সমাধি লাভ করা যায়!

গুরু। যোগ শিক্ষা করিতে হইলে শোধন, দার্ঢ্য, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ এবং নির্লিপ্ততা, এই সপ্ত প্রকারে ক্রমশঃ সমাধি লাভ হইয়া থাকে।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্থ সপ্তসাধনং॥

শিষ্য। এই সপ্ত সাধন কি প্রকারে হয়, তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দিন্।

গুরু। ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শোধন, আসন দ্বারা দার্ঢ্য, মুদ্রাদ্বারা স্থৈর্য্য, প্রত্যাহারদ্বারা ধৈর্য্য, প্রাণায়ামদ্বারা লাঘব, ধ্যানদ্বারা স্বীয় আত্মমধ্যে চিন্তনীয় পদার্থের দর্শন ও সমাধিযোগে বিষয়ে ঔদাসীন্য জন্মিয়া থাকে।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষ মাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

শিষ্য। এই সপ্ত-সাধনের মধ্যে কোন্‌টা কি এবং কত প্রকার তৎসমুদয় বর্ণনা করুন।

গুরু। শোধন,—শোধন যড়্‌বিধ, যথা ;—ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপাল ভাতি। এই ধৌতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মদ্বারা কায়ের চৈতন্য সঞ্চারিত হয়, সন্দেহ নাই।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতিলৌলিকী ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মানি সমাচরেৎ ॥

আসন,—ভূমণ্ডলে জীবগণ যেমন অসংখ্য, আসন ও তাদৃশ অসংখ্য। পূর্ব্বকালে ভগবান্ শিব চতুরশীতিলক্ষ আসন কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ চতুরশীতির মধ্যে ষোড়শশত শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার মনুষ্যলোকে দ্বাত্রিংশৎ আসনই কল্যানকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যথা,—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন. স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উৎকটাসন, সঙ্কটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তান কূর্ম্মকাসন, উত্তানমণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, মণ্ডুকাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন, ও যোগাসন; জীবলোকে এই বত্রিশ প্রকার আসনই কল্যান কর।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা ॥
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শানাং শতং কৃতং।
তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিং সদাসনং শুভং ॥
সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকং।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেবচ ॥

মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেবচ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা॥
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকং।
উত্তানমণ্ডূকং বৃক্ষং মণ্ডূকং গরুড়ং বৃষং॥
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনং।
দ্বাত্রিংশদাসনানি স্যুর্ম্মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদং॥

মূদ্রা,—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরনী, যোনি, বজ্রোলী, শক্তি-চালনী, তাড়াগী, মাণ্ডুকী, শাম্ভবী, পঞ্চধারণা, (অধোধারণা বা পার্থিবীধারণা, আম্ভসীধারণা, বৈশ্বানরী-ধারণা, বায়বীধারণা, নভোধারণা বা আকাশীধারণা) অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী, এই পঞ্চবিংশতি বিধমুদ্রা যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদ।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জালন্ধরং।
মূলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ খেচরী॥
বিপরীতকরী যোনির্বজ্রোলী শক্তিচালনী।
তারাগী মাণ্ডুকী মুদ্রা শাম্ভবী পঞ্চধারণা॥
অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী।
পঞ্চবিংশতি মুদ্রানি সিদ্ধিদানীনাহ যোগিনাং॥

প্রত্যাহার,—মন যে যে বিষয়ে চঞ্চল হইয়া পরিভ্রমণ করে, প্রত্যাহার প্রভাবে সেই সেই বিষয় হইতে মন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া

আত্মার বশতাপন্ন হয়। কি পুরস্কার, কি তিরস্কার, কি সুশ্রাব্য, কি অশ্রাব্য, কি মায়াভাব, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, ইহার প্রসাদে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আত্মার বশংগত হয়। কি সুগন্ধ, কি দুর্গন্ধ, যে কোন বিষয়েই মন চঞ্চল হউক না কেন, এই প্রত্যাহার বলে চিত্তনিবৃত্ত হইয়া আত্মার বশীভূত হয়। কি মধুর, কি তিক্ত, কি অম্ল, কি কষায়, যে কোন রসযুক্ত বিষয়ে মন চঞ্চল হউক না কেন, ইহার বলে মন সেই সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার বশীভূত হয়।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রত্যাহারমনুত্তমম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কামাদিরিপুনাশনং॥
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশংনয়েৎ।
পুরস্কারং তিরস্কারং সুশ্রাব্যং ভাবমায়কং॥
মনস্তস্মান্নিয়মৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।
সুগন্ধো বাপি দুর্গন্ধো ঘ্রাণেষুজায়তে মনঃ॥
তস্মাৎ প্রত্যাহরেদেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।
মধুরাম্ল কতিক্তাদিরসগাদি যদা মনঃ॥
তস্মাৎ প্রত্যাহরেদেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

প্রাণায়াম,—প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে চারিটি বিষয় জানা উচিত; প্রথমে উপযুক্ত স্থান ও বিহিত কাল, তদনন্তর পরিমিত আহার আভ্যাস, অবশেষে নাড়ীশুদ্ধি। এই চারিটী সাধিত হইলে পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

আদৌ স্থানং তথা কালং মিতাহারং তথাপরং।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ প্রাণায়ামঞ্চ সাধয়েৎ ॥

পূরক, কুম্ভক ও রেচক ত্রিবিধ অঙ্গযুক্ত প্রাণায়াম সাধনে এক হইতে একশত পর্য্যন্ত মাত্রা আছে (পূরকে এক গুণ মাত্রা, রেচকে দ্বিগুণ মাত্রা এবং কুম্ভকে চারিগুণ মাত্রা)। মাত্রানুসারে প্রাণায়াম ত্রিবিধ;—বিংশতিমাত্রা, ষোড়শমাত্রা এবং দ্বাদশমাত্রা। বিংশতিমাত্রা প্রাণায়াম উত্তম, ষোড়শমাত্রা মধ্যম ও দ্বাদশমাত্রা অধম (উত্তমমাত্রা প্রাণায়ামস াধন করিতে হইলে পূরকে বিংশতিমাত্রা, কুম্ভকে অশীতিমাত্রা এবং রেচকে চল্লিশমাত্রা নির্দ্ধারিত আছে। এইরূপ মধ্যম ও অধম মাত্রা প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে চারিগুণ ও দ্বিগুণ ক্রমে কুম্ভকে ও রেচকে মাত্রায় সংখ্যার স্থির করিতে হয়)। অধমমাত্রা প্রাণায়াম সাধন করিলে ঘর্ম্মনির্গম হয়, মধ্যমমাত্রায় মেরুকম্প জন্মে, আর উত্তমমাত্রা প্রাণায়াম সাধন করিলে ভূতল ত্যাগ শক্তি জন্মে। ঘর্ম্মনির্গম, মেরুকম্প ও ভূমিত্যাগ এই তিনটী যথাক্রমে প্রাণায়াম সিদ্ধির লক্ষণ। প্রাণায়াম সাধন করিলে তৎপ্রসাদে খেচরত্ব শক্তি জন্মে, ইহার প্রভাবে রোগসকল দূরীভূত হয়, প্রাণায়ামের প্রভাবে পরমাত্ম শক্তি জাগরিত হয় এবং ইহার প্রসাদে দিব্যজ্ঞানলাভ হয়। যে পুরুষ প্রাণায়াম সাধন করেন, তাঁহার মনে পরমানন্দ জন্মে এবং তিনি অতি সুখী হন।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

একাদি শত পর্য্যন্তং পূরকুম্ভকরেচনং।
উত্তমা বিংশতিমাত্রা ষোড়শীমাত্রা মধ্যমা।
অধমা দ্বাদশীমাত্রা প্রাণায়ামাস্ত্রিধা স্মৃতাঃ॥
অধমাজ্জায়তে ঘর্ম্মং মেরুকম্পঞ্চ মধ্যমাৎ।
উত্তমাচ্চ ভূমিত্যাগস্ত্রিবিধং সিদ্ধিলক্ষণং॥
প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাৎ রোগনাশনং।
প্রাণায়ামাদ্বোধয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোন্মনী।
আনন্দোজায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখীভবেৎ॥

ধ্যান,—ধ্যান দুই প্রকার,—সরূপ ও অরূপ অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। সরূপ অর্থাৎ সাকার, অরূপ অর্থাৎ নিরাকার, এইরূপ বিষয় ভেদে ধ্যান দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। নিরাকার বিষয়ক যে ধ্যান, তাহা বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, "ইহা এইরূপ" ইত্যাদি সাধারণের দুর্জ্ঞেয়, উপদেশ বহির্ভূত এবং বহু কষ্টে বহু সমাধিদ্বারা কেবল যোগিগণের জ্ঞেয়। মনের ধারণার জন্য, শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এবং সূক্ষ্মধ্যান অর্থাৎ নিরাকার ধ্যান প্রবোধের জন্য স্থূলধ্যানের প্রয়োজন।

তথাহি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পঞ্চম উল্লাসে,

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্॥

অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ॥
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানংবদামিতে॥

গুরুদেব যেরূপ অভীষ্ট-দেবের ধ্যান, রূপ, ভূষণ, বাহন প্রভৃতির উপদেশ প্রদান করেন, সাধক সেইরূপই ধ্যান করিবেন, ইহাকেই স্থূলধ্যান কহে।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েদ্ যদ্ধ্যানং গুরুভাষিতং॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনং।
তদ্রূপং ধ্যায়তে নিত্যং স্থূলধ্যান মিদং বিদুঃ।

সমাধি নানা প্রকার, যথা;—ধ্যানযোগ-সমাধি, নাদযোগ-সমাধি, রসানন্দযোগসমাধি, লয়সিদ্ধিযোগসমাধি, ভক্তিযোগসমাধি, রাজযোগসমাধি, সবির্তকসমাধি, নির্ব্বিতর্কসমাধি, সবিচারসমাধি, নির্ব্বিচারসমাধি, সবিকল্পসমাধি এবং নির্ব্বিকল্পসমাধি।

তথাহি ঘেরণ্ডসংহিতায়।

ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা॥
পঞ্চধাভক্তিযোগেন মনোমূর্চ্ছা চ ষড়্বিধা।
ষড়্বিধোঽয়ং রাজযোগঃ প্রতেকেমবধারয়েৎ॥

তথাহিপাতঞ্জল দর্শনে।

তত্র শব্দার্থজ্ঞান বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা-
নির্ব্বিতর্কা ॥

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া-ব্যাখ্যাতা ॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥

নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥

তএ ঋতম্বরা প্রজ্ঞা ॥

বৎসগণ! এই সকলের বিস্তৃত বিবরণাদিগুরুদেবের নিকট জ্ঞাতব্য, যেহেতু এই যোগবিদ্যা শ্রীগুরুরমুখ হইতে লব্ধ হইলে বীর্য্যবতী হয়; শ্রীগুরূপদেশ ভিন্ন যোগসাধনে নিযুক্ত হইলে তাহা নির্ব্বীর্য্য ও কষ্টদায়ক হইয়া থাকে! কাজে কাজেই তাহাতে কোন ফলই হয় না। যিনি সচেষ্ট হইয়া গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী যোগ করেন, তিনি শীঘ্রই সেই সাধনার ফল লাভ করেন।

তথাহি শিবসংহিতায়।

ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্র সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যা চাতিদুঃখদা ॥
গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলবমাপ্নুয়াৎ ॥

পূর্ব্বে সপ্তপ্রকার সাধন বলিয়াছি,—কোন কোন মতে যোগের অষ্টপ্রকার অঙ্গ, যথা ;—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

তথাহি দত্তাত্রেয়সংহিতায়।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরং।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥
এবমষ্টাঙ্গযোগঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো বিদুঃ॥

যম,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ,—এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম "যম"।

তথাহি পাতঞ্জলদর্শনে।

অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহ যমাঃ॥

নিয়ম,—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান,—এই পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠেয়ের বা ক্রিয়ার নাম "নিয়ম"।

তথাহি পাতঞ্জলদর্শনে।

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ॥

অসন,—শরীর না কাঁপে, না নড়ে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে,—এরূপভাবে উপবেশন করার নাম আসন। এই আসন যোগের বিশেষ উপকারী। আসন সকল শিক্ষাকালে ক্লেশজনক বটে, কিন্তু

তাহা অভ্যস্ত হইলে স্থির ও সুখজনক হয়। যতদিন তাহা স্থির ও সুখজনক না হইবে, ততদিন তাহা যোগের উপকার করিবে না।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥

প্রাণায়াম,—শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকগতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তদুভয়কে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থান বিশেষে বিধৃত করা, অর্থাৎ প্রাণ বায়ুকে, চিরাভ্যস্ত বা স্বাভাবিকী গতি ভঙ্গ করিয়া, নূতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম তিন প্রকার প্রথম বাহ্য-বৃত্তি, দ্বিতীয় আভ্যন্তর-বৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভ—বৃত্তি। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। ঔদর্য্য-বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্য-বৃত্তি। এই বাহ্য-বৃত্তির অন্য নাম রেচক। বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম অভ্যন্তর-বৃত্তি। ইহার অন্য নাম পূরক। প্রপূরিত বায়ুরাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভ-বৃত্তি। এই স্তম্ভ-বৃত্তির অন্যনাম কুম্ভক। জল, কুম্ভ মধ্যে-পূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়েনা, সেইরূপ শরীরও বায়ুপূর্ণ হইলে, তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তম্ভ-বৃত্তির নাম কুম্ভক।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥

বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দেশ কালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো
 দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ ॥

প্রত্যাহার,—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে, রূপাদির প্রতি ধাবিত হয়, সমাসক্ত হয়, তাহাদিগের তদ্রূপ বাহ্যগতি (আসক্তিরূপ মুখ) ফিরাইয়া আনার বা তাহাদিগের সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

স্বস্ব-বিষয় সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ানাং
প্রত্যাহারঃ ॥

ধারণা,—চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম "ধারণা"।

ধারণ করার নাম ধারণা।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥

ধ্যান,—সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির এক তানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহা "ধ্যান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধ-পূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণা করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিত ভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মনোবৃত্তি প্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥

সমাধি,—ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবল ধ্যেয়বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান লুপ্ত কবিয়া দিবে, তখন তাহা "সমাধি" আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

তথাহি পাতঞ্জল দর্শনে।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥

শরীর হইতে মনকে ভিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ন করাকেই সমাধি কহে।

তথাহি ঘেরণ্ড—সংহিতায়।

ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্বিজানীয়ৎ মুক্ত সংজ্ঞোদশাদিভিঃ ॥

বৎসগণ! এই সমস্ত গূঢ়মর্ম্মাদি সদ্‌গুরুর নিকট অবগত হইয়া এবং তাঁহার বাক্যে নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তদুপদিষ্ট কার্য্যাদি নিষ্ঠা-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে সাধকের ক্রমশঃ দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ দূর হয় এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া সর্ব্বদায়ই অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করেন, কারণ শান্তিই সাধনের ধন।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়ত মানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥

শিষ্য। প্রভো! গৃহীও বনাশ্রমীর যোগসাধন সম্বন্ধে

অধিকারভেদ আছে কিনা ?

গুরু। ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিরই সিদ্ধিলাভ হয়, ক্রিয়া-হীনের সিদ্ধির সম্ভব কোথায় ? অতএব যোগি-প্রবরগণ বিধানে ক্রিয়া নুষ্ঠান করিবেন। যদৃচ্ছা প্রাপ্ত বস্তুতে যাহার প্রীতি সাধন হয়, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যে গৃহী গৃহে অধিষ্ঠান করিয়াও বিষয়ে অনাসক্ত, সেই ব্যক্তিই যোগসাধনে মুক্তি লাভ করেন। যোগক্রিয়াবান্ অর্থযুক্ত-গৃহস্থেরাও জপদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন, অতএব গৃহিজন যোগ সাধনে যত্নবান্ হইবেন। যে স্ত্রীপুত্রবান্ গৃহীব্যক্তি গৃহে থাকিয়া মনে মনে তাহাদিগের সঙ্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যোগমার্গে প্রবৃত্ত হন, তিনি সিদ্ধি-চিহ্ন নিরীক্ষণ করতঃ সাধনা করিয়া নিয়ত আনন্দে বিহার করেন।

তথাহি শিবসংহিতায়।

ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথম্ভবেৎ।
তস্মাৎ ক্রিয়াবিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সন্ত্যক্তান্তরসঙ্গকঃ।
গৃহস্থশ্চাপ্যনাসক্তঃ স মুক্তো যোগসাধনাৎ॥
গৃহস্থানাং ভবেৎ সিদ্ধিরীশ্বরাণাং জপেন বৈ।
যোগক্রিয়াভিযুক্তানাং তস্মাৎ সংযততে গৃহী॥
গেহেস্থিত্বা পুত্রদারাদিপূর্ণো সঙ্গংত্যাক্ত্ব চান্তরে যোগমার্গে।
সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাৎ গৃহস্থঃ ক্রীড়েৎ সোবৈ মন্মতংসাধায়িত্বা॥

বৎসগণ! যোগসাধনের জন্য স্ত্রীপুত্রগৃহাদি ত্যাগ করিতে হয় না। গৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিয়াও যিনি আপনাকে গৃহশূন্য মনে করেন, তিনিই বীর-সাধক। বাসনাই সংসার, গৃহে থাকিয়াও বাসনাত্যাগে সংসার ত্যাগ হয়। বাসনা লইয়া বনে গেলেও নিস্তার নাই। জনকাদি ঋষিগণ অতুল ঐশ্বর্য্যে থাকিয়াও যোগী ও মুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ভরতরাজা রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে গিয়াও মৃগ-শিশুর মায়ায় আবদ্ধ হওয়ায় এবং সর্ব্বদা তাহারই ভাবনায় তদভাবাপন্ন হইয়া সাধনভজন হারাইয়াছিলেন, এবং মৃত্যু কালেও তাহাকে ভাবিতে ভাবিতেই দেহত্যাগ করিয়া মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব সদ্‌গুরু লাভ করিলে কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না, গৃহে থাকিয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

ভক্তিতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! ভক্তি কাহাকে বলে, কৃপাপূর্ব্বক বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। বৎসগণ! তোমাদের প্রশ্ন সমীচীন। যেহেতু প্রশ্নটি ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক, ইহাতে তোমরাও কৃতার্থ হইলে, উত্তর প্রদানে আমিও কৃতার্থ হইব। যেমন শ্রীহরির পাদসম্ভূতা জাহ্নবী ত্রিলোকের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক প্রশ্নও তদ্রূপ প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা তিনজনকেই পবিত্র করিয়া থাকে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে,
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা॥

শ্রুতি বলেন "ভক্তিরস্য ভজনম্" অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি।

শিষ্য। প্রভো! বিষয়টি ভালরূপে বুঝিলাম না?

গুরু। একমাত্র কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনকে ভক্তি কহে। অর্থাৎ শরীর দ্বারা পরিচর্য্যা,

বাক্যদ্বারা নাম গুণকীর্ত্তন, মনদ্বারা রূপাদির চিন্তন। ইহাই সামান্যতঃ ভক্তি বলিয়া কথিত।

শিষ্য। অনুকূল অনুশীলন কাহাকে বলে ?

গুরু। অনুকূল শব্দ অনুশীলনের বিশেষণ। অনুকূল শব্দের অর্থ ভগবানে রুচিকর প্রবৃত্তি। ভগবানে রুচিকর প্রবৃত্তি জনক অনুশীলনই ভক্তি। প্রতিকূল অনুশীলনে ভক্তিসিদ্ধি হয় না। যেমন রাবনাদির ভগবৎ সম্বন্ধে যথেষ্ঠ অনুশীলন ছিল কিন্তু তাহা প্রতিকূল হওয়াতে ভক্তিপদবাচ্য হয় নাই। অতএব ভগবানের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনই ভক্তি। এই ভক্তি যদি নির্ম্মল অর্থাৎ মিশ্রণ রহিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধভক্তি বা উত্তমাভক্তি বলে।

শিষ্য। প্রভো ! নির্ম্মল বা মিশ্রণ রহিত কি প্রকার বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। প্রেমাতিরিক্ত বিষয় বাসনা, নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি বর্জ্জিত ভক্তিই নির্ম্মল বা মিশ্রণ রহিত ভক্তি, এই ভক্তিকেই উত্তমাভক্তি বলে।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে; ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥"

শিষ্য। ভক্তি কত প্রকার?

গুরু। সাধন, ভাবও প্রেমভেদে সামান্যতঃ তিন প্রকার যথা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে।

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥

শিষ্য। সাধনভক্তি কাহাকে বলে?

গুরু। ইন্দ্রিয় প্রেরণায় অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও দর্শনাদি দ্বারায় সাধ্য এবং ভাব ও প্রেম যাহার সাধ্যফল, তাহাকে সাধনভক্তি বলে।

শিষ্য। প্রভো! সাধনভক্তির সাধ্যফল যদি ভগবৎ প্রেম হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে প্রেমকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া নিরূপন করিয়াছেন তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ?

গুরু। বৎসগণ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, ভগবৎপ্রেম নিত্যসিদ্ধই বটে, সাধ্য (জন্য বা কৃত্রিম) নহে। কেবল শ্রবণাদি সাধনভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহাতে উদিত হয়। যেমন সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইলেও একমাত্র স্বচ্ছস্ফটিকাদিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎপ্রেম সর্ব্বব্যাপী হইলেও সাধনভক্তিদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ হৃদয়ের ভক্তি-মুক্তি-স্পৃহা নিঃসারিত হইলে সেই চিত্তে প্রকাশিত হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে।

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

শিষ্য। সাধনভক্তি দ্বারা জীবের যে প্রকারে প্রেমলাভ হয়, তাহার ক্রম কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

গুরু। সৎসঙ্গ প্রভাবে জীব শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সাধনভক্তি হইতে প্রথম অনর্থ

(বিষয়াসক্তি) নিবৃত্তি হয়, তদনন্তর ক্রমশঃ ভক্তির প্রতি নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি জন্মিয়া থাকে এবং সেই আসক্তি হইতে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাব গাঢ় হইলেই প্রেমনামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রেম সর্ব্বানন্দধাম।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া,
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব্য স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি,
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ॥

শিষ্য। ভাবভক্তি কাহাকে বলে ?

গুরু। ভগবানের সম্বন্ধে, রুচি প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তির নাম ভাব। সাধন ভক্তি হইতেই ভাবভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পরিপক্ক দশায় সাধনভক্তি, যখন, রুচি অর্থাৎ ভগবৎ প্রপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ এবং সৌহার্দ্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে, তখনই ভাব নামে কথিত হয়। ভাবের স্বরূপ, শুদ্ধসত্ব বিশেষ এবং প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণ সদৃশ। উদয়কালীন সূর্য্যকিরণ যেমন অল্প অল্প প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলে, কারণ এইভাব ক্রমে ক্রমে প্রেমদশা লাভ করে। সাধক-হৃদয়ে যখন এই ভাবের উদয় হয় তখন অশ্রু, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব সকল অল্প মাত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

তথাহি তন্ত্রে।

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

শিষ্য। প্রভো! যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাঁহার লক্ষণ কি প্রকার?

গুরু। যে ভাগ্যবান্ সাধকহৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহাতে ক্ষান্তি অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মান শূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সর্ব্বদারুচি, ভগবদ্গুণকথনে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি প্রভৃতি অনুভাবসকল লক্ষিত হয়।

তথাহি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

শিষ্য। ক্ষান্তি প্রভৃতি লক্ষণগুলি বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। ক্ষান্তি—ক্ষোভেব কারণ উপস্থিত হইলেও যে চিত্তে ক্ষোভের উদয় হয় না, তাহার নাম ক্ষান্তি। অব্যর্থকালতা —ভগবৎ সম্বন্ধি কার্য্য ব্যতীত যে কাল, সেই কালকে ব্যর্থ কাল

বলে, সেই কাল যাহার নাই অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎ সম্বন্ধি কার্য্য করার কালকে অব্যর্থ কালতা বলে। বিরক্তি—স্বর্গাদি সুখভোগ, অণিমাদি এবং ঐহিক বিষয় প্রভৃতির প্রতি অনাসক্তি। মানশূন্যতা—সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন বোধ করা। আশাবন্ধ—ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে দৃঢ় করিয়া মানা। সমুৎকণ্ঠা—স্বীয় অভীষ্টলাভার্থ গুরুতর লোভকে সমুৎকণ্ঠা বলে। নাম গানে সদারুচি—সর্ব্বদা ভগবন্নাম গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই ভাল না লাগাকে নাম গানে সদারুচি বলে। ভগবানের গুণকীর্ত্তনে প্রচুর আসক্তি ও ভগবল্লীলা স্থানে সর্ব্বদা বাস করা।

শিষ্য। প্রেমভক্তি কাহাকে বলে?

গুরু। ভগবানের প্রতি অতিশয় মমতাযুক্ত ঘনীভূত ভাব বিশেষের নাম প্রেম। পূর্ব্বোক্ত ভাব যখন চিত্তের সম্যক্ আদ্রতা বিধান করে এবং অতিশয় মমতা সম্পন্ন হয় সেই গাঢ়তাপন্ন ভাবকে প্রেম বলে। তাৎপর্য্য এই যে সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে রতি বা ভাবের উদয় হয় সেই রতি গাঢ় হইলেই তাহাকে প্রেম বলে। রতি বা ভাব একার্থ বাচক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে।

সম্যঙ্মসৃনিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

তথাহি নারদ পঞ্চ রাত্রে।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতিগাঢ় হৈলে তার প্রেমনাম হয়।

শিষ্য। যাঁহার চিত্তে এই প্রেমের উদয় হয় তাঁহার লক্ষণ ও কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

গুরু। যে ভাগ্যবানের চিত্তে এই ভগবৎপ্রেম উদয় হয়, তাঁহার বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা প্রভৃতি বিজ্ঞেরও অনুভবের বিষয় হয় না। ভগবদ্ভজনশীল প্রেমিকব্যক্তি অবশচিত্তে লোকাচার বহির্ভূত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম হরিনাম প্রাধান্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম পরবশ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও বা রোদন, কখনও বা চিৎকার, কখন গান, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে
শ্রীকবিরুবাচ।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগোদ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথোরোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

এই প্রেম ক্রমে গাঢ় হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত দশা লাভ করে ও উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য হয়। যেমন ইক্ষু, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, সার, শর্করা, সিতা,

মিছরি প্রভৃতি এক ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া যতই নির্ম্মল হইয়া গাঢ় হয়, ততই স্বাদাধিক্য হয়, তদ্রূপ প্রেম উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রচুর স্বাদাধিক্য হইয়া থাকে।

অধিকারী ভেদে এই প্রেম পঞ্চপ্রকার যথা—শান্ত, দাস্থ, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভগবদ্ভক্তি রসের মধ্যে এই পাঁচটি প্রধান।

শিষ্য। শান্ত, দাস্থ, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারী কাহারা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন ?

গুরু। শান্তরসের অধিকারী নবযোগেন্দ্র ও সনক, সনাতন, সনৎকুমার, সনন্দ প্রভৃতি। দাস্থ রসের অধিকারী সর্ব্বত্রেই বিরাজমান এবং অসংখ্য। সখ্যরসের অধিকারী ভীমার্জ্জুন ও শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি। বাৎসল্য রসের অধিকারী বসুদেব, দৈবকী ও নন্দ যশোদা প্রভৃতি। মধুর রসের অধিকারী গোপীগণ ও মহিষীগণ।

শিষ্য। প্রভো! আপনার উক্তিতে যেন বুঝাইতেছে, ভক্তিরসের অধিকারী দুই প্রকার।

গুরু। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা ও কেবলা ভেদে ভক্তি দুই প্রকার, তাহার অধিকারী ও দুই প্রকার।

শিষ্য। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রাভক্তি ও কেবলাভক্তি কাহাকে বলে ?

গুরু। যে ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান হইয়াছে, তাহাকে

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলে এবং যে ভক্তি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বর্জ্জিত তাহা কেবলাভক্তি নামে কথিত।

শিষ্য। এই দুই প্রকার ভক্তির মধ্যে কোন তারতম্য আছে কি?

গুরু। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান ভক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভক্ত হৃদয়ে শঙ্কা ও ত্রাসাদি উপস্থিত হওয়ায়, তন্নিবন্ধন ভগবৎ প্রীতি বিধান ও নিজের আনন্দাস্বাদনের সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত ঃ—যখন বসুদেব দৈবকী শ্রীকৃষ্ণের কংশ বধাদি লোকাতীত কার্য্য দর্শন করিলেন, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিল, তখন জগদীশ্বর বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়াছিলেন। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিদ্বারা বসুদেব দৈবকীর, শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অনুগ্রহময়ী বাৎসল্যভক্তি—যাহার কার্য্য লালনাদি, যাহাতে ভক্ত ও ভগবান্ বিমল আনন্দ অনুভব করেন,তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল, ভক্ত ও ভগবানের ঐ জাতীয় আনন্দ আস্বাদনের অন্তরায় উপস্থিত হইল। অতএব ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিতে প্রীতি সঙ্কোচিত হইয়া যায়। কেবলাভক্তি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবর্জ্জিত হওয়ায় প্রীতি সঙ্কোচিত না হইয়া, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, এমন কি মহাঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও অনুভবের বিষয় হয় না। যেমন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন এবং শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখ-বিবরে বিশ্ব দর্শন প্রভৃতি বহু বহু অলৌকিক ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়াও একমাত্র কেবলাভক্তির স্বভাবে ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই, কেবলাভক্তি

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাংশ সমাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং যশোদার তৎকালে বাৎসল্যভাব সঙ্কোচিত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়াছিল ও তন্নিবন্ধন উৎপাত অনিষ্টাশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পুত্রভাবে স্নেহ ও লালনাদি করিয়াছিলেন। অতএব কেবলাভক্তিতে ভক্তির বিষয় ও আশ্রয় যে প্রকার পূর্ণানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিতে তদ্রূপ হয় না।

বৈধী ও রাগানুগাভেদে এই সাধন ভক্তির আবার দুই প্রকার ভেদ আছে।

শিষ্য। প্রভো! বৈধীভক্তি ও রাগানুগাভক্তি কাহাকে বলে?

গুরু। কেবল বিধিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিধিমার্গে ভজনকে বৈধী-ভক্তি বলে। তাৎপর্য্য এই, যাহাদিগের ভগবানে অনুরাগ জন্মে নাই কেবল শাস্ত্রবিধি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শাস্ত্র শাসন ভয়ে, ভগবানের ভজন করেন, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে।
যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে॥

শিষ্য। শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্রশাসন কি প্রকার বুঝাইয়া বলুন?

গুরু। শাস্ত্রাদিতে ভগবদ্ভজন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যাহারা অভয় ইচ্ছা করেন, তাহারা সকলের আত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ হরিকে অবশ্য শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিবে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে,

শ্রীশুক উবাচ ;

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥

ভগবান্ বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে চারি আশ্রমের সহিত, সত্ত্বাদি গুণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে, সাক্ষাৎ জনক পরমপুরুষ ভগবান্‌কে যাহারা ভজনা করেনা ও অবজ্ঞা করে তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপতন প্রাপ্ত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে,

শ্রীচমস উবাচ।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃসহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ঃ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

সর্ব্বদা বিষ্ণু স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ, সকলই এই দুই বিধি নিষেধের অধীন।

তথাহি পদ্মপুরাণে।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যে যে ভগবদ্ভজন সম্বন্ধে বিধি ও অকরণে প্রত্যবায় উক্ত হইয়াছে তাহাই শাস্ত্র-বিধি ও শাস্ত্র-শাসন বলিয়া কথিত। এই সকল বিধি ও শাসন বাক্য অবলম্বন করিয়া যাহারা বিধিমার্গে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদের সেই ভজনকে বৈধী ভক্তি বলে। বস্তুতঃ ইত্যাকার ভজনে ভগবানের সম্বন্ধে কোন অনুরাগ লক্ষিত হয় না।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী-ভক্তি বলিতারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥"

শিষ্য। রাগানুগাভক্তি কাহাকে বলে?

গুরু। যে ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করে, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি।

শিষ্য। রাগাত্মিকাভক্তি কাহাকে বলে?

গুরু। রাগযুক্ত ভক্তিকে রাগাত্মিকাভক্তি বলে।

শিষ্য। রাগ কাহাকে বলে এবং রাগাত্মিকাভক্তির পাত্র কে?

গুরু। অভীষ্ট বিষয়ে স্বাভাবিক গাঢ়তৃষ্ণা অর্থাৎ প্রেমময়ী তৃষ্ণাকে রাগ বলে। ভগবানের ব্রজপরিকরগণেই রাগাত্মিকা-

ভক্তি বিরাজমান। সুতরাং রাগভক্তির পাত্র একমাত্র ব্রজবাসিগণ। ফলতঃ যে ভক্তি, ব্রজবাসীগণের স্বাভাবিক অনুরাগময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করে তাহাই রাগানুগা নামে অভিহিত অর্থাৎ শ্রীযশোদা, সুবল ও ললিতাদির কৃষ্ণবিধায়িনী চেষ্টা নিচয় শ্রবণ বা পাঠ করিয়া তদনুরূপ অনুশীলন করিবার বাসনাকে লোভ কহে। এই লোভ বা বাসনাকে ফলবতী করিবার আনুষ্ঠানিক চেষ্টার নামই রাগানুগাভক্তি। ইহাতে কোন প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেনা, কেবল মাত্র উৎকট লোভেই ভজনে প্রবৃত্ত করে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে,

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তণ্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥
বিরাজন্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসি জনাদিষু।
রাগাত্মিকা মনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥

তথাহি তত্রৈব।

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥"

তথাহি তত্রৈব্য।

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহাশুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ‖
লোভে ব্রজবাসির ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥

শিষ্য। শাস্ত্র-যুক্তি বিষয়টি বুঝাইয়া বলুন ?

গুরু। ইতি পূর্ব্বে বৈধীভক্তি বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানকে ভজন না করেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপতন প্রাপ্ত হন ইত্যাদি বিধি বাক্যই শাস্ত্র। যিনি আত্মার উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ মূলকারণ এবং ঈশ্বর ও অনন্ত শক্তিশালী এই সকল কারণে তাঁহার-ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি যুক্তি। এই শাস্ত্র ও যুক্তি যেমন ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রবৃত্তি না থাকিলেও বৈধী-ভক্তিতে প্রবর্ত্তন করে, কিন্তু রাগানুগাভক্তি তাদৃশ বিধিবাক্যরূপ শাস্ত্র এবং যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, কেবল তাদৃশ উৎকট লোভেই তাঁহাকে ভজনে প্রবৃত্তি করে।

এই রাগমার্গের ভজনে প্রধানতঃ চারিটি ভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথা—১ম দাস্য অর্থাৎ শ্রীকমল প্রভৃতি দাসগণের ভাব; ২য় সখ্য অর্থাৎ শ্রীসুবল শ্রীদামাদির ভাব; ৩য় বাৎসল্য শ্রীনন্দ যশোদাদির ভাব; ৪র্থ মধুর অর্থাৎ শ্রীব্রজদেবীগণ নিজ প্রাণেশ্বরী শ্রীমতি রাধিকা জিউর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের যে সেবন

করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই দুর্ল্লভ কিঙ্করীত্বে ভাবনাদ্বারা নিজকে গণ্য করিয়া সেবন। এই ভাবে চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন ভাবাশ্রয়ের নামই স্বাভীষ্ট-ভাবময় ভজন। তন্মধ্যে শেষোক্ত মধুর ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এস্থলে সাধককে সাবধান হইতে হইবে, তাহারা যেন নিজকে ব্রজজনের সহিত অভিন্ন মনে না করেন; শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকরগণের কোন মূর্ত্তির সহিত নিজের অভেদ কল্পনা অপরাধজনক। ইহাকে অহংগ্রহোপসনা কহে। সাধক ব্রজবাসিজনের ভাবলুব্ধ হইয়া কেবল সেই ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিবেন।

শিষ্য। প্রভো! রাগমার্গের ভজন কি প্রকার কৃপাপূর্ব্বক বলুন?

গুরু। রাগমার্গের ভজন দুই প্রকার, যথা—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গগুলি সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে স্বাভীষ্টভাবের বিশেষ পুষ্টি সাধন করে। অন্তরে স্বকীয় সিদ্ধদেহে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত অভিমত তৎসেবোপযোগী দেহদ্বারা ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়বর্গের ভাব লিপ্সু হইয়া তাঁহাদের অনুসরণপূর্ব্বক সেবায় প্রবৃত্ত হইবে।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

শিষ্য। সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ কি প্রকার ?

গুরু। যথাবস্থিত দেহ, সাধক দেহ। সাধক দেহ গুণময়। অন্তশ্চিন্তিত অভিমত সেবোপযোগি দেহ, সিদ্ধ দেহ। ভজন পূর্ণ হইলেই এই জড়ীয় দেহের অবসানে জীবের নিত্যস্বরূপে ঐ দেহ লাভ হইয়া থাকে।

স্মরণই রাগমার্গের প্রধান সাধন। শ্রীকৃষ্ণ ও নিজ অভিপ্সিত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা স্মৃতিপথে বিরাজমান রাখিতে হইবে এবং তাঁহাদের লীলা কথাদির স্মরণ, মনন ও শ্রবণে সতত নিরত থাকিয়া ব্রজে বাস করিতে হইবে। সমর্থ হইলে প্রকাশ্য ভাবে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবেন, নতুবা মনের দ্বারা ব্রজবাস পরিচিন্তন করিতে হইবে।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

বৎসগণ! এই রাগমার্গীয়ভক্তি, শাম্ভরী বিদ্যার ন্যায় অতি গুহ্যতম সাধনতত্ত্ব। একমাত্র শ্রীশঙ্কর মুখ নির্গলিত সনৎকুমার

সংহিতাতে ইহার আভাষ পাওয়া যায়। করুণাময় ভগবান্ শ্রীহরি গৌরাবতার গ্রহণ করিয়া ব্রজের স্বাভাবিকী রাগাত্মিকা ভক্তিকে সাধনানুকূলা রাগানুগাভক্তিরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকশিক্ষার্থ, পরিকরগণের সহিত আচার ও প্রচার করিয়াছেন। ফলতঃ রাগানুগাভক্তির সাধন প্রচারই গৌরলীলা। তিনি ছয় গোস্বামীতে নিজ-শক্তি সঞ্চার করিয়া ব্রজের এই নিত্যলীলা প্রকাশ কয়িয়াছেন।

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥

শিষ্য। প্রভো কৃপাপূর্ব্বক যেমন ভক্তিতত্ত্ব বর্ণন করিলেন, তদ্রূপ ভক্তির অঙ্গ সকলও বর্ণন করুন?

গুরু। শাস্ত্রে ভক্তির অঙ্গ বহুবর্ণিত আছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কতিপয় অঙ্গ বর্ণন করিতেছি, যথা—গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুদেবের নিকট হইতে তত্ত্ববিষয়ক শিক্ষালাভ। বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা। সাধুদিগের আচরিত পথের অনুগামী হওন। সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে ভোগাদিত্যাগ। দ্বারকাদি ধাম অথবা গঙ্গাদি মহাতীর্থে নিবাস। যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন না করিলে ভক্তি লাভ

হয় না, সেই পর্য্যন্তের অনুষ্ঠান। একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরি-বাসরের যথাশক্তি সন্মান। আমলকী, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ এবং গাভী ও বিপ্রের গৌরব করণ। ভগবদ্বিমুখ জনের সংসর্গ পরিত্যাগ। অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যাদিরূপে অঙ্গীকার না করণ। মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে নিরুদ্যমতা। বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুঃষষ্টি কলার অভ্যাস বা ব্যাখ্যা এবং বাদ পরিবর্জ্জন। ব্যবহারে কৃপণতাশূন্য অর্থাৎ যে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিম্বা লব্ধ দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে শোচনা না করিয়া অদীন ভাব প্রকাশ করণ। শোক মোহাদির অবশীভূততা। অন্য দেবতায় অবজ্ঞাশূন্যতা। প্রাণিগণকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওন। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উৎপন্ন হইতে না দেওন। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁহার ভক্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষ বা নিন্দাদি সহ্য না করণ অর্থাৎ যদি কোনব্যক্তি কৃষ্ণ নিন্দা বা ভক্তের নিন্দা করে, তাহাতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ। বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ। শরীরে হরিনামাক্ষর লিখন। নির্ম্মাল্য ধারণ। ভগবানের অগ্রে নৃত্য করণ। দণ্ডবৎ নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান। ভগবানের প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। ভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন। পরিক্রমা। অর্চ্চন (পূজা) পরিচর্য্যা। গীত। সংকীর্ত্তন। জপ। বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন)। স্তবপাঠ। নৈবেদ্য-স্বাদ-গ্রহণ। চরনামৃতের আস্বাদ গ্রহণ। ধূপমাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ। শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। আরতি ও উৎসবাদি দর্শন। শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি

নিরীক্ষণ। স্মরণ। ধ্যান। দাস্য। সখ্য। আত্মনিবেদন্। শ্রীকৃষ্ণে নিজ প্রিয়বস্তু সমর্পন। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমুদয় চেষ্টা। সকল অবস্থাতে শরণাপত্তি। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুমাত্রের অর্থাৎ তুলসী। ভাগবতাদিশাস্ত্র। মথুরাবাস। বৈষ্ণবাদির সেবন। যেমন বিভব তদনুরূপ দ্রব্য ও গোষ্ঠীবর্গের সহিত মহোৎসব। বিশেষরূপে কার্ত্তিক মাসের সমাদর। শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা।

চতুঃষষ্ঠি প্রকার ভক্তির মধ্যে সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্ত্তন, ভাগবতাদিশ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি। এই পাঁচটি অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ইহার অল্পমাত্র সাধনাতেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

বৎসগণ! যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবন প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে এই কয়েকটির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তুলসী প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য এই স্থানে পুনর্ব্বার কীর্ত্তিত হইল। এই প্রকারে ক্রমশঃ পৃথক ও সমষ্টি রূপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা, চতুঃষষ্ঠি প্রকার কথিত হইল।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে।

অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিত স্য চ ॥
নিখিল শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনং ॥
ইতিকায় হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ ॥
চতুঃষষ্ঠিঃ পৃথক সাঙ্ঘাতিকভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ।

বৎসগণ! ভগবদ্ভক্তির প্রভাব অসীম। এমন কি একমাত্র ভক্তি প্রভাবে—চণ্ডাল ও পরম পবিত্র হইয়া, সর্ব্ববিষয়ে অধিকারী হয়েন। তাঁহার দুর্জ্জাতিস্বরূপ মহাপাতকপুঞ্জ, সদ্ভক্তি-রূপ জ্বলন্ত অনল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়। এমন কি যাঁহারা ভগবানে ভক্তি করেন তাঁহারাই তপশ্চারী তাঁহারাই হোমকারী, তাঁহারাই তীর্থস্নায়ী, তাঁহারাই সদাচারী এবং তাঁহারাই বেদাধ্যায়ী।

তথাহি শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে।

শুচিঃ সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোপি বুধৈঃশ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোপি নাস্তিকঃ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে।

কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং।
অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥

শিষ্য। এই ভক্তিলাভ জীবের কি প্রকারে ঘটে ?

গুরু। সাধু কৃপায়। অনাদি কাল হইতে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও সংসার স্রোতে ভাসমান জীবের যখন কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্য প্রভাবে সংসার নাশের সময় উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং সেই সৎসঙ্গ প্রভাবেই ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব সাধুকৃপা ভিন্ন অন্য কোন সাধনান্তর দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশ অধ্যায়ে,

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে,

রহূগণংপ্রতি ভরত বাক্যং।—।

রহূগণৈ তত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপনাদগৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈ
র্ব্বিনা মহৎপাদর জোঽভিষেকং॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

"কৃষ্ণভক্তি জন্ম মুল হয় সাধুসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

তথাহি তত্রৈব।

মহৎ কৃপাবিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়” ॥

এই জন্যই শাস্ত্র-কর্ত্তাগণ উচ্চকণ্ঠে সৎসঙ্গের প্রতি বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সৎসঙ্গের প্রভাব অনন্ত। সৎ-সঙ্গের অতি অল্প মাত্র কালের সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফল, স্বর্গ ও অপবর্গকেও তুলনা করা যায় না। অতএব বৎসগণ! সর্ব্বতোভাবে জীবের মহৎ সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইতেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ে,

শৌণকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং না পুনর্ভবং।

ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

শিষ্য। প্রভো! সাধুর লক্ষণ কি?

গুরু। সাধুর লক্ষণ বর্ণন করা অসম্ভব। কারণ সাধুতে অনন্তগুণ বর্ত্তমান। এমন কি অনন্তগুণশালী ভগবানের গুণ সকল ও সাধুতে সঞ্চারিত হয়, তবে শাখা-চন্দ্রের ন্যায় মাত্র দিগ্‌দর্শন করাইতেছি শ্রবণ কর। শীত উষ্ণাদিতে যাঁহার কষ্ট হয় না, সর্ব্বপ্রাণীর নির্হেতু উপকার কর্ত্তা অজাত শত্রু অর্থাৎ পরদ্রোহবর্জ্জিত, শমদমাদি সম্পন্ন, সাধুদিগের বিশেষ সম্মান

কর্ত্তা, কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চণ, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ, মিতভুক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ ও মৌনী ইত্যাদি গুণশালীকে সাধু বলে, এমন কি ভগবদ্ভক্তে অর্থাৎ যাঁহাদের ভগবানে নিষ্কাম ভক্তিযোগের উদয় হইয়াছে সেই সকল মহৎ ব্যক্তিগণে শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মুণিগণ নিজ নিজ গুণ ও জ্ঞান বৈরাজ্ঞাদির সহিত বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি সাধুরগুণ অনন্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ে,

শ্রীভদ্রশ্রবস উচুঃ।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চনা।
সর্ব্বৈগু ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা।
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮॥

নবম অধ্যায়।

অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধিতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! যোগিদিগের কি ভাবে, কত প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা সংক্ষেপে এবং সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। যোগিদিগের অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে আটটি প্রধান, যেহেতু ভগবানের আশ্রিত, যথা:—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং যত্রকামাবসায়িত্ব।

অণিমা।—শরীর আয়তনে বা প্রমাণে বৃহৎ হইলেও সংযম বলে অণু অর্থাৎ পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্র হইবার শক্তি।

মহিমা।—ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বতাদি প্রমাণ অর্থাৎ বৃহদাকার হওয়ার সামর্থ্য (ইহাকে কেহ কেহ গরিমা সিদ্ধিও বলেন)।

লঘিমা।—গুরুভার হইলেও তূলবৎ লঘু হওয়ার সামর্থ্য।

প্রাপ্তি।—ইচ্ছা মাত্রে দূরস্থ বস্তুকে নিকট লভ্য করার সামর্থ্য।

প্রাকাম্য।—ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত অর্থাৎ সকল ইচ্ছা। পর্ব্বতাভ্যন্তরে কি ভূমধ্যে প্রবেশ করিব, এরূপ ইচ্ছা হইলেও তাহা সিদ্ধ করিবার সামর্থ্য।

ঈশিত্ব।—ভৌতিক-পদার্থের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য।

অর্থাৎ যোগীরা ভূতকে এবং ভৌতিক পদার্থকে যখন যেরূপ করিতে ও রাখিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করিতে ও রাখিতে পারেন।

বশিত্ব।—যে শক্তি থাকায় যোগীর নিকট ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকল বশীভূত (আজ্ঞাকারী হইয়া) থাকে।

যত্রকামাবসায়িত্ব।—অর্থাৎ সত্য সঙ্কল্প। ভূত ও ভৌতিক বস্তুর প্রতি তাঁহারা যখন যে শক্তির উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প উৎপাদন করেন, সে সকল বস্তু তখনই তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট হয়। যোগীরা এতদ্রূপ সত্য সঙ্কল্পের প্রভাবে বিষকে অমৃতশক্তি-সম্পন্ন করিয়া, মৃত জীবকে জীবিত করিতে পারেন; অমৃতকেও বিষশক্তি যুক্ত করিয়া জীবিত জীবকে মৃত করিতে পারেন।

অবশিষ্ট দশটি সত্ত্বগুণ-কার্য্য যথা;—ক্ষুৎপিপাসাদি রাহিত্য; দূর হইতে শ্রবণ ও দর্শন; মনোবেগে দেহের গতি; অভিলষিত রূপলাভ; পরের শরীরে প্রবেশ করণ; স্বেচ্ছামৃত্যু; দেবতারূপে অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়াভোগ; সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্তি এবং অপ্রতিহত-আজ্ঞা;—এই দশটি গুণ-জন্য সিদ্ধি।

বৎসগণ! যে ধারণাদ্বারা যেরূপ সিদ্ধি হইবে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি সূক্ষ্মভূতাত্মক ভগবানে সূক্ষ্মভূতাকাকার চিত্তধারণা করেন, সেই সূক্ষ্মভূতের উপাসক ভগবানের অনিমা-সিদ্ধি লাভ করেন। মহত্তত্ত্বাত্মক ভগবানে মহত্তত্ত্বাত্মক মন ধারণা করিয়া মহিমা লাভ করেন এবং আকাশাদি স্বরূপ ভগবানে মন ধারণা করিয়া সেই সেই ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা প্রাপ্ত

হন। ভূতসকলের পরমাণুস্বরূপ ভগবানের চিত্তধারণা করিয়া যোগী কালসূক্ষ্মাত্মক লঘিমা লাভ করেন। বৈকারিক অহংতত্ত্বাত্মক ভগবানে একাগ্রচিত্ত নিবেশ করিয়া ভগবানে নিহিতচিত্ত ব্যক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সকল ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-স্বরূপ প্রাপ্তিসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। সূত্রভূত মহান্ আত্মস্বরূপ ভগবানে যিনি মন ধারণা করেন, তিনি অব্যক্তজন্মা ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্যসিদ্ধি লাভ করেন। ত্রিগুণা মায়ার অধীশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুস্বরূপ ভগবানে মন ধারণা করিলে, জীবও তদীয় উপাধি সকলের প্রেরণা—রূপা ঈশিতাসিদ্ধি লাভ করিবেন। ভগবান্—শব্দে শব্দিত তুরীয় নারায়ণস্বরূপ ভগবানে মন ধারণা করিয়া মহদ্ধর্ম্মসম্পন্ন যোগী বশিতা-সিদ্ধি লাভ করিবেন। নির্গুণ ব্রহ্ম ভগবানে বিশদ মন ধারণা করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে সমুদায় অভিলাষ সমাপ্ত হইয়া থাকে। মানব সত্ত্বাত্মক ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপাধিপতি-স্বরূপ ভগবানে চিত্তধারণা করিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধরূপ লাভ করেন। আকাশাত্মা সমষ্টিরূপী ভগবানকে মন দ্বারা শব্দ ভাবনা করিয়া এই জীব বিবিধ প্রাণীর সেই আকাশে অভিব্যক্ত বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া থাকে। চক্ষুকে সূর্য্য এবং সূর্য্যকে চক্ষুতে যোজনাপূর্ব্বক সেই উভয় সম্বন্ধ মধ্যে মনে মনে ভগবানকে চিন্তা করিয়া দূর হইতে বিশ্বকে দর্শন করে। মন ও শরীর এই দুইয়ের অনুগামী বায়ু দ্বারা ভগবানে সুন্দররূপে সমাবেশিত করিয়া যে ধারণা করা হয়, তাহার প্রভাবে মন যে স্থানে যায় দেহও সেই স্থানে গমন করে। মনকে উপাদান-

কারণ করিয়া যে যেরূপ ধারণে ইচ্ছা করেন, যোগী মনের সেই সেই অভিলষিত রূপ ধারণ করিতে পারেন; কারণ, ভগবানের যোগবল তাহার আশ্রয়। সিদ্ধ ব্যক্তি পরের শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে আত্মচিন্তা করিবেন, তাহা হইলে নিজদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণবায়ু স্বরূপে ভ্রমরের ন্যায় তাহাতে প্রবিষ্ট হইবেন। পার্ষ্ণিদ্বারা গুহ্যদেশ চাপিয়া প্রানোপাধিক আত্মাকে হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ ও মস্তকে লইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র-দ্বার দিয়া ব্রহ্মে লইয়া শরীর ত্যাগ করিতে পারিবেন। দেতাদিগের ক্রীড়াভূমিতে বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলে ভগবানের মূর্ত্তিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব চিন্তা করিবেন তাহা হইলে সত্ত্বগুণের অংশস্বরূপ সুরকামিনীগণ বিমানে করিয়া উপস্থিত হইবেন। ভগবৎ-পরায়ণ পুরুষ চিত্তে, যখন যেরূপে যাহা সঙ্কল্প করিবেন; সত্যসঙ্কল্প হইয়া ভগবানে মন যোজনা করিলে, সেইরূপে তাহা লাভ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ, সর্ব্বচিন্ত স্বাধীন, ভগবানের ন্যায় স্বভাববান, ভগবানের আজ্ঞার ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা কোথাও প্রতিহত হয় না। ভগবৎ—ভক্তিতে শুদ্ধচিত্ত ধারণাজ্ঞ যোগিদিগের ত্রিকালবস্তুবিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহাই জন্ম মৃত্যুর আশ্রয় ও পরচিত্তাদিতে অভিজ্ঞ। যেমন জল যাদোগণের অভিঘাতক নহে, সেইরূপ ভগবানের যোগদ্বারা অশ্রান্তচিত্ত যোগীর দেহ অগ্ন্যাদিদ্বারা ব্যাহত হয় না। যিনি শ্রীবৎস, অস্ত্র, বিভূষণ, ধ্বজ, ছত্র ও ব্যজন-সহিত ভগবানের অবতার সকল ধ্যান করেন, তিনি কখন পরাজিত হন না।

বৎসগণ! ভগবানের উপাসক এইরূপ যোগ ধারণা দ্বারা যোগীর নিকট পূর্ব্ব-কথিত অশেষ সিদ্ধি উপস্থিত হয়। জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতপ্রাণ, জিতচিত্ত, ভগবানে যোজিত হৃদয় যোগীর কোন সিদ্ধিই দুর্লভা নহে। এই সকল সিদ্ধি উত্তম যোগচারী ভগবৎ-পরায়ণ যোগীর বিঘ্ন স্বরূপ। যেহেতু ইহারা কালক্ষেপের কারণ। ইহলোকে জন্ম, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্রদ্বারা যে সকল সিদ্ধি হয়, যোগী যোগ দ্বারা তৎসমস্তই প্রাপ্ত হন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥
অনিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণ মীশিতা॥
গুণেষ্ব সঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥
অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণ দর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায় প্রবেশনম্॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানু দর্শনম্।
যথা সঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞা প্রতিহতা গতিঃ॥
ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥

এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণ সিদ্ধয়ঃ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্‌যথা বা স্যান্নিবোধ মে।
ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ।
অনিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রো পাসকো মম॥
মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
পরমানুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।
কালসূক্ষ্মাত্মতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ॥
ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ানামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ॥
মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ট্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ॥
বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রচোদনাম্॥
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্ম্মা বশিতামিয়াৎ॥
নির্গুণে ব্রহ্মনি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে॥
শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি।
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্ম্মিরহিতো নরঃ॥

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ স্পৃশোত্যসৌ ॥
চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥
মনোময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা।
মদ্ধারনানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ ॥
যদামন উপাদায় যদ্‌যদ্রূপং বুভূষতি।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ ॥
পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্রভাবয়েৎ।
পিণ্ডং হিত্বাবিশেৎ প্রাণো বায়ুভুতঃষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ॥
পাষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধমু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্মণীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্ ॥
বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়েমৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ ॥
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥
যথা সঙ্কল্পয়েদ্‌বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জতংস্তথা তৎসমুপাশ্নুতে ॥
যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥
মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।
মদ্‌যোগাশ্রান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা।
মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতা।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ॥
উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনে।
সিদ্ধয়ঃ পুর্ব্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ॥
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারনাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃসুদুর্লভা॥
অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ।
জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বা নান্যৈযোগগতিং-ব্রজেৎ

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯॥

দশম অধ্যায়

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ ও ভক্তির সমন্বয় তত্ত্ব

শিষ্য। প্রভো! জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি এই চারিটি প্রশস্ত পথের সমন্বয় কিরূপ, কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। যে যোগ শাস্ত্রে পদাদি আছে বলিয়া তদ্রূপে যাঁহার উপাসনার বিধি দিয়া থাকেন এবং যে সাংখ্যশাস্ত্রে পদাদি নাই বলিয়া যাঁহার উপাসনা নিষেধ করেন, পরস্পর বিরুদ্ধ সেই দুই যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা যে কিছু প্রতীত হয়, সেই বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মবাদেও অবিবাদের আস্পদ অর্থাৎ তাহাই পরমব্রহ্ম। যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্র মধ্যে যদিও কেহ "পাদাদি আছে" এবং কেহ "পাদাদি নাই" বলিয়া বিবাদ করাতে ঐ দুইয়ের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হউক তথাপি দুইয়ের বিধি নিষেধ একবস্তু-নিষ্ঠ হওয়াতে তাহাদের বিষয় একই হইয়াছে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ট স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে

প্রজাপতিরুবাচ।

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্ন বিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহৎতৎ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ে,

ভগবানুবাচ।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥

নৈর্গুণ্য জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন অর্থাৎ এই উভয়েতেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ এবং ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি, তবে এই দুইয়ের এক প্রয়োজন কিরূপে হইবে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে, যেমন রূপ রসাদি বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির এক এক বিষয় হইলেও পৃথক্‌ পৃথক্‌ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুদ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর, ত্বকের দ্বারা শীতল এবং নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ, শ্রোত্রদ্বারা ক্ষীরাভিধান ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্‌ বস্তুতঃ এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বর্ত্মদ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়েন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তি লক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দ লক্ষণঃ॥
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্‌ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥

ভগবানের প্রাপ্তির পথ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, যেহেতু জ্ঞান ও কর্ম্মের এবং ভক্ত-সকলে ভক্তির প্রথমে কোথাও কখন সাহায্যকারিত্ব আছে।

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (ভগবৎসন্দর্ভে)।

যে পথঃ জ্ঞানকর্ম্মভক্তি লক্ষণান্ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্।
জ্ঞানকর্ম্মণোরপি ভক্তেষু ভক্তেঃ প্রথমতঃ
ক্বচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য কারিত্বাৎ।

যে ব্যক্তির গোবিন্দ চরণারবিন্দে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ ভক্তিযোগ তাহাকে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি, বিষয়স্বরূপ ভুক্তি, মুক্তিস্বরূপ শাশ্বত ব্রাহ্ম ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইয়া থাকেন।

তথাহি তন্ত্রশাস্ত্রে।

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ॥

অন্তঃশুদ্ধি, বাহ্যশুদ্ধি, তপস্যা এবং শান্তি প্রভৃতি গুণ সকল হরিসেবাভিলাষী পুরুষের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে,
দ্বিতীয় লহরীতে।

অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাং॥

ভগবানের অমৃত কথায় শ্রদ্ধা; ভগবানের অনুকীর্ত্তন; ভগবানের পূজায় পরনিষ্ঠা; স্তুতিবচন দ্বারা ভগবানের স্তব করণ; ভগবানের পরিচর্য্যায় আদর; সর্ব্বাঙ্গদ্বারা ভগবানের বন্দন; ভগবানের ভক্তদিগের অতিশয় পূজা; সর্ব্বভূতে ভগবানের অস্তিত্ব বোধ করা; ভগবানের নিমিত্ত লৌকিক কার্য্য; বাক্যদ্বারা ভগবানের গুণকথন; ভগবানে মন সমর্পণ; সর্ব্বকাম পরিত্যাগ; ভগবানের নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, এবং ভগবানের বিধি, যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা; বৎসগণ! এইরূপ ধর্ম্মসকল দ্বারা আত্মনিবেদক মনুষ্য-দিগের ভগবানে ভক্তি জন্মে; অন্য কোন অর্থ ইঁহার অবশিষ্ট থাকে না। যখন শান্ত ও সত্ত্বগুণদ্বারা পরিপূর্ণ মন আত্মাতে অর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে,

ঊনবিংশ অধ্যায়ে।

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্রদ্ধামৃত-কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
মর্য্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্

মদর্থেহর্থ-পারিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্ট দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং মদ্‌ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্‌।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোহন্যেহর্থোহস্যাবশিষ্যতে ॥
যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্‌।
ধর্ম্মং জ্ঞানং স বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে ॥

যাহা কর্ম্মকাণ্ড ও তপস্যাদ্বারা, যাহা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা আর যাহা যোগ ও দান দ্বারা এবং যাহা অন্যান্য মঙ্গল অনুষ্ঠান দ্বারাও সিদ্ধ হয়, ভগবানের ভক্ত ও ভক্তিযোগ দ্বারা তৎসমস্তই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে,

ভগবানুবাচ।

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান-ধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্ছতি ॥

জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি, এই চারিটি পথ পৃথক্‌ হইলেও সকল পথেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছা যায়, বিশেষতঃ তাহাদের প্রয়োজন ও নিষ্ঠা এক বস্তুতেই হওয়াতে বিষয় একই হইয়াছে সুতরাং সকল পথই সমান; যেমন কোন অট্টালিকার ছাদে

উঠিবার জন্য চারিদিকে চারিটি সোপান থাকিলে প্রত্যেক সোপান অবলম্বন করিয়াই ছাদে উঠিতে পারা যায়, আর যেমন কোন গ্রাম-অভিমুখে বিভিন্নদিক্ হইতে চারিটি বিভিন্ন রাস্তা থাকিলে প্রত্যেক রাস্তা অবলম্বন করিয়াই সেই গ্রামে পৌঁছিতে পারা যায়, সেইরূপ জীব স্বকীয় রুচি মতে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি এই চারিটি প্রশস্ত পথের যে কোন পথই অবলম্বন করেন তাহাদের প্রত্যেক পথেই সেই পরম বস্তুকে লাভ করিতে পারেন সুতরাং এই চারিটি পথের প্রত্যেকটির সমান অর্থ বটে।

বেদ সকল ইন্দ্রাদি বলিয়া, উপনিষদ সকল ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্য সকল পুরুষ বলিয়া, যোগ সকল পরমাত্মা বলিয়া, ভক্তগণ ভগবান্ বলিয়া একই পদার্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে,

শ্রীশুক উবাচ।

ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজং॥

বৎসগণ! ভগবান্ অদ্বিতীয় এবং দ্বন্দ্বাতীত কাজেকাজেই তাঁহার প্রাপ্তির পথও দ্বন্দ্বরহিত; তজ্জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি এই চারিটি পথই সমতুল্য; তবে লোকের প্রবৃত্তি ও রুচি বিভিন্ন প্রযুক্ত ভগবানের প্রাপ্তির পথও নানা প্রকার প্রতীয়মান হয়; যেমন মেঘস্থিত বৃষ্টির জল এক পদার্থই বটে; কিন্তু যে যে ভাণ্ডে পতিত হয় সেই সেই ভাণ্ড অনুযায়ীরূপ ধারণ করে তদ্রূপ এক ভগবানই ভিন্ন ভিন্ন সাধকের রুচিভেদে বিভিন্নরূপ

ধারণ করেন। অতএব সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া অধিকারী অনুসারে সাধনের পথ নির্ণয় করিয়া দিবেন অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানমার্গে অভিরুচি তাঁহাকে জ্ঞানের পথে, যাঁহার কর্ম্মমার্গে অভিরুচি তাঁহাকে কর্ম্মের পথে, যাঁহার যোগমার্গে অভিরুচি তাঁহাকে যোগের পথে এবং যাঁহার ভক্তিমার্গে অভিরুচি তাঁহাকে ভক্তির পথে উপদেশ দিবেন। শিষ্যগণও শ্রীগুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধন করিলে অবশ্যই সিদ্ধমনোরথ হইবেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০॥

একাদশ অধ্যায়।

রস-তত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! রস কাহাকে বলে, বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করুণ?

গুরু। বৎসগণ! রসতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণন করা অসম্ভব। রস-তত্ত্ব বর্ণন করিতে অগ্রসর হইয়া এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার অন্তলাভ করিতে পারেন নাই। যেহেতু রসতত্ত্ব-পারাবার শূন্য গম্ভীর সাগরতুল্য। আমি অযোগ্য, পতিত ও ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র, এ অধমের ভাগ্যে রস-সিন্দুর বিন্দুমাত্রও আস্বাদন ঘটিল কৈ? তবে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ প্রসাদে আভাসমাত্র তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। রসের অবলম্বন নায়ক ও নায়িকা, অতএব রস-তত্ত্ব বর্ণন করিতে হইলে নায়ক ও নায়িকাকে অবলম্বন করিয়াই বলিতে হয়। সুতরাং শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরস কদম্বমূর্ত্তি নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকার শিরোমণি শ্রীরাধাকে অবলম্বন করিয়াই রসতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥

তথাহি গৌতমীয় তন্ত্রে।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা॥

রসতত্ত্ববিদ্‌গণ, রত্যাদি স্থায়িভাবের সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব মিলিত হইলে, তাহাকে রস বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

তথাহি সাহিত্য দর্পণে।

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদি স্থায়ীভাব সচেতসাং॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে
মধ্যখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে।

"প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় মিলি এই চারি॥"

তাৎপর্য্য ঃ—পূর্ব্বে তোমাদের নিকট ভাবের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছি। এই ভাবকেই রতি বলে। রতির উদয় হইলে চিত্তের উল্লাস বৃদ্ধি এবং রঞ্জন হয়। এই রতি গাঢ় হইয়া প্রেম নামে কথিত হয় এবং প্রেম ক্রমে গাঢ় হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল, কৃষ্ণভক্তির স্থায়ীভাব বলিয়া কথিত। এই স্থায়ী-

ভাবের সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব মিলিত হইলে রস বলিয়া প্রখ্যাত হয়।

শিষ্য। প্রভো! স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব কি প্রকার বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ-ভাব সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রতিই স্থায়ীভাব।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে॥
স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ॥

বিভাব দুই প্রকার, যথা—আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। রত্যাদি যাহাতে বিভাবিত হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব এবং যদ্দ্বারা রত্যাদি উদ্বুদ্ধ হয় তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

বিভাব্যতেহি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম সদ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥

চিত্তগত ভাবের জ্ঞাপক কার্য্যকে অনুভাব বলে। নৃত্য বিলুণ্ঠিত (গড়াগড়ি) গীত, ক্রোশন (চিৎকার) তনুমোটন

(গা মোড়ামুড়ি) হুঙ্কার, জৃম্ভন (হাই) শ্বাস বাহুল্য; লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য (বিকৃতহাস্য) ঘূর্ণা এবং হিক্কা প্রভৃতি বিকারদ্বারা চিত্তস্থ ভাব সকলের অনুভাব হয়।

তথাহি তত্রৈব।

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥
নৃত্যং বিলুণ্ঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপিচ॥

সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় কৃষ্ণসম্বন্ধিভাব কর্ত্তৃক আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন যে ভাব তাহাকে সাত্ত্বিক বলে।

তথাহি তত্রৈব।

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তেতু সাত্ত্বিকাঃ।

স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, (বর্ণ বিকৃতি) অশ্রু এবং প্রলয় (শরীরে চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাব) ভেদে সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার।

তথাহি তত্রৈব।

তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

ব্যভিচারীভাব ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। বিশেষরূপে অভিমুখ হইয়া স্থায়ীভাবে বিচরণ করেন বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী বলা যায়। ইহারা সকল প্রকার ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলে। যাহারা বাক্য অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্ব (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে তাহারা ব্যভিচারী ভাব। অমৃত বারিধিতে তরঙ্গের ন্যায় ব্যভিচারী ভাব স্থায়ীভাবে উন্মগ্ন হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করে এবং নিমগ্ন হইয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ এই ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবকে ব্যভিচারী বলে।

তথাহি তত্রৈব।

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি॥
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপিতে॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
ঊর্ম্মিবদবর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চতে।
নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধি।

মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ।
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্ব্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥

যেমন সিতা (চিনি) ঘৃত, মরিচ এবং কর্পূর মিলিত হইয়া দধি রসালারূপে অপূর্ব্ব স্বাদ্য হয়, তদ্রূপ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণরতিও রসরূপে অপূর্ব্ব স্বাদ্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! কৃষ্ণরতি কত প্রকার বুঝাইয়া বলুন?

গুরু। ভক্ত পঞ্চবিধ, সুতরাং রতিও পঞ্চবিধ। বস্তুতঃ রতি এক, ভক্তভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত হয়। যথা, শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য রতি এবং মধুররতি। এই পঞ্চবিধ ভক্তের পঞ্চবিধ রতির সহিত যখন স্বযোগ্য বিভাবাদি ভাব সকল মিলিত হয়, তখনই তত্তৎ রতি রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যথা শান্তরতি,যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়; সেই ভাবকে শম বলে। শমপ্রধানদিগের পরমাত্মা বুদ্ধি জনিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া রতিকে শান্তরতি বলে। এই শান্তরতি যখন স্বযোগ্য বিভাবাদিতে মিলিত হইয়া শমীদিগের হৃদয়ে শ্রবণাদি কর্ত্তৃক চমৎকাররূপে পুষ্ট হইয়া থাকে তখনি শান্তরতি রসরূপে পরিণত হয় ও তাহাকে শান্তরস বলে। এই শান্তরসে পরমাত্মা ও পরব্রহ্মাদিরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভক্ত কৃপায় লব্ধরতি আত্মারাম মুণিগণ (সনকাদি) এবং যাঁহারা মুক্তি লাভার্থ ভজন

করেন, সেই তাপসগণ আশ্রয়াবলম্বন। মহোপনিষদ শ্রবণ এবং নির্জ্জন স্থান সেবন প্রভৃতি উদ্দীপন। এই শান্তরসে, শান্তরতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রেমরূপ অবস্থা লাভ হয়, তাহার স্নেহাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় না।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ।

বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোহত্র স্বভাবশম ইত্যসৌ॥
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতা॥

দাস্যরতি,—যাঁহারা হরি হইতে আপনাকে ন্যূন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা হরির অনুগ্রাহ্য। তাঁহাদিগের "কৃষ্ণ আমাদিগের আরাধ্য" এতাদৃশ জ্ঞানরূপ রতির নাম দাস্যরতি। এই দাস্যরতি আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া দাস্যরস বলিয়া কথিত হয়। এই দাস্যরসে ব্রজে দ্বিভুজ, অন্যত্র দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ, ঈশ্বর পরমারাধ্য এবং সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। হরিদাস বিশেষাদি আশ্রয়ালম্বন। ভগবানের কৃপা, চরণরজঃ এবং ভুক্তাবশিষ্টের প্রাপ্তি ও তাঁহার ভক্ত সঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন। এই দাস্যরসে দাস্যরতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রাগ পর্য্যন্ত দশা লাভ হয়।

তথাহি তত্রৈব।

স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেহনুগ্রাহ্যা হরের্ম্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা॥

তথাহি তত্রৈব।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাং।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসো মতঃ॥

সখ্যরতি,—যাঁহারা মুকুন্দের তুল্য বলিয়া আপনাকে অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসময়ী রতিকে সখ্য-রতি বলে। এই স্থায়ীভাব সখ্যরতি, স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে সখ্যরস বলে। এই রসে বিবিধ ভাষাবেত্তা, সুবেশ, অতিশয় বলবান্, দয়ালু, বীরচূড়ামণি, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, সুখী, প্রভৃতি গুণশালী পূর্ব্ববৎ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণের বয়স্যবর্গ আশ্রয়ালম্বন। বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, বিক্রম এবং তাঁহার প্রিয়জন প্রভৃতি উদ্দীপন। এই সখ্যরসে, সখ্যরতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অনুরাগ পর্য্যন্ত দশালাভ হইয়া থাকে।

তথাহি তত্রৈব।

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সত্যাং মতাঃ।
সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে॥

তথাহি তত্রৈব।

স্থায়ীভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়াণুদীর্য্যতে॥

বাৎসল্যরতি,—যাঁহারা হরির গুরু বলিয়া আপনাদিগের অভিমান করেন, তাঁহারা তাঁহার পূজ্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অনুগ্রহময়ী রতির নাম বাৎসল্য রতি। লালন, শুভাশীর্ব্বাদ এবং চিবুক স্পর্শনাদি তাহার চেষ্টা। এই স্থায়ীভাব বাৎসল্যরতি, বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্ট হইলে, তাহাকে বাৎসল্য-রস বলে। শ্যামাঙ্গ, রুচির সর্ব্ববিধ স্বল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বচন, সরল, সলজ্জ, বিনয়ী, মান্যমানকারী, এবং দাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই বাৎসল্য রসে বিষয়ালম্বন। মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব চাপল্য, জল্পিত এবং মন্দহসিত প্রভৃতি উদ্দীপন। এই বাৎসল্যরসে বাৎসল্য রতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনুরাগ পর্য্যন্ত দশালাভ হইয়া থাকে।

তথাহি তত্রৈব।

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ॥

তথাহি তত্রৈব।

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসল নামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ॥

মধুর রতি,—হরি এবং মৃগাক্ষী অর্থাৎ তৎ-প্রেয়সীর পরস্পর সম্ভোগের (স্মরণ, কীর্ত্তন, দর্শন, কেলি, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প,

অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিবৃত্তি এই অষ্টপ্রকার সম্ভোগ) কারণ যাহার অপর নাম মধুর, মৃগাক্ষীর সেই রতির নাম মধুর রতি। কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, প্রিয়বাণী এবং মন্দহাস্য প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। এই স্থায়ীভাব মধুর-রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে মধুর রস বলে। এই মধুররসে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, লীলা এবং বৈদগ্ধীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। তাঁহার প্রেয়সীবর্গ আশ্রয়ালম্বন। নবজলধর, ময়ুরপিচ্ছ, মুরলীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। এই মধুররসে, মধুররতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত দশালাভ হইয়া থাকে।

তথাহি তত্রৈব।

মিথোহরে র্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণং।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়॥

তথাহি তত্রৈব।

আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তি রসোহসৌ মধুরা রতিঃ॥

মুখ্য ও গৌণ ভেদে রস দুইপ্রকার, তন্মধ্যে মুখ্যরস পাঁচ প্রকার যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা শৃঙ্গার। মুখ্য-রসের বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। এখন গৌণ রসের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। গৌণরস সাত প্রকার, যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথা পূর্ব্বমনুত্তমাঃ॥
হাস্যোদ্ভুত স্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানক সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥

বাক্য, বেশ এবং চেষ্টা প্রভৃতির বিকৃতি বশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস বলে। নয়নের বিকাশ এবং নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি তাহার চেষ্টা। কৃষ্ণ সম্বন্ধি চেষ্টা জনিত হাস স্বয়ং সঙ্কুচিত কৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে তাহাকে হাস রতি বলে। এই হাসরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া হাস্যভক্তি রসরূপে পরিণত হয়। এই হাস্যভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ সদৃশ চেষ্টাশালী, বৃদ্ধ এবং শিশু প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের তদুপযুক্ত বচন, বেশ এবং চরিতাদি উদ্দীপন।

তথাহি তত্রৈব।

চেতো বিকাশো হাসঃ স্যাদ্বাগ্বেশেহাদিবৈকৃতাৎ।
স্বদৃগ্‌বিকাসনাসৌষ্ঠকপোলস্পন্দনাদিকৃৎ॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধিচেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সংকুচদাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমাণোহয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ॥

অলৌকিক বিষয় দর্শনাদি হেতু চিত্তের বিস্তৃতিকে বিস্ময় বলে। নেত্র বিস্ফার, সাধুবাদ এবং পুলকাদি তাহার চেষ্টা। এই বিস্ময় রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য

হইয়া অদ্ভুত ভক্তিরস হয়। এই অদ্ভুত ভক্তিরসে লোকাতীত ক্রিয়াহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। সর্ব্ববিধ ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা বিশেষাদি উদ্দীপন।

তথাহি তত্রৈব।

লোকোত্তরার্থবীক্ষাদে বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ।
অত্র স্যুর্নেত্রবিস্তারসাধূক্তিপুলকাদয়ঃ॥

তথাহি তত্রৈব।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময় রতির্নীতাদ্ভূতভক্তিরসো ভবেৎ॥

যাহার ফল সাধুগণের শ্লাঘাযোগ্য, সেই যুদ্ধাদি কর্ম্মে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। এই উৎসাহ রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে স্বাদ্য হইয়া বীরভক্তিরস হয়। বীরভক্তিরসে যুদ্ধবীরাদি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, তাদৃশ সুহৃদ্‌বরাদি আশ্রয়ালম্বন। আত্মশ্লাঘা, আস্ফালন, স্পর্দ্ধা, বিক্রম, অস্ত্রগ্রহণ এবং প্রতিযোদ্ধারূপে অবস্থিতি ইত্যাদি উদ্দীপন।

তথাহি তত্রৈব।

স্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্ম্মণি।
সত্বরা মানসাসক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
কালানপেক্ষণং তত্র ধৈর্য্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ।
সিদ্ধঃ পূর্ব্বোক্ত বিধিনা স উৎসাহরতির্ভবেৎ॥

তথাহি তত্রৈব।

সৈবোৎসাহ রতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।

আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ।

ইষ্ট বিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। বিলাপ, ভূমিপতন, দীর্ঘনিশ্বাস, মুখ শোষ এবং ভ্রমাদি তাহার চেষ্টা। শোকরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া করুন ভক্তিরস নামে বিখ্যাত হয়। এই করুণ-ভক্তিরসে অনিষ্ট প্রাপ্তির আস্পদরূপে জ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার-ভক্ত এবং অপ্রাপ্তভগবদ্ভক্তিসুখভক্তের বন্ধুবর্গ বিষয়ালম্বন তত্তদ্রূপে কৃষ্ণাদির অনুভব-কর্ত্তা আশ্রয়ালম্বন। তাহাদিগের গুণ, কর্ম্ম এবং রূপাদি উদ্দীপন।

তথাহি তত্রৈব।

শোকস্ত্বিষ্ট বিয়োগাদ্যৈশ্চিত্ত ক্লেশ ভরঃ স্মৃতঃ।

বিলাপ-পাত-নিশ্বাস-মুখশোষভ্রমাদিকৃৎ।

তথাহি তত্রৈব।

আত্মোচিতৈ র্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি

ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসোহি করুণাভিধঃ।

প্রতিকূলতাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। নিষ্ঠুর বচন; ভ্রূকুটী এবং লৌহিত্যাদি রূপ বিকার ইহার চেষ্টা। ক্রোধরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্ট হইলে তাহাকে রৌদ্ররস বলে। এই রৌদ্ররসে কৃষ্ণ, তাঁহার হিত ও অহিত এই ত্রিবিধ

বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ বিষয়ে সখা ও জরতী প্রভৃতি হিত ও অহিত বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। সোল্লুণ্ঠ-হাস (ঠাট্টার সহিত হাস) বক্রোক্তি, কটাক্ষ এবং অনাদর প্রভৃতি উদ্দীপন।

তথাহি তত্রৈব।

প্রতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে।
পারুষ্য ভ্রুকুটীনেত্র লৌহিত্যাদি বিকারকৃৎ।

তথাহি তত্রৈব।

নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ॥

পাপ এবং ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। আত্মগোপন, হৃদয় শোষ, পলায়ন এবং ভ্রমাদি ইহার ক্রিয়া। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত ভয় রতিকে পণ্ডিতগণ ভয়ানক ভক্তিরস বলেন। এই ভয়ানক ভক্তিরসে অনুকম্পনীয় এবং সাপরাধে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণের বন্ধুবর্গে দারুণ আলম্বন। বিভাবের ভ্রূকুটী প্রভৃতি উদ্দীপন।

তথাহি তত্রৈব।

ভয়ং চিত্তাতিচাঞ্চল্যং মন্তুঘোরেক্ষণাদিভিঃ।
আত্মগোপন হৃচ্ছোষ বিদ্রবভ্রমনাদিকৃৎ।

তথাহি তত্রৈব।

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে॥

নিন্দিত বিষয় হইতে চিত্তের যে সঙ্কোচ তাহার নাম জুগুপ্সা। নিষ্ঠীবন (থুঁতুফেলা), মুখ কুটিলাকরণ এবং কুৎসনাদি তাহার ক্রিয়া। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত জুগুপ্সারতিকে পণ্ডিতগণ বীভৎস ভক্তিরস্ বলেন। এই বিভৎস ভক্তিরসে আশ্রিত (শরণাগত, জ্ঞানিচর এবং সেবানিষ্ঠদাসভক্ত) এবং শান্তাদিভক্ত বিষয় ও আশ্রয়ালম্বন।

তথাহি তত্রৈব।

জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনং।
তত্রনিষ্ঠীবনং বক্ত্র কূণনং কুৎসনাদয়ঃ।

তথাহি তত্রৈব।

পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতিরাগতা।
অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে॥

শিষ্য। উক্ত দ্বাদশটি রসের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কি ?

গুরু। বৎসগণ! উক্ত দ্বাদশটি রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। যেমন আকাশাদির গুণ পরপর ভূতে মিলিত হইয়া পৃথিবী পঞ্চগুণে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ শান্তাদি রসের গুণ পর্য্যায় ক্রমে পরপর রসে মিলিত হইয়া মধুর রসটি পঞ্চগুণে পরিপূর্ণ হওয়ায় স্বাদাধিক্য বশতঃ মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত।

শিষ্য। বিষয়টি ভালরূপ বুঝাইয়া বলুন ?

গুরু। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ, এই পাঁচটি পঞ্চভূতের গুণ। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, এবং মৃত্তিকা এই পঞ্চভূতে এক, দুই, তিন, চারি এবং পাঁচ এইরূপে উক্ত গুণ সকল, যথাক্রমে অবস্থিত হয়। আকাশের কেবল শব্দমাত্র গুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ। অগ্নিতে শব্দ, স্পার্শ ও রূপ এই তিন গুণ। জলেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিগুণ। মৃত্তিকাতে শব্দ, স্পার্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচগুণ। এইরূপ উত্তরোত্তর এক এক গুণের বৃদ্ধি হওয়ায় যেমন মৃত্তিকাতে পাঁচ গুণ হইয়াছে তদ্রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পর রসে মিলিত হইয়া মধুর রসটি পঞ্চগুণে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ শান্তের গুণনিষ্ঠা; দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবন, সখ্যের নিষ্ঠা, সেবন ও অসঙ্কোচ; বাৎসল্যের নিষ্ঠা, পালনরূপ সেবন, অসঙ্কোচ এবং মমতাধিক্য, মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা, সেবন, সখ্যভাবে অসঙ্কোচ, মমতাধিক্যে লালন এবং নিজাঙ্গদ্বারা সেবন। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ এবং স্বীয়গুণ লইয়া পরপর রসের গুণাধিক্য হওয়ায়, মধুর রসে পাঁচগুণ হইয়াছে। অতএব গুণ অধিক হওয়ায় মধুররস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত।

শিষ্য। মধুর-রস কত প্রকার এবং কি কি?

গুরু। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে মধুর বা উজ্জ্বলরস দু প্রকার।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে।

"স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ" ॥

শিষ্য। প্রভো! বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ কাহাকে বলে?

গুরু। নায়ক নায়িকাদ্বয়ের অযুক্ত ও যুক্ত সময়ে পরস্পর অভিমত আলিঙ্গন ও চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টি কারক। অথবা কেহ কেহ বিপ্রলম্ভের অন্য এক প্রকার লক্ষণ ও বর্ণন করিয়া থাকেন, যথা—অতিশয় অনুরক্ত যুবক যুবতীদ্বয়ের অসমাগমন নিমিত্ত রতি নামকভাব যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেনা, তখন তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলা যায়।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে।

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

তথাহি তত্রৈব।

"দীর্ঘানুরক্তয়োর্যূনো রসমাগমহেতুতঃ।
ভাবো যদা রতির্নাম প্রকর্ষমধিগচ্ছতি।
নাভিগচ্ছতি চাভীষ্টং বিপ্রলম্ভস্তদুচ্যতে"॥

শিষ্য। প্রভো! বিপ্রলম্ভ নামক রসে যদি নায়ক ও নায়িকার অভিমত আলিঙ্গন চুম্বনাদি জনিত অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়, তবে সম্ভোগই সুখময়ত্ব রস হইবার যোগ্য হউক, বিপ্রলম্ভ কি প্রকারে রস হইবার যোগ্য হইবে?

গুরু। যেমন রঞ্জিত বস্ত্রের পুনর্ব্বার রঞ্জন হইলে অতিশয় রাগ বর্দ্ধিত হয় তদ্রূপ বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। বিপ্রলম্ভই সম্ভোগের একমাত্র পুষ্টি কারক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে।

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাসভেদে উক্ত বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে।

পূর্ব্বরাগস্তথামানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

শিষ্য। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস কি প্রকার বুঝাইয়া বলুন এবং নায়ক ও নায়িকা এতদুভয়ের মধ্যে পূর্ব্বরাগের উদ্দীপন পূর্ব্বে কাহার হইয়া থাকে?

গুরু। বৎসগণ! যদিচ প্রথমে মাধবের পূর্ব্বরাগ সমুৎপন্ন হয়, তথাপি প্রথমতঃ মৃগাক্ষীদিগের রাগে চারুতার আধিক্য উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যদিচ মাধবরাগের প্রথম উৎপন্ন হইলে মৃগাক্ষীদিগের অগ্রে চারুতার আধিক্য হয়, তাহার কারণ এই "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া" কৌস্তভ অলঙ্কারের বচনানুসারে যদিচ বয়ঃসন্ধির আরম্ভে ভাবের প্রথম বিক্রিয়ানন্তরই স্ত্রীপুরুষদ্বয়ের পরস্পর অন্বেষণ সম্ভব হয়, তাহা

হইলেও লজ্জা, ধৈর্য্য, কুলাচারাদি দ্বারা আবৃতা স্ত্রীর পুরুষের প্রতি সহসা পূর্ব্বরাগ প্রকট হয় না, কিন্তু পুরুষের প্রতি ধৈর্য্য লজ্জাদি আবরক না হওয়াতে সহসা প্রথম বিক্রিয়ার ক্ষণেই প্রায় পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীলোকের অন্বেষণ উপস্থিত হয়, পরন্তু এই প্রকার হইলে মৃগাক্ষীদিগের রাগ পূর্ব্বরাগে আদৌ এই উক্তি হেতু চারুতার আধিক্য বর্ণন হইয়াছে। কারণ, স্ত্রীগত প্রেমের আধিক্য আছে, প্রেম হইতে লজ্জাদির নিবারণ হয়, একারণ মৃগাক্ষীদিগের পূর্ব্বরাগ অগ্রেই বর্ণিত হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিকেই রস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যেহেতু ঐরস ভক্তাশ্রয় অর্থাৎ ভক্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকট হয়, ভগবানের রাগ ভক্তরাগের পশ্চাৎ জন্মায়, ব্রজদেবী সকল ভক্তের অবধি স্থান এ নিমিত্ত তাঁহাদেরই প্রথম পূর্ব্বরাগ হইয়া থাকে।

সঙ্গমের পূর্ব্বে নায়ক এবং নায়িকার দর্শন ও শ্রবণাদি জনিত যে রতি উদ্বুদ্ধ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

পরস্পর অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকা একস্থানে বিদ্যমান থাকিলেও যে ভাব পরস্পরের আলিঙ্গন এবং দর্শনাদির বিরোধ উৎপাদন করে, তাহাকে মান বলে।

তথাহি তত্রৈব।

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ স্বভাব বশতঃ, তৎসহ বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহাকে প্রেম-বৈচিত্ত্য বলে।

তথাহি তত্রৈব।

পিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

মিলনের পর যুবক এবং যুবতীর যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রবাস বলেন।

তথাহি তত্রৈব।

পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্য্নোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥

শিষ্য। প্রভো! আপনার কৃপায় বিপ্রলম্ভরসের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইলাম, এখন সম্ভোগ রসটি ও বিবৃত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

গুরু। দর্শন এবং আলিঙ্গনাদির আনুকুল্য হেতু নায়ক নায়িকাগণের যে ব্যপার তাহার উল্লাসের উপরি যে ভাব আরোহন করে, তাহার নাম সম্ভোগ। পণ্ডিতগণ মুখ্য ও গৌণ ভেদে ঐ সম্ভোগ দুই প্রকার কহিয়াছেন।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।
মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ॥

শিষ্য। প্রভো! আপনার মুখপদ্ম নিসৃত অশ্রুত-পূর্ব্ব বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রবণ লালসা বলবতী হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুখ্য ও গৌণ সম্ভোগের প্রকার ভেদ প্রকাশ করুণ।

গুরু। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সম্ভোগরসের দুইপ্রকার ভেদ-জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ঃ—জাগ্রদবস্থাতে এই মুখ্য-সম্ভোগ চারি প্রকারে প্রকাশ পায়, যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, এবং কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূরভেদে দ্বিবিধ প্রবাস। পরন্তু সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্নও সমৃদ্ধিমান্, অর্থাৎ পূর্ব্বরাগানন্তর সংক্ষিপ্ত মানানন্তর সঙ্কীর্ণ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসানন্তর সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসানন্তর সমৃদ্ধিমান হয়।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্নদ্ধিমতো বিদুঃ॥

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, প্রেমবৈচিত্ত্যানন্তর কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস তুল্য সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধি-মান্ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা সম্ভোগার্থ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছি সত্য, কিন্তু তদ্বিষয়ে এরূপ গূঢ়াগূঢ় মর্ম্ম কখনও অনুসন্ধান করি নাই, কিম্বা করিবার ক্ষমতাও ছিল না। যদি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পূর্ব্বোক্ত মুখ্যসম্ভোগরসের পর্য্যাবলী অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমানাদির তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশ করেন তবে কৃতার্থ হই।

গুরু। বৎসগণ! তোমরা যে বিষয়টি পরিজ্ঞাত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছ, সে বিষয় অতিগুরুতর ও গুহ্যাদপি গুহ্য। এজগতে এই রসতত্ব, কাম-গন্ধশূন্য হইয়া বুঝিবার অথবা উপলব্ধি করিবার পাত্র বা অধিকারী অতি অল্পই আছে। ভক্তগণ মধ্যে কেবলমাত্র পঞ্চরসিক নামা শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব ও শ্রীরায়রামানন্দ, এই পঞ্চরসিকভক্ত পূর্ব্বোক্ত-রস কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। এমনকি শ্রীমন্মহাপ্রভু ওস্বীয় অসংখ্য ভক্তগণ মধ্যে কেবলমাত্র স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ এই দুই ভক্তসঙ্গে এইরস আস্বাদন করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দে।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভুরাত্রিদিনে
গায়শুনে পরম আনন্দে॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।
মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ॥

শিষ্য। প্রভো! আপনার মুখপদ্ম নিসৃত অশ্রুত-পূর্ব্ব বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রবণ লালসা বলবতী হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুখ্য ও গৌণ সম্ভোগের প্রকার ভেদ প্রকাশ করুণ।

গুরু। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সম্ভোগরসের দুইপ্রকার ভেদ-জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ঃ—জাগ্রদবস্থাতে এই মুখ্য-সম্ভোগ চারি প্রকারে প্রকাশ পায়, যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, এবং কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূরভেদে দ্বিবিধ প্রবাস। পরন্তু সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্নও সমৃদ্ধিমান্, অর্থাৎ পূর্ব্বরাগানন্তর সংক্ষিপ্ত মানানন্তর সঙ্কীর্ণ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসানন্তর সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসানন্তর সমৃদ্ধিমান হয়।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, প্রেমবৈচিত্ত্যানন্তর কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস তুল্য সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধি-মান্ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা সম্ভোগার্থ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছি সত্য, কিন্তু তদ্‌বিষয়ে এরূপ গূঢ়াগূঢ় মর্ম্ম কখনও অনুসন্ধান করি নাই, কিম্বা করিবার ক্ষমতাও ছিল না। যদি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পূর্ব্বোক্ত মুখ্যসম্ভোগরসের পর্য্যাবলী অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমানাদির তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশ করেন তবে কৃতার্থ হই।

গুরু। বৎসগণ! তোমরা যে বিষয়টি পরিজ্ঞাত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছ, সে বিষয় অতিগুরুতর ও গুহ্যাদপি গুহ্য। এজগতে এই রসতত্ব, কাম-গন্ধশূন্য হইয়া বুঝিবার অথবা উপলব্ধি করিবার পাত্র বা অধিকারী অতি অল্পই আছে। ভক্তগণ মধ্যে কেবলমাত্র পঞ্চরসিক নামা শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব ও শ্রীরায়রামানন্দ, এই পঞ্চরসিকভক্ত পূর্ব্বোক্ত-রস কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। এমনকি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও স্বীয় অসংখ্য ভক্তগণ মধ্যে কেবলমাত্র স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ এই দুই ভক্তসঙ্গে এইরস আস্বাদন করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দে।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
পরম আনন্দে॥

এতদ্ভিন্ন উক্তব্রজরস আর কুত্রাপিও দৃষ্টি-গোচর হয় না। বৎসগণ! আমি অতি অকিঞ্চণ এবং কামাদি বাসনা-পরিপূর্ণ ও মায়া বিমোহিত নগন্য বদ্ধজীব, আমাতে সেই নিস্কাম বিরিঞ্চি রুদ্রাদি বাঞ্ছিত সুদুর্লভ শৃঙ্গাররসতত্ত্বের স্ফুর্ত্তি অসম্ভব, তবে তোমাদের আগ্রহাতিশয্যে বদ্ধ হইয়া, শ্রীগুরুপ্রসাদে, রসগ্রন্থাদিতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর।

লজ্জা ও ভয় হেতু যে সম্ভোগে যুবক-যুবতীদ্বয় ভোগাঙ্গ অল্পমাত্র বস্তুব্যবহার করে, তাহার নাম সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥

নায়কের ব্যলীক অর্থাৎ বিপক্ষের গুণকীর্ত্তন এবং স্ববঞ্চনাদি স্মরণ দ্বারা আলিঙ্গন, চুম্বনাদি উপকরণগুলি যেখানে সংকীর্ণ অর্থাৎ মিশ্র না হয়, তাহার নাম সংকীর্ণ সম্ভোগ, যেমন তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ অর্থাৎ তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ কালীন একদা স্বাদু ও উষ্ণতার অনুভব হয় তদ্রূপ!

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

যত্র সঙ্কীর্য্যমানাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশল॥

প্রবাস হইতে কান্ত আসিয়া মিলিত হইলে যে সম্ভোগ হয় তাহাকে সম্পন্ন সম্ভোগ বলে, সেই সঙ্গম আগতি এবং প্রাদুর্ভাব ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন হইলে তাহাকে আগতি বলে। আর প্রেমসংরম্ভ অর্থাৎ রূঢ়ভাবের বিক্রমণদ্বারা বিহ্বলা প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে অকস্মাৎ যে হরির আবির্ভাব তাহার নাম প্রাদুর্ভাব।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ॥
দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ॥

অথ আগতিঃ॥

লৌকিক ব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ॥

অথ প্রাদুর্ভাবঃ॥

প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভ বিহ্বলানাং পুরোহরিঃ।
আবির্ভবত্যকস্মাদযৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে॥

পরাধীনত্ব প্রযুক্ত নায়ক নায়িকাদ্বয়ের পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে অথচ তাহাদিগের পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ এমত স্থলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত হয় তাহার নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥

শিষ্য। প্রভো! ভবদীয় কৃপাগুণে অতি গুহ্য মুখ্য বা জাগ্রদবস্থার সম্ভোগতত্ত্বের সর্ব্বপ্রকরণ শ্রুত হইলাম, এখন গৌণ বা স্বপ্নাবস্থার সম্ভোগতত্ত্ব কিরূপ তাহা শুনিবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, কৃপা করিয়া স্বপ্নাবস্থার তত্ত্বগুলিও প্রকাশ করিলে কৃতার্থ হইব।

গুরু। গৌণ বা স্বপ্নাবস্থার সম্ভোগতত্ত্ব আর কিছুই নহে কেবল স্বপ্নাবস্থাতে নায়ক নায়িকাদ্বয়ের পরস্পর দর্শনালিঙ্গন প্রাপ্তি ইত্যাদিই স্বপ্নাবস্থার সম্ভোগ। ইহা পূর্ব্ববৎ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্ রূপেই ব্যক্ত হয় এবং তাহাদের প্রকার ভেদ তোমাদের নিকট পূর্ব্বেই বলিলাম।

বৎসগণ! এই গুহ্যাদপি গুহ্যবিষয় কেবল মাত্র ভাগবতাদিরই আস্বাদ্য অপরের নহে, অন্যথায় নিয়ত নীরয় গমন করিতে হয়, শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোঽস্য হরের্গৌণ ইতীর্য্যতে।

বৎসগণ! পূর্ব্ব কথিত বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগরস চতুঃষষ্ঠি প্রকারে নায়ক ও নায়িকাতে উপলব্ধি ও আস্বাদিত হয়, তোমাদের অবগতির জন্য তাহাদের প্রকার ভেদ ধারা বাহিকরূপে উল্লেখ করিতেছি—শ্রবণ কর।

চতুঃষষ্টি রস বিবৃতি

বিপ্রলম্ভ ৪ প্রকার

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগ।

১। সাক্ষাৎ দর্শন।
২। চিত্রপটে দর্শন।
৩। স্বপ্নে দর্শন।
৪। বন্দী (ভাট) মুখে শ্রবণ।
৫। দূতীমুখে শ্রবণ।
৬। সখীমুখে শ্রবণ।
৭। গুণিজনার গানে শ্রবণ।
৮। বংশীধ্বনি শ্রবণ।

মান।

৯। সখীমুখে শ্রবণ।
১০। শুকমুখে শ্রবণ।
১১। মুরলী ধ্বনি শ্রবণ।
১২। বিপক্ষ গাত্রে ভোগাঙ্ক-দর্শন।
১৩। প্রিয়গাত্রে ভোগ-চিহ্ন দর্শন।
১৪। গোত্র স্খলন।
১৫। স্বপ্নে দর্শন।
১৬। অন্যনায়িকার সঙ্গ দর্শন।

প্রেম বৈচিত্ত্য।

১৭। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ।
১৮। নিজ প্রতি আক্ষেপ।
১৯। সখির প্রতি আক্ষেপ।
২০। দূতীর প্রতি আক্ষেপ।
২১। মুরলীর প্রতি আক্ষেপ।
২২। বিধাতার প্রতি আক্ষেপ।
২৩। কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ।
২৪। গুরুজন প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাস।

২৫। ভাবি।
২৬। মথুরা গমন।
২৭। দ্বারকা গমন।
২৮। কালীয় দমন।
২৯। গোচারণ।
৩০। নন্দমোক্ষণ।
৩১। কার্য্যানুরোধ।
৩২। রাসে অন্তর্ধ্যান।

সম্ভোগ ৪ প্রকার।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

তন্মধ্যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

৩৩। বাল্যাবস্থায় মিলন।
৩৪। গোষ্ঠে গমন।
৩৫। গোদোহন।
৩৬। অকস্মাৎ চুম্বন।
৩৭। হস্তাকর্ষণ।
৩৮। বস্ত্রাকর্ষণ।
৩৯। বর্ত্মরোধন।
৪০। রতিভোগ।

সংকীর্ণ সম্ভোগ।

৪১। মহারাস।
৪২। জল ক্রীড়া।
৪৩। কুঞ্জলীলা।
৪৪। দানলীলা।
৪৫। বংশী চুরি।
৪৬ নৌকা বিলাস।
৪৭। মধুপান।
৪৮। সূর্য্যপূজা।

সম্পন্ন সম্ভোগ।

৪৯। সুদূর দর্শন।
৫০। ঝুলন যাত্রা।
৫১। হোলী লীলা।
৫২। প্রহেলীকা।
৫৩। পাশাখেলা।
৫৪। নর্ত্তক রাস।
৫৫। রসালস।
৫৬। কপট নিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

৫৭। সপ্নে মিলন।
৫৮। কুরুক্ষেত্র।
৫৯। ভাবোল্লাস।
৬০। ব্রজাগমন।
৬১। বিপরীত সম্ভোগ।
৬২। ভোজন কৌতুক।
৬৩। একত্রে নিদ্রাবস্থা
৬৪। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! আপনার স্বাভাবিক কৃপাবলে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ এবং ভক্তিই—প্রাপ্তির সাধন অবধারণ করিতে পারিলাম, এখন "সম্বন্ধ" কি তাহা প্রকাশ করুন।

গুরু। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বই সম্বন্ধ। এই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম, ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণ নামে ব্যাখ্যাত হন, এই তিনই এক যেহেতু এই তিনে একই তত্ত্ব বুঝায়।

তথাহি ষট্‌সন্দর্ভে (ভগবৎসন্দর্ভে)।

ব্রহ্ম ভগবতোরভিন্ন বস্তুত্বাৎ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে,

ব্রহ্মোবাচ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে,

সূত উবাচ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

বৎসগণ! এক মুখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব উপাসকের উপাসনাভেদে তিনরূপে প্রকাশ পান,—যথা,—ব্রহ্ম,

পরমাত্মা এবং ভগবান্, যেমন একই অগ্নি বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট কাচাভ্যান্তরে তত্তৎরূপে প্রকাশমান হয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে,

সূত উবাচ ।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শিষ্য। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানের সম্যক তত্ত্ব জানিতে প্রাণের একান্ত আবেগ উপস্থিত, অতএব নিবেদন অনুকম্পা করতঃ বর্ণনা করুন ।

গুরু। বৎসগণ! তোমাদের প্রাণের আবেগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ইহাতে আমার ও উৎসাহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যদিচ আমি অজ্ঞ এবং সাধন ভজন বিহীন তথাপি ইষ্টদেব কৃপাবলে যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি, তাহা অবধান কর। জ্ঞান দুই প্রকার এক আগম ও দ্বিতীয় বিবেক। আগম দ্বারা শব্দ ব্রহ্ম এবং বিবেক দ্বারা পরমব্রহ্মকে জানা যায়। প্রদীপ যেমন অন্ধকার নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আগম দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে জানিলে অজ্ঞানতা কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্ত অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়; যেমন সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে মনু, বেদের তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্ম দুই প্রকার

জানিবে; প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম। প্রথম শব্দ ব্রহ্মকে জানিলে, তবে পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারে। বিদ্যা ও দুই প্রকার; কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ, ইহাই আথর্ব্বনীশ্রুতিতে উ হইয়াছে, পরা-বিদ্যাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে ও ঋগ্বেদাদিময়ী বিদ্যাই পরা; অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদি বিবর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, ভূত সমূহের উৎপত্তি-বীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্যও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই মুনিগণ যাঁহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম। মোক্ষাভিলাষি—ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই বেদে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎশব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক। এইরূপ যথার্থ স্বরূপে সমাধিগততত্ত্বে মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময়। সেই পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর হইলেও তাঁহার পূজার জন্যতাঁহাকে ভগবৎ শব্দদ্বারা কীর্ত্তন করা যায়। বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ, মহা-বিভূতি শালী সেই পরম ব্রহ্মেই ভগবৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকেন। ভগবৎশব্দে ভকারের দুইটি অর্থ;—প্রথম তিনিই সকলের ভরণ-কর্ত্তা ও সমস্তের আধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও স্রষ্টা-এই দুই প্রকার। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ। অখিলের আত্মভুত সেই পরমাত্মায় ভূতগণ অবস্থান

করিতেছেন, বকার দ্বারা এই অর্থই লাভ হইয়া থাকে। এবং-বিধ অর্থ সম্পন্ন "ভগবৎ" এই মহান্ শব্দ—পরম ব্রহ্মস্বরূপ সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য কুত্রাপি প্রযুক্ত হয় না। সেই পরম ব্রহ্মেই এই ভগবৎশব্দ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকেন, অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয়। ভূত সমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এই জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহই ভগবৎ-শব্দের বাচ্য। সমস্ত ভূতগণ সেই পরমাত্মাতে বাস করিতেছেন এবং সকলের আত্ম-স্বরূপ সেই বাসুদেব সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন। পূরাকালে মহাত্মা কেশিধ্বজ, মহাত্মা খাণ্ডিক্যজনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বাসুদেব নামের যথার্থ অর্থ এইরূপ কহিয়াছিলেন, যেহেতু সমস্ত ভূতগণ তাঁহাতে বাস করিতেছেন এবং তিনি সমস্ত ভূতেই জগতের ধাতা ও বিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন, এই নিমিত্তই সেই প্রভুর নাম বাসুদেব। সেই পরমাত্মা স্বয়ং সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত থাকিয়া অখিলের আত্মারূপে সর্ব্বভূতের প্রকৃতি, বিকার, গুণ ও দোষ সমুহ, ত্রিভূবনে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত কল্যান গুণের স্বরূপ সেই পরমাত্মা স্বীয় শক্তির কণামাত্রদ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আপন ইচ্ছায় বহুবিধ শরীর পরিগ্রহ করতঃ জগতের অশেষরূপ কল্যান সাধন করিতেছেন। যিনি তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য ও মহাবোধশালী এবং স্বীয় বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতির একমাত্র

আধার ও পরাৎপর, যে পরমেশ্বরে ক্লেশ প্রভৃতি নাই, তিনি ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ; তিনিই ব্যক্ত স্বরূপ ও তিনিই অব্যক্তরূপ। তিনিই সকলের প্রভু ও সর্ব্বত্রগামী; তিনিই সর্ব্ববেত্তা ও সমস্তের শক্তিস্বরূপ এবং তাঁহারই নাম পরমেশ্বর।

তথাহি বিষ্ণু পুরাণে ষষ্ঠাংশে পঞ্চম অধ্যায়ে,—

পরাশর উবাচ।

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।
শব্দ ব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥
অন্ধন্তম ইবা-জ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্।
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্॥
মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা যৎ মুনিসত্তম্।
তদেতৎ শ্রূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম॥

দ্বে ব্রহ্মনী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধি গচ্ছতি॥
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বনী শ্রুতিঃ।
পরয়া ত্বক্ষর প্রাপ্তিঋ গ্বেদাদি ময়া পরা॥

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।

অনির্দ্দেশ্য মরূপঞ্চ পাণি পাদাদ্য-সংযুতম্॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূত যোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥

তদব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিনা।
শ্রুতি বাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্ত স্যাদস্যাক্ষয়াত্মনঃ ॥
এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্‌জ্ঞানং পরমং যন্ত্রয়ী ময়ম্ ॥
অশব্দ গোচর স্যাপি তস্য বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ:
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ ॥
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
সর্ব্বভূতেষ্ব শেষেষু বকারার্থ স্ততোঽব্যয়ঃ ॥
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম্।
পরম ব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ ॥
তত্র পূজ্য পদার্থোক্তি-পরিভাষা সমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যু পচারতঃ ॥

উৎপত্তিং প্রলয়শ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ ।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥
জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্য শেষতঃ ।
ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি বিনা হেয়ৈগু নাদিভিঃ ॥
সর্ব্বাণি তত্র ভুতানি বসন্তি পরমাত্মনি ।
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
খাণ্ডিক্য জনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা
নামব্যাখ্যা মনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ ॥
ভূতেষু বসতে সোহন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানিযৎ ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥

স সর্ব্বভূত প্রকৃতিং বিকারান্
গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ ।
অতীত সর্ব্বাবরণোহখিলাত্মা
তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥
সমস্ত কল্যাণ গুণাত্মকো হি
স্বশক্তি লেশাবৃত ভূতবর্গঃ ।
ইচ্ছা গৃহীতা ভিমতোরু দেহঃ
সংসাধিতা শেষ জগদ্ধিতোহসৌ ॥
তেজোবলৈশ্বর্য্য মহাববোধঃ
স্ববীর্য্য শক্ত্যাদি গুনৈক রাশিঃ ।

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টি সমষ্টি রূপো
ব্যক্ত স্বরূপোঽ প্রকট স্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগ সর্ব্ববেত্তা
সমস্ত শক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥

শিষ্য। ব্রহ্মের লক্ষণ কি ?

গুরু। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে চরাচর জগৎ যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম। যিনি বৃহত্তম ও সর্ব্বব্যাপক তাঁহাকেই পরমব্রহ্ম বলা যায়। এই ভগবান্ তুরীয়, অতুরীয়, আত্মা, অনাত্মা, উগ্র, অনুগ্র, বীর, অবীর, মহান্, অমহান্, বিষ্ণু, অবিষ্ণু, জ্বলন্ত, অজ্বলন্ত, সর্ব্বতোমুখ এবং অসর্ব্বতোমুখ ; ইনিই স্থূল ও নহেন, সূক্ষ্ম ও নহেন, অথচ স্থূল ও বটেন ও সূক্ষ্ম ও বটেন, তথা বিশ্ব নহেন অথচ বিশ্ব, বিরুদ্ধধর্ম্মরূপী এই হরি ঐশ্বর্য্যাধীন পুরুষোত্তম নামে কথিত হয়েন। তিনিই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্বরস পরিপূর্ণ।

তথাহি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে, তৃতীয় উল্লাসে,

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যতোবিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায়ে,

ধ্রুব উবাচ।

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহনত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্মপরমং বিদুঃ ॥

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (ভগবৎসন্দর্ভে)।

তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্ত—
মমহান্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখমিত্যাদিকা ॥

তথাহি তত্রৈব।

অস্থূলোঽনণুরূপোঽসাববিশ্বো বিশ্ব এব চ।
বিরুদ্ধধর্ম্মরূপোসাবৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তম ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং ॥

শিষ্য। প্রভো! আপনি যে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন তাঁহার শক্তি কিরূপ ?

গুরু। ব্রহ্ম যৎস্বরূপ তাঁহার শক্তি ও তৎস্বরূপা, স্বাভাবিকী ও সর্ব্বব্যাপিনী।

শিষ্য। তদ্স্বরূপাশক্তি কাহাকে বলে ?

গুরু। ভগবান্ যৎস্বরূপ তাঁহার শক্তিও তৎস্বরূপা স্নুতরাং একতত্ত্বের সচ্চিদানন্দত্ব হেতু শক্তিরও বিদ্যমানতা, জ্ঞানতা

ও আনন্দতা প্রযুক্ত, এক শক্তিরই তিনপ্রকার ভেদ হইয়াছে। ইহাই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনীশক্তি।

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (ভগবৎসন্দর্ভে)।

যদাত্মকো ভগবাং স্তদাত্মিকেত্যাত্মাঃ পরাস্ত শক্তি
র্বিবিধৈব শ্রূয়ত।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়,

অষ্টম পরিচ্ছেদে।

সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায়ে,

ধ্রুব উবাচ।

হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হলাদতাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

শিষ্য। স্বাভাবিকীশক্তি কি প্রকার?

গুরু। যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না, অধিক দূরদেশে বিস্তার হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরব্রহ্মের শক্তি এই জগতে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু সমস্ত ভাবপদার্থের শক্তি সকল, অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচর। অতএব ব্রহ্মের ও সেই

শক্তি অগ্ন্যাদি ভাবপদার্থ সকলের দাহকত্বাদি শক্তির ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। স্বাভাবিক শক্তি ত্রিবিধ ;—পরাবিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর সর্ব্বথা স্বরূপভূত চিৎস্বরূপ অন্তরঙ্গানাম্নী ; অপরা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞনামা জীবশক্তি অপরা চিদ্রূপ অথচ স্বরূপশক্তি হইতে বিভিন্ন তটস্থানাম্নী ; এবং তদন্যকর্ম্মনামে অবিদ্যাশক্তি অর্থাৎ যাহার কার্য্য অবিদ্যা সেই মায়া তৃতীয়া শক্তি বহিরঙ্গানাম্নী।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে, দ্বাবিংশ অধ্যায়ে,

মৈত্রেয় উবাচ।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে, তৃতীয় অধ্যায়ে

পরাশর উবাচ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে, সপ্তম অধ্যায়ে,

কেশিধ্বজ উবাচ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলায়,
বিংশ পরিচ্ছেদে।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥

শিষ্য। সর্ব্বব্যাপিণীশক্তি কি প্রকার?

গুরু। ভগবান্ যেমন জগদ্ব্যাপক, তাঁহার শক্তি ও তদ্রূপ। দৃষ্টান্ত;—অঙ্গারকে ব্যাপিয়া অবস্থিত অঙ্গারের দাহশক্তি। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই শক্তিকে উমানামে অভিহিত করেন, অন্যে বলেন, লক্ষ্মী, অপরে বলেন সরস্বতী; গিরিজা, অম্বিকা, ইত্যাদি নামেও তাঁহাকে আখ্যাত করা হয়। দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া এবং মুল প্রকৃতি এই সকল আখ্যায় কোন না কোন ভেদে মহর্ষিমণ্ডলীর কথিত। ইনিই বিষ্ণুর সেই পরমাশক্তি; জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তিনিই করেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপে জগৎকে ব্যাপিয়া তিনিই অবস্থিতা। সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই রূপত্রয়ে বর্ত্তমান। এক সেই শক্তিই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ। যিনি ব্রহ্মারূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তদপেক্ষা পরম দেব "নিত্য" নামে আখ্যাত। যে পরমপুরুষ জগতের রক্ষাকর্ত্তা, তদপেক্ষা পরমপদার্থ সেই অব্যয় ব্রহ্ম। অক্ষর, নির্গুণ, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সনাতন, পরাৎপর, যোগিধ্যেয়, পুরুষই কালরুদ্রনামে আখ্যাত। সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত,

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, পরমানন্দময়, সর্ব্বোত্তম, পরমাত্মা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই বিজ্ঞেয়। এই শুদ্ধ চৈতন্যই অহঙ্কাররূপ উপাধির যোগে "দেহী" নামে অভিহিত; তত্ত্বজ্ঞানই এই উপাধি নাশের হেতু। মনের ও অগোচর যে নির্ম্মল—জ্যোতিতে ব্যাগিন্দ্রিয় প্রযুক্ত "পরব্রহ্ম" এই নাম ও ঔপচারিক অর্থাৎ বাস্তবিক নহে। সেই পরম-শুদ্ধ দেব, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণভেদ-ভিন্ন স্থষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতু মূর্ত্তিত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অযুত অযুত অংশের অংশ, সেই দেব এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমল—সম্ভূত, তিনিই আনন্দরূপ পরমাত্মা; পরমাত্মা তদ্ভিন্ন নহেন! অন্তর্যামী জগৎ স্বরূপী সর্ববসাক্ষী নিরঞ্জন পরমেশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন ও অভিন্নরূপে অবস্থিত। জগতের আশ্রয় মহামায়া তাঁহারই শক্তি। বিশ্বোৎপত্তির হেতু বলিয়া পণ্ডিতেরা সেই মহামায়াকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন। মহাবিষ্ণু স্থষ্টিপ্রারম্ভে লোকস্থষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিন রূপ অবলম্বন করিয়াছেন। আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ, পরব্রহ্ম পদবাচ্য বিষ্ণুর সেই বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় পরম-পদ অবলোকন করিয়া থাকেন। যে নির্গুণ বস্তুর পরব্রহ্ম নাম ও ঔপচারিক, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান—গম্য বিষ্ণু; তিনিই শুদ্ধ, অনন্ত, কালরূপী, মহেশ্বর। সেই প্রভূই গুণরূপী, গুণাধার এবং জগতের আদিকর্ত্তা।

তথাহি বৃহন্নারদীয় পুরাণে তৃতীয় অধ্যায়ে,

শ্রীনারদ উবাচ।

যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথা মুনে।
দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥
উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ॥
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহ্যৈন্দ্রীতি চাপরে॥
ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথাপরে।
প্রকৃতিশ্চ পরা চেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥
সেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী।
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ জগদ্ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা॥
প্রকৃতিশ্চ পুমাংশ্চৈব কালশ্চেতি ত্রিধা স্থিতঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানামেকঃ কারণতাং গতঃ॥
যেনেদমখিলং জাতং ব্রহ্মরূপধরেণ বৈ।
তস্মাৎ পরতরো দেবো নিত্য ইত্যভিধীয়তে॥
রক্ষাং করোতি যো দেবো জগতাং পরমঃ পুমান্।
তস্মাৎ পরতরং যত্তদব্যয়ং পরমং পদম্॥
অক্ষরো নির্গুণঃ শুদ্ধঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
যঃ পরঃ কালরুদ্রাখ্যো যোগিধ্যেয়ঃ পরাৎপরঃ॥
পরমাত্মা পরানন্দঃ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতঃ।
জ্ঞানৈকবেদ্যঃ পরমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥

যোঽসৌ শুদ্ধোঽপি পরমস্ত্বহঙ্কারেণ সংযুতঃ।
দেহীতি প্রোচ্যতেমূঢ়ৈরহোঽজ্ঞানং হি ভেদনম্॥
পরং ব্রহ্মাভিধানন্তু যস্মিন্ নির্ম্মলতেজসি।
প্রোচ্যতে হ্যুপচারেণ বাচা মানস গোচরে॥
স দেবঃ পরমং শুদ্ধঃ সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ।
মূর্ত্তিত্রয়ং সমাপন্নঃ সৃষ্টিস্থিতন্ত্যকারণম্॥
যস্যাযুতাযুতাংশাংশা ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
তেনেদমীদৃশং ব্যাপ্তং জগদেতচ্চরাচরম্॥
যোঽসৌ ব্রহ্মা জগৎকর্ত্তা যন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।
স এবানন্দরূপাত্মা তস্মান্নান্যঃ পরমাত্মবান্॥
অন্তর্যামী জগদ্রূপী সর্ব্বসাক্ষী নিরঞ্জনঃ।
ভিন্নাভিন্নস্বরূপেণ স্থিতো বৈ পরমেশ্বরঃ॥
যস্য শক্তির্মহামায়া জগদ্বিশ্রম্ভকারিণী।
বিশ্বোৎপত্তিনিদানত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
আদিসর্গে মহাবিষ্ণুর্লোকান্ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালশ্চেতি ত্রিধাভবৎ॥
পশ্যন্তি ভাবিতাত্মানঃ পরংব্রহ্মাভিসংজ্ঞিতম্।
শুদ্ধং তৎ পরমং ধাম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
পরং ব্রহ্মাভিধানন্তু যস্মিন্ নির্গুণ বস্তুনি।
প্রোচ্যতে হ্যুপচারেণ স বিষ্ণুর্জ্ঞান গোচরঃ॥

এষ শুদ্ধোঽক্ষরোঽনন্তঃ কালরূপী মহেশ্বরঃ।
গুণরূপীগুণাধারো জগতামাদিকৃদ্ বিভুঃ॥

শিষ্য। প্রভো! সেই ব্রহ্মের লীলা কিরূপ?

গুরু। বৎসগণ! তিনি কখন প্রকৃতি এবং কখনও বা পুরুষভাবে লীলা করিয়া থাকেন।

তথাহি ব্রহ্ম সংহিতায়।

অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য, বীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ।

শিষ্য। তিনিই প্রকৃতি তিনিই পুরুষ এমতাবস্থায় কাহার সহিত লীলা করেন?

গুরু। ভগবান্ এককালীন্ অপরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্ন বটেন; তিনি আত্মারাম, তিনি আপনাআপনিই ক্রীড়া করেন; স্ত্রীদিগের বিভ্রম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তথাপি কামি—পুরুষদিগের দৈন্য এবং স্ত্রীগণের দুরাত্মতা প্রদর্শন করতঃ প্রেয়সীর সহিত ক্রীড়া করেন; অর্থাৎ সেই ভগবান্ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও স্বরূপশক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। যেমন একমাত্র সুবর্ণ মনুষ্যদিগের ক্রিয়াভেদে অলঙ্কারাদি ব্যবহার কর্ম্মে নানা প্রকারে প্রতীত হয়, সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ লৌকিক বৈদিক ব্যবহার-পথে লোক কর্ত্তৃক বাক্য দ্বারা বহু প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়েন।

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (ভগবৎসন্দর্ভে)।

ততো নেদং পদ্যং ব্রহ্মপরং ব্যাখ্যেয়ং তদেবং পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োর্যুগপৎস্থিতে রচরং চরমেব চেত্যো তদপ্যত্র সুসঙ্গচ্ছতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীশুক উবাচ।

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীনাঞ্চৈব দুরাত্মনাম্॥

তথাহি ষট্সন্দর্ভে (ভগবৎসন্দর্ভে)।

তদেব মন্যস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ স্বরূপশক্ত্যৈব পরিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নঞ্চ তদেবং বপূরিতি প্রকরণার্থঃ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১২॥

-:•:-

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রাপ্তিতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ এবং ভক্তিই প্রাপ্তির সাধন ও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিলাম; এখন কৃপাপূর্ব্বক বলুন, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কি প্রকারে প্রাপ্তি করা যায়?

গুরু। বৎসগণ! প্রাপ্তির সাধন জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ এবং ভক্তিই বটে সুতরাং তৎসিদ্ধি হইতেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব প্রাপ্তি করা যায় অর্থাৎ যিনি জ্ঞানমার্গে সাধন করেন তাঁহার জ্ঞান সিদ্ধি হইতে, যিনি কর্ম্মমার্গে সাধন করেন তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধি হইতে, যিনি যোগমার্গে সাধন করেন তাঁহার যোগ সিদ্ধি হইতে এবং যিনি ভক্তিমার্গে সাধন করেন তাঁহার ভক্তি সিদ্ধি হইতে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

শিষ্য। প্রাপ্তি সম্বন্ধে সরলভাবে, দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণের নিয়ন্তা হইলেও জনগণের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তই তাঁহার রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই নির্গুণ ভগবান্ যদিও বিজ্ঞানরাশি-

স্বরূপ এবং এক, তথাপি পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, আশয়, লিঙ্গ, নাম—এই সকল দ্বারা নানা বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া কর্ম্মমার্গে যজ্ঞরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যাগ-যজ্ঞের ন্যায় ঐ সকলের ফল ও ভগবানের স্বরূপ। কারণ, তিনি পরমানন্দ-স্বরূপ হইয়াও শরীরাভ্যন্তরে বিষয়াকারবুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং অগ্নি যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত হইয়া কাষ্ঠের ধর্ম্ম দৈর্ঘ্য-হ্রাসাদিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, ভগবান্ ও সেইরূপ প্রতীয়মান্ হইয়া থাকেন। উপাসকগণ যে যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। মণি যেমন নীল পীতাদি বিভাগ বশতঃ রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধ্যানভেদাধীন সাধকের হিতার্থে অচ্যুত, বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সবরূপই একতত্ত্ব। এমন দৃষ্টান্ত ও আছে যে একস্বরূপে ধ্যান করিলে অন্যস্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হন; মহর্ষি অত্রি একস্বরূপে ধ্যান করায় ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিন স্বরূপেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে পুরুষ বিদ্বান্ ও যিনি ভক্ত তাঁহার যেমন মস্তক হস্তাদি অঙ্গে পরকীয়া বুদ্ধি হয় না, তদ্রূপ ভগবানে অনুরক্ত ব্যক্তি কাহাকেও ভেদজ্ঞান করেন না এবং তিনজনকেই একস্বরূপ ও সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করেন। যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান বিহীন তিনিই পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। ধ্যান বা ভাবনার ফলে ভাবযোগ্যভাবে ভগবানকে প্রাপ্তি করা যায়। মুনিগণ এবং গোপীগণ প্রভৃতি স্বীয় স্বীয়ভাবে

ভগবানকে প্রাপ্তি করেন। যাঁহারা ভগবানকে অক্ষর, অনির্দ্দিশ্য ও অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগামী, অচিন্ত্য, কূটস্থ এবং অচল ও নিত্য বলিয়া উপাসনা করেন তাঁহারা সকল প্রাণীর হিতচেষ্টাতে রত এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়াও ইন্দ্রিয় দমন করিয়া ভগবানকে প্রাপ্তি করেন।

বৎসগণ! অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বই—সম্বন্ধ; জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ এবং ভক্তিই—অভিধেয় এবং তৎসিদ্ধিই—প্রয়োজন। শ্রীগুরু এ অধমের প্রতি দয়াবিতরণে যাহা স্ফুরণ করাইলেন, তাহাই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। সদ্‌গুরুশুশ্রূষায় যতই অনুধ্যান করিবে, তৎকৃপাবলে এই সকল তত্ত্ব ততই পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে, ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীশুক উবাচ।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে,

শ্রীরাজোবাচ।

অসাবিহানেক গুণোঽগুণোঽধ্বর
পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণ ক্রিয়োক্তিভিঃ
সম্পদ্যতেঽর্থাশয় লিঙ্গ নামভি
র্বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ॥

প্রধানকালাশয় ধর্ম্মসংগ্রহে
শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্।
ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে
যথানলো দারুষু তদ্‌গুণাত্মকঃ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে,

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননুনাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্‌ধিয় ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়াস সদনুগ্রহায় ॥

তথাহি ষট্ সন্দর্ভে (ভগবৎ সন্দর্ভে)।

মণি র্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথা বিভুরিতি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে,

শ্রীঅত্রিরুবাচ।

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈ
র্মায়াগুণৈরণুযুগং বিগৃহীত-দেহাঃ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং ব—
স্তেভ্যঃ ক এব ভবতাংমইহোপহূতঃ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে,

শ্রীভগবানুবাচ।

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোহহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্‌রক্ষন্‌হরন্‌ বিশ্বংদধ্রে সংজ্ঞাংক্রিয়োচিতাম্‌॥
তস্মিন্‌ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌচ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোহনু পশ্যতি॥
যথা পুমান্‌ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপান্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥
এয়ানামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্‌।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্‌ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে, সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে

শ্রীশ্রুতয়ঃ উচুঃ।

নিভৃতমরুন্মনোহক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য—
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড বিষাক্তধিয়ো
বয়োমপি তে সমাঃ সমদৃশোহঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে,

নারদ উবাচ।

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত সাত্মতাম্‌।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে, দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ে

শ্রীশুক উবাচ।

আধ্যাত্মশিক্ষয় গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্ত জীবকোশাস্তমধ্যগন্॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে,

শ্রীভগবান্ উবাচ।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১৩॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দতত্ত্বামৃত সমাপ্ত